সওদাগর।

(নাটক)

(মহাকবি সেক্ষপীয়র-রচিত "মার্চ্চেণ্ট্ অফ্ ভেনিস্"

নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩২২ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শাস্ত্রপ্রচার প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীফুলচন্দ্র দে।
৫নং ছিদামমুদির লেন, কলিকাতা।

—বাণী-বরপুত্র—

নটগুরু

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মহাত্মার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

আমার

"সওদাগর" নাটক

ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম।

ইতি

গ্রন্থকারস্য।

সওদাগর নাটক ষ্টার থিয়েটারে শনিবার ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২২ সাল (ইংরাজি ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯১৫ সালে) প্রথম অভিনীত হয়।

ম্যানেজার প্রোপ্রায়েটার ...	শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
রিহার্স্যাল মাষ্টার	পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
নৃত্যশিক্ষক	শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু।
ষ্টেজ্ ম্যানেজার	শ্রীআশুতোষ পালিত।
কুলীরকের ভূমিকায় ...	শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
অনিলকুমারের "	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বসন্তকুমারের "	শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
নিরঞ্জনের "	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
নটবরের "	শ্রীযুত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
আহ্লাদের "	শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু।
নটবরের পিতার "	হাস্যার্ণব শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী।
রাজা বিজয়সেনের "	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়।
মন্ত্রীর "	শ্রীহরিপদ সরকার।
কোটালের "	শ্রীবিষ্ণুচরণ দে।
প্রতিভাসুন্দরীর "	মিস্ কুসুমকুমারী।
যূথিকার "	মিস্ আশ্চর্য্যময়ী।
নীরজার "	মিস্ নারায়ণী।
ম্যান্তার "	মিস্ হেমন্তকুমারী।
হারমোনিয়ম্ বাদক	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় (পচু বাবু)।
ক্লারিয়নিষ্ট্	শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার।

"সওদাগর" নাটক ষ্টার থিয়েটারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনয় করাইতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ম্যানেজার-প্রোপ্রাইটার—

বন্ধুবর শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ দত্ত

(নাট্য শিক্ষক)।

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়

(সহকারী নাট্য শিক্ষক)।

সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

(সঙ্গীতাচার্য্য)।

অদ্বিতীয় নৃত্যকলাকুশল শ্রীযুত নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু

(নৃত্যশিক্ষক)।

প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চসজ্জাকর চিত্রশিল্পী শ্রীযুত আশুতোষ পালিত

(ষ্টেজ ম্যানেজার)।

সময়সংক্ষেপার্থ অভিনয়কালে "সওদাগর" নাটকের কতক অংশ পরিত্যক্ত হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

রাজা বিজয়সেন	গৌড়ের রাজা।
কুলীরক শ্রেষ্ঠী	কুশীদজীবী।
কুবলয় ঐ	অপর ঐ
অনিলকুমার	সপ্তগ্রামের সওদাগর।
বসন্তকুমার নিরঞ্জন	ঐ বন্ধুদ্বয়।
নটবর	কুলীরকের ভৃত্য।
নটবরের পিতা	...
আহ্লাদে	নটবরের পুত্র।
মোহনলাল	মুরারীপুরের রাজা।
অর্দ্ধকুমার	নন্দীগ্রামের জমিদার।
ম্যান্‌তা	আহ্লাদের অনুচর।

মন্ত্রী, সহরকোটাল, কারারক্ষকদ্বয়, নাগরিকগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

প্রতিভা	বিশ্বমঞ্চের ধনকুবের মহাতাব্ শ্রেষ্ঠীর কন্যা।
যূথিকা	কুলীরকের কন্যা।
নীরজা	প্রতিভার সহচরী।

বণিকপত্নীগণ, পরিচারিকা ও সহচরীগণ।
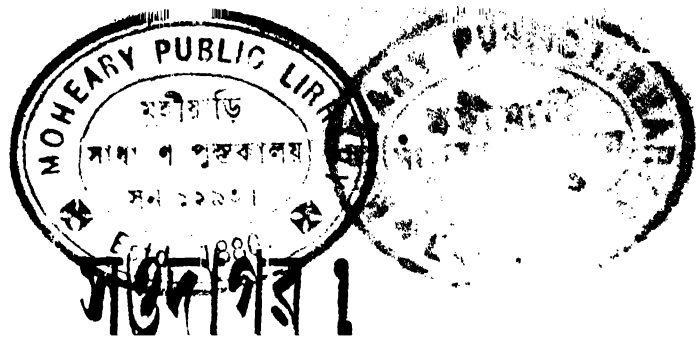
সওদাগর।

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সপ্তগ্রাম --বন্দর--পথ।

বণিক্-পত্নীগণ।

গীত।

সেজে গুজে মিন্‌সে গেছে সওদাগরিতে।
দেশ-বিদেশে ঘুরে ফিরে,
কত, আম্‌দানি রপ্তানি ক'রে,
টাকার বোঝা আন্‌লে ঘরে,
তবে পাবে জিরেন নিতে॥
সাগরজলে নয়নজল মিশিয়ে দিয়ে,
(ও-সে) শুক্‌নো মুখে প্রাণের দুঃখে ভাস্‌লো জাহাজ নিয়ে;
বেণে-বৌ থাক্ আশায় জীয়ে;—
ভাব্‌ছি এখন, হায় প্রাণধন! (কেন) দিলাম ছেড়ে মরিতে॥

[প্রস্থান।

(অনিলকুমার ও বসন্তকুমারের প্রবেশ)

অনিল—এঁ্যা বল কি? প্রশান্ত সওদাগরের অতটা বিষয়, এত অল্প দিনের মধ্যে নষ্ট ক'রে ফে.ল্ল? একি সত্য না পরিহাস ক'চ্ছ?

বসন্ত—তুমি আমার বাল্যবন্ধু! শুধু বাল্যবন্ধু নও, আমার সহোদরেরও অধিক! সুখে-সম্পদে বিপদে-আপদে এ সংসারে তোমার মতন সুহৃদ্ আমার কেউ নেই! তোমার কাছে আমি মিথ্যা কথা ব'লে তোমার সঙ্গে কি আমি পরিহাস ক'র্ত্তে পারি অনিল? ব'ল্লে না "কি ক'রে এতটা বিষয় নষ্ট ক'ল্লে"? আশ্চর্য্য! তুমি এতবড় একজন ব্যবসাদার হ'য়ে এটা জান না যে, বিষয়-আশয় ক'র্ত্তে যতটা যত্ন-পরিশ্রম হয়, সে বিষয় নষ্ট ক'র্ত্তে তা'র লক্ষাংশের এক অংশও কষ্ট স্বীকার ক'র্ত্তে হয় না! আয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, অথচ ব্যয়ের বিপুল স্রোত চলে যাচ্ছে! এমন ক'ল্লে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যও ক'দিন থাকে ভাই?

অনিল—থাক্, ও সমস্ত কথায় কাজ নাই! মা লক্ষ্মী চিরদিনই চঞ্চলা! এক স্থানে তো তিনি স্থির হ'য়ে ব'স্তে পারেন না! ধনসম্পত্তির অধিকারী হ'য়ে কেউ গর্ব্ব ক'র্ত্তে পারে না যে, সে ধনসম্পত্তি তা'র চিরকাল থাক্‌বে! অদৃষ্টগুণে অগাধ পৈতৃক-সম্পত্তি হস্তগত করেছিলে, মনের সাধে ভোগবিলাস ক'রে ত নিয়েছ! এখন অদৃষ্টদোষে সব যদি নষ্ট হ'য়ে গিয়ে থাকে, তুমি কি ক'র্ত্তে পারো? আবার যদি অদৃষ্টে থাকে, আবার ধনবান্ হবে! এখন সে প্রতিভাসুন্দরীর সংবাদ কি বল? এর মধ্যে বিষমঞ্চে গিয়েছিলে?

বসন্ত—তুমি কি পাগল হ'লে নাকি অনিল? বিষমঞ্চে যাবার অবস্থা আমার এখন আছে নাকি? আমার মতন অর্থহীন, কপর্দ্দক-

শূন্য, ঋণগ্রস্ত হতভাগ্যের প্রতিভাসুন্দরী-লাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা-মাত্র!

অনিল—কেন? তা'র কি বিবাহ হ'য়ে গেছে নাকি?

বসন্ত—বিবাহ হ'বে কি? সে অনেক গণ্ডগোলের ব্যাপার। প্রতিভার পিতা মহাতপচাঁদ ধনকুবের ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয়না, তা'তো জান? সংসারে ঐ একমাত্র কন্যা ভিন্ন মহাতপের আর কোন সন্তান নাই! বৃদ্ধ মহাতপ তাঁর অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যার যোগ্য পাত্র সমগ্র বাংলাদেশে খুঁজে না পেয়ে, অবশেষে কন্যার অদৃষ্টের উপর পাত্র-নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ ক'রে স্বর্গে চলে গেলেন!

অনিল—কি রকম?

বসন্ত—কি রকম তা জানি না; তবে শুনেছি, দেশ-বিদেশ থেকে কত রাজা-মহারাজা প্রতিভাসুন্দরীকে লাভের আশায় বিশ্বমধ্যে মহাতপের প্রাসাদে আপন আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা ক'র্ত্তে যান: কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কেউ তো সফলমনোরথ হ'তে পারেন নি! আমার বড় ইচ্ছা হয়, আমি একবার অদৃষ্টটা পরীক্ষা ক'রে আসি। শুধু তো প্রতিভাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ নয়, অদৃষ্টপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে, সেই সঙ্গে মহাতপের অগাধ ধনসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হ'তে পারা যাবে!

অনিল—তা বেশতো—, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না! অদৃষ্টের কথা কে ব'ল্‌তে পারে ভাই? আমার বিশ্বাস, তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হ'বে! আমি শৈশবকাল থেকে তোমাকে দেখে আস্‌ছি; তোমার চরিত্র, তোমার মন, তোমার উদারতা আমি খুব ভাল-রকম জানি! তুমি পৈতৃক বিষয় হয়তো নষ্ট ক'রে থাক্‌তে পার, কিন্তু আমার মনে হয়, সে সমস্তই কেবল তোমার উচ্ছৃঙ্খলতা

এবং বিলাসিতায় নষ্ট হয় নি! পরদুঃখমোচনে সদাই মুক্তহস্ত তুমি, পরের অভাব পূরণে সদাই ব্যস্ত তুমি,—তোমার বিষয়-আশয়ের অন্ততঃ তিন ভাগ যে সৎকার্য্যে ব্যয় হ'য়েছে, সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই! ভগবান্ তোমার প্রতি তো অসন্তুষ্ট নন ভাই! তোমার অদৃষ্ট নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন,—তুমি এখনই বিঘ্ন-মঞ্চে যাত্রা কর।

বসন্ত—স্বর্গীয় প্রশান্ত সওদাগরের পুত্র আমি,—আমি কেমন ক'রে দীনদুঃখীর মত সেখানে যাই অনিল? আমার যে আর যথার্থই এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই!

অনিল—তোমার নাই, কিন্তু আমার তো আছে,—তাহ'লেই তোমার আছে! আমি তুমি কি পর? এতকালের পর এইটে বুঝি সাব্যস্ত ক'ল্লে?

বসন্ত—আর কত দেবে অনিল? কত দিয়েছ—তা'র কি খবর আছে? আর কোন্ মুখে তোমার কাছে চাইব ভাই?

অনিল—তবে আর "ভাই" ব'লছ কেন? এতটা যদি আত্মসম্মান-জ্ঞান হ'য়ে থাকে, আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখলেই তো পার! আমার কাছে না এলেই তো আরও ভাল হয়! থাক্—এখন কতটা টাকা খরচ হ'বে বল দিকি? আর লৌকিকতা ক'রে কাজ নেই! ঠিক কতটা টাকা দরকার শুনি!

বসন্ত—অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকা নিয়ে না বেরুলে ঠিক মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্ব না!

অনিল—নগদ টাকা এখন আমার হাতে এক পয়সাও নেই! আর এমন কোন উপায়ও আপাততঃ দেখ্ছি না, যা'তে দু-এক মাসের মধ্যে টাকাটা সংগ্রহ ক'রেও তোমাকে দিই! এক কাজ কর,

মাস তিনেকের জন্য আমার নাম করে টাকাটা কোথা থেকে ধার ক'রে নাও! তার পর যবদ্বীপের জাহাজখানা ঠিক তিনমাসের মধ্যেই নিশ্চয় ফিরে আস্‌বে, তা'হ'লেই দেনা পরিশোধ ক'রে ফেল্‌ব! তুমিও চেষ্টা দেখ, আমি চেষ্টা দেখি! তিনলক্ষ টাকা আমার নামে ধার ক'র্ত্তে বোধ হয় কষ্ট পেতে হবে না!

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নিরঞ্জন—(ব্যস্তভাবে) কি ব'ল্‌ছ, কি ব'ল্‌ছ, টাকা ধার ক'র্ব্বে—টাকা ধার ক'র্ব্বে ?

অনিল—কি হে নিরঞ্জন ? তুমি হঠাৎ কোথা থেকে ? এত ব্যস্তসমস্ত কেন ?

নির—কথা আছে ভাই, বিস্তর কথা আছে! আগে বলনা—টাকা ধার ক'র্ব্বে ?

বসন্ত—কেন ? তোমার সন্ধানে কি কোনও মহাজন আছে না কি ?

নির—মস্ত মহাজন আছে! সপ্তগ্রামের ভিতর অমন মহাজন আর একটীও নেই! কত টাকা ধার নেবে বলনা!

অনিল—বল কি ? তুমি কি দালালি ক'চ্ছ না কি ?

নির—হ্যাঁ দাদা, দালালি ক'চ্ছিই বটে!

বসন্ত—দস্তুরির কি রকম বন্দোবস্ত শুনি!

নির—একটী পরিপাটি রকম মেয়েমানুষ! টাকাকড়ী কিছু চাই না দাদা, এক মেয়েমানুষেই আমার পেট ভ'রে যাবে।

অনিল—আবার পাগ্‌লামো সুরু ক'ল্লে ? তোমার রকমখানা কি বল দিকি নিরঞ্জন ? আজ কাল কোথায় থাক, কি কর, কিছু বুঝ্‌তে পারি না!

বসন্ত—যেন কেমন পাগ্‌লাটে পাগ্‌লাটে ভাব! কি—কাণ্ডকারখানা কি, শুন্‌তে পাই না?

নির—রোসো দাদা! এক এক ক'রে ভেঙ্গে বল্‌ছি। তুমি কি ব'ল্লে অনিল? কোথায় থাকি? রাস্তার ধারে! কি করি? হাঁ ক'রে তা'র জান্‌লার পানে চেয়ে থাকি? আর তুমি কি বল্লে বসন্ত? কেমন যেন পাগ্‌লাটে পাগ্‌লাটে ভাব? ভাবের এখন দেখেছ কি? আর দিন কতক বাদে দেখ্‌বে, দিগম্বর হ'য়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছি!

অনিল—হ'য়েছে, বুঝিছি—কা'রও প্রেমে পড়েছ—বটে?

নির—পড়েছি কি, পড়ে একেবারে হাত পা ভেঙ্গে খইচুর হ'য়ে আছি!

বসন্ত—প্রণয়-পাত্রীটী কে শুনি!

নির—পাত্রী একেবারে জগদ্ধাত্রী! যেদিন থেকে দেখা, সেই দিন থেকেই মাথার ব্যামো,—তারপর যেই দুটো কথা-বার্ত্তা কওয়া, আর মালা ছোঁড়াছুঁড়ী, সেই দিন থেকেই আধমরা; আর যেদিন শোনা "তোমায় ভালবাসি"—সেই দিন গলায় ফাঁসি লট্‌কে একেবারে সাত হাত জিব বেরিয়ে পড়া; এই দেখ! (জিহ্বা বাহির করণ)

বসন্ত—জগদ্ধাত্রীটী কে শুনিনা ছাই!

নির—আহা—জগদ্ধাত্রীই বটে! কিন্তু মাঝে এক ব্যাটা চোরা থেকেই মহা গণ্ডগোল বাধিয়েছে! সেই জন্যেই তো খোসামোদ ক'চ্ছি, চলনা— টাকা ধার ক'র্ব্বে তো আমার সঙ্গে চলনা!

অনিল—তুমি তো মহাজনের নামই ক'চ্ছ না, তবে যাব কোথায় বল!

নির—তোমাদের চেনা লোক হে,—কুলীরক শেঠী!

অনিল—কুলীরক শেঠী? সেই সুদখোর পিশাচ? তা'র কাছে

আমি টাকা ধার ক'র্ব্ব? সে নরাধমকে কি তুমি চেনো না? সে তো মানুষের গলা কাটে!

বসন্ত—এত লোক থাকৃতে তা'র ওপর তুমি এতটা আজ হঠাৎ সদয় হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

নির—আমি তার ওপর সদয়? সে ব্যাটা আমার পথের কাঁটা, আমার যুথিকাকে আমার কাছ থেকে ব্যাটা রাংচিত্রের বেড়া দিয়ে আড়াল ক'রে রেখেছে,—সে ব্যাটার ওপর আমি হব সদয়?

বসন্ত—যুথিকা তা'র মেয়ে না?

নির—আরে ছ্যা ছ্যা—পরিচয় দিতেও বমি আসে! অমন পচা গোবোরেও এমন পদ্মফুল ফোটে! কি ব'ল্‌ব—প্রাণেশ্বরী যে আমার দুঃখ পাবে,—নইলে এক লাঠিতে দিতুম ব্যাটা কুলীরকের দাঁড়া ভেঙ্গে!

অনিল—তবে তার কাছ থেকে আমাদের টাকা ধার ক'র্ত্তে ব'ল্‌ছ কেন?

নির—বুঝ্‌লে না? আমি একা ও ব্যাটার বাড়ীর আশে পাশে ঘুরি, কখনো কখনো সুবিধে পেলে বাড়ীতে ঢুকেও পড়ি; যদি কোন দিন হ্যাঙ্গাম হুজ্জোৎ হয়, তবু তোমাদের আলাপী লোক ব'লে দুঘা-চারঘা কম রদ্দা দিয়ে ছাড়্‌বে! আর এই সূত্রে আমিও কোন্ না একটু যাতায়াতের সুবিধে ক'রে নিতে পার্ব্ব!

অনিল—না না বসন্ত, কুলীরকের কাছে টাকা ধার কর্ব্বার দরকার নেই! অন্যত্র চেষ্টা ক'রে দেখি এস! কোথাও না পাওয়া যায়, অগত্যা তাই ক'র্ত্তে হ'বে বটে!

বসন্ত—বেশ তো—অন্যত্র চেষ্টা ক'রে দেখাই যাক্ না!

অনিল—আমার একজনের কাছে আজকালের মধ্যে কিছু পাবার কথা আছে,—যাই একবার, সেখান থেকে ঘুরে আসি। সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে দেখা কোরো! নিরঞ্জন! তুমিও একবার আমার বাড়ীতে যেও, একটু কথা আছে!

[অনিলের প্রস্থান।

বসন্ত—তুমি তা হ'লে লতিকার প্রেমে খুব মুগ্ধ হ'য়েছ দেখ্ছি!

নির—মুগ্ধ ব'লে মুগ্ধ, একেবারে গরম দুগ্ধ টগ্ বগ্ ক'রে প্রাণের ভেতর ঝলক্ মাচ্ছে! আমি তোমায় সাফ্ কথা বল্‌ছি, কেন মিছে বাজে মেহন্নৎ ক'রে ম'র্ব্বে? এত নগদ টাকা নিয়ে কেউ ঘর করেনা যে হুট্ ব'ল্‌তেই তোমাকে তিনলক্ষ টাকা ঝেড়ে দেবে! ওর কাছে যাও, কিছু সুদ দেবে ব'ল্লেই অমনি দশলক্ষ টাকা বের ক'রে দেবে!

বসন্ত—আমারও তাই বিশ্বাস! আগে দু-একজনের কাছে দেখি—তারপর—ওতো আছেই! তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

নির—মহাভারত—মহাভারত! আমাকে তোমাদের সঙ্গে দেখ্‌লে ও ব্যাটা তখুনি তোমাদের বিদায় ক'র্ব্বে—এক পয়সাও ধার দেবে না! আমার সঙ্গে—ঐ মেয়ের জন্যই তা'র "আদায় কাঁচকলায়!" আমিত দু-এক দিন টাকা ধার কর্ব্বার অছিলে ক'রে প্রথম প্রথম গিয়েছিলুম! অম্লানবদনে ব্যাটা আমায় টাকা ধারও দিত,—কিন্তু যে দিন বুঝ্‌লে,—তার মেয়ের ওপর আমার টাঁক্,—সেই দিন থেকে ব্যাটা গাঁক্ ক'রে আমাকে দেখ্‌লেই তেড়ে আসে!

বসন্ত—তবে আমরা টাকা ধার ক'ল্লে—তোমার কি সুবিধে হ'বে?

নীর—ছুতো ক'রে—তোমাদের হ'য়ে টাকার সুদ দিতে যাব,—বাড়ীতে

ঢুকে সুদের হিসেব ক'র্ব্বো, এই রকম সব নানান ফন্দী আছে ! তার পর "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে"—যা হয় - দেখা যাবে !

বসন্ত—আচ্ছা—এস এস !

নির—চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিল্বমঞ্চ,- প্রতিভার উদ্যান-বাটিকা।

লতাকুঞ্জে প্রতিভা বসিয়া মালা গাঁথিতেছে।

পার্শ্বে নীরজা ফুলহস্তে দণ্ডায়মান।

নীরজা—শুধু ব'সে ব'সে একমনে মালাই তো গাঁথ্‌ছ ! মুখে কথাটী পর্য্যন্ত নেই ! কি ভাব্‌ছ কুমারী ?

প্র—কিছু না।

নীরজা—উঠে একটু বেড়াও,—এক ভাবে কতক্ষণ ব'সে থাক্‌বে ?

প্র—বেড়াব ? আচ্ছা বেড়াই। এই মালা গাঁথা রইল !

নীরজা—একটা গানটান গাও !

প্র—গান ভুলে গেছি ! তুই গা-না !

নীর—আমি তো দিনরাত্তিরই গাইছি ! তা'র চেয়ে মেয়েগুলুকে ডাক্‌ব ? তা'রা এসে নাচ্‌বে গাইবে ! আজ একটা নতুন গান নাচ তাদের শিখিয়েছি—শুন্‌বে ?

প্র—শোনানা!

নী—তাই বল! (উচ্চৈঃস্বরে) ওলো—হারি পারি তরি সুরি পদি নিধি বিধি ভুঁদি—নতুন গানখানা একবার কুমারীকে শুনিয়ে যা—

প্র—তা'রা সব কোথায়?

নী—ঐ যে পুকুরপাড়ে সব ব'সে ব'সে গুণ্ গুণ্ ক'চ্ছে! কেমন তৈরি করেছি—একবার দেখ—

(গান গাহিতে গাহিতে সহচরীগণের প্রবেশ)

গীত।

বাসর সাজায়ে ব'সে র'য়েছি হে শ্যাম—
এস—এস—গুণধাম।
উজল নীলিমা—হাসিছে চাঁদিমা,—
প্রেমের মহিমা গা'ব—যুগলে মিলাইব,
হোয়োনা হে বাম—এস এস গুণধাম॥
আকুলা গোপিনী—রাধা বিনোদিনী,
আশাপথ চাহি বহে বা ত্রিযাম;
বাজায়ে মুরলী—এস বনমালি,
কেলিকুঞ্জে সুধা ঢাল অবিরাম,
এসে ঢাল অবিরাম॥

প্র—বাঃ—বাঃ—চমৎকার! বেশ গান করেছে, বেশ নেচেছে! নীরি! তোর শেখাবার খুব তারিপ আছে বটে!

নী—আর একখানা শুনবে?

প্র—না—এখন থাক্! ওদের বড় পরিশ্রম হ'য়েছে—ওদের এখন খেলা ক'র্ত্তে যেতে বল্! আমি ভারি খুসী হ'য়েছি! আজ সবাইকে বক্‌শিস্ ক'র্ব্ব! এখন যে'তে বল্—

নী—যা—তোরা বেড়াগে যা! আবার দরকার হ'লে যেন সবাইকে পাই!

[সহচরীগণের প্রস্থান।

নী—সাক্‌রেদ্‌দের তো বখ্‌শিসের হুকুম হ'ল,—ওস্তাদের একটা কিছু হোক্!

প্র—ওস্তাদজিকে একটা মনের মতন বর দেখেশুনে দোবো! আপাততঃ এই মুক্তোর মালা ছড়াটা নে!

নী—মালা দাও—হুহাজার বার ঘাড় পেতে নিচ্ছি! কিন্তু বর খুঁজে দেবে,—এ বরটী দিওনা!

প্র—কেন! তুই কি বিয়ে ক'র্ব্বিনি?

নী—আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রতিভাসুন্দরীর প্রধানা সহচরী—আমার বর জুট্‌লেই হ'ল? আর যদিই বা জোটে—তুমি "কুট্" হ'য়ে একেনে মুখ শুকিয়ে ব'সে থাক্‌বে,—আমি বর নিয়ে মাতব্বর হব,—সেটা কি ভাল দেখায়?

প্র—বাবা যে রকম বন্দোবস্ত ক'রে গেছেন,—তা'তে আমার বিয়ের দফা তো রফা! হয় আমাকে চিরদিনই কুমারী থাক্‌তে হবে—নয়তো এমন একজনকে বরাৎক্রমে বিয়ে ক'র্ত্তে হবে—যাকে দেখ্‌লেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাবে!

নী—তোমার বাবা ঠিকই বুঝেছিলেন যে, "জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, তিন বিধাতায় নিয়ে।" যখন দশ বৎসর চেষ্টা ক'রেও তোমার যোগ্য বর

খুঁজে পেলেন না,—তখন ঐ স্মৃত্তির মতলব ক'ল্লেন! হাজার হোক্—মস্ত একজন বিষয়ী লোক ছিলেন কিনা! অনেক ঠাউরে ঠাউরে বুদ্ধি ক'ল্লেন ভাল! একটা সোণার—একটা রূপোর—একটা শিশের সিন্ধুক তৈরি ক'রে তা'র ভেতর সব কি কি পুরে রেখে তালা বন্ধ ক'রে দিলেন! তিনটের মধ্যে যে সিন্ধুকে তোমার ছবি আছে, যিনি এসে প্রথমেই সেই সিন্ধুকটা নির্ব্বাচিত ক'র্ব্বেন—তাঁরই অদৃষ্টে প্রতিভাসুন্দরী লাভ হ'বে! কিন্তু আশ্চর্য্য! আজও পর্য্যন্ত একজনও তো ঠিক সিন্ধুকটা বেছে জয়ী হ'তে পাল্লেনা!

প্রতি—এতেই ত বুঝ্তে পাচ্ছি—এখনও বরাৎটা আমার সুপ্রসন্ন আছে! নইলে,—যে সব মূর্ত্তিমানেরা এসে হাজির হ'য়েছিলেন, তা'র ভেতরে কাউকে মালা দিতে হ'লেই তো সর্ব্বনাশ!

নী—আচ্ছা—এত রাজা, মহারাজা, জমীদার, বড়লোক সব এলেন, এদের কাউকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?

প্রতি—পছন্দ হবার মতন কে এসেছিল—একটা নাম কর্!

নী—অমন কথা বোলোনা কুমারী! আহা—অমন সব সোণার চাঁদ রাজপুত্র এসেছিল—

প্রতি—বলিস্ কি লো নীরি? একে চাঁদ—তায় সোণার? কই—আমিতো একটা তাঁবার নক্ষত্রও দেখিনি!

নী—আচ্ছা—আমি এক এক ক'রে নাম ক'চ্ছি! প্রথম ধর—সেই বীরনগরের রাজপুত্র—কুমার অরুণ চাঁদ—

প্রতি—নামে চাঁদ বটে! তিনি তো একাধারে সহিস আর ঘেসেড়া! দিনরাত্তির কেবল ঘোড়ার কথা নিয়েই ব্যস্ত! তা'র প্রাণ, মন, জীবন কেবল ঘোড়ার সেবাতেই অর্পণ ক'রেছেন! নিজেই ঘোড়ার পায়ে নাল পরাচ্ছেন, ঘুচ্ছেন, ফিচ্ছেন, ঘোড়ার গা ডলাই-মলাই

ক'চ্ছেন! অশ্বিনী-জন্ম গ্রহণ না ক'ল্লে তো তাঁর মন পাওয়া যাবে না, সখি!

নী—আচ্ছা—কালিন্দির জমিদার পরেশনাথ—তিনি কেমন?

প্রতি—কে! সেই "কোঁচ্‌কা" পরেশ? হাঁ—যা বলেছিস্—প্রেম কর্ব্বার উপযুক্ত পাত্রই বটে! দিনরাত্তির যখনই দেখ,—ভ্রূ, মুখ, চোক্ কুঁচ্‌কেই আছেন! চাঁদমুখে অমাবস্যার জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে! কেবলই অন্ধকার! হাসি যেন তাঁর মহাপাতক!

নী—লোচনপুরের রাজা প্রিয়বল্লভ?

প্রতি—তাঁকে বিবাহ করাও যা—আর ত্রিশজনের গলায় মালা দেওয়াও তা! তিনি অন্দরমহলে যাবেন—সঙ্গে অন্ততঃ দুকুড়ী বন্ধু-বান্ধব থাকা চাই!

নী—আচ্ছা—পূর্ব্ববঙ্গের বড় জমীদারের ছেলে রুক্মিনীকুমার,—সে কেমন?

প্রতি—তাঁর কথা ছেড়ে দাও, ভাই! তিনি কথা কইলে যখন বুঝ্‌তেই পার্ব্বনা—তখন খালি ইসারায় আর কতক্ষণ প্রেম চালানো যায় বল! শুধু তাই নয়,—তাঁর পোষাকবিভ্রাট দেখেই বিভ্রাটে প'ড়্‌তে হয়! দিল্লীর পায়জামা,—মুর্শিদাবাদের আচ্‌কান,—ঢাকার উড়ানি,—মহারাষ্ট্রের পাগ্‌ড়ী,—আর জঙ্গীপুরের জুতো! পরণেতো এই! আর চলনে,—মাথা নাড়েন মাড়োয়ারী চালে, হাত নাড়েন উড়িষ্যা ঢংএ, পা ফেলেন মোগ্‌লাই কেতায়,—অঙ্গ দোলান দুলে কাওরার মতন!

নী—তা হ'লে তো—তোমার মনের মতন বর বাজারে মেলাও ভার! আর যে সহজে কেউ অদৃষ্টপরীক্ষা ক'র্ত্তে আস্‌বে—তা তো আমার মনে হয় না! সকলেই তো অপ্রস্তত হবার ভয় রাখে! আচ্ছা

কুমারী—সপ্তগ্রামের প্রশান্ত সওদাগরের ছেলেকে তোমার মনে পড়ে? সেই একবার তোমার বাপ বেঁচে থাক্‌তে তাঁর বাপের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন,—মনে পড়ে?

প্রতি—হ্যাঁ—খুব মনে পড়ে! তাঁর নাম বসন্তকুমার! যতদূর মনে পড়ে, তা'তে বলা যায়—সে একটা পুরুষের মতন পুরুষ বটে!

(নেপথ্যে আহ্লাদে—দিদিমণি! ওখানে আছ?)

প্রতি—কে—আহ্লাদে? আয়না এখানে—

নেঃ আহ্লাদে—আমি যেতে পারি কি? তুমি লোকজন নিয়ে ব্যস্ত নেইতো?

প্রতি—না—না—তুই আয়!

নী—একবার কথার শ্রী দেখ্‌লে? রাগ করোনা কুমারী,—চাকর-বাকরকে অতটা প্রশ্রয় দেওয়া তোমার ভাল কি?

প্রতি—ছি-ছি ও কথা বলিস্‌নি নীরি! ও আমার মার পেটের ভায়েরও বেশী!

নী—চাকর দাসী লোকজন—কে যে তোমার ভাইবোন্ নয়,—তাওতো বুঝ্‌তে পারিনি! তা—লোকজনকে দয়াধর্ম্ম দেখাতে তো বারণ করিনা! কিন্তু কুমারী—তুমি এ ছোঁড়াটাকে কিছু অতিরিক্ত আদর দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছ! যাই হোক্—তবুতো ও চাকর ভিন্ন আর কিছুই নয়! তুমি ওর মনিব,—এটা তো ওর হুঁস্ রাখা উচিত!

প্রতি—দেড় বছরের ছেলেটী নিয়ে ওর মা আমাদের বাড়ীতে চাকরি ক'র্ত্তে আসে। ওর বয়স যখন ছ'বছর, তখন ওর মা ওকে রেখে মারা যায়; আমার মা ওকে মানুষ করে! তার পর আমার মা মারা যেতে—বাবা ওকে নিজের ছেলের মতন যত্ন ক'রে লালন-

পালন করেন! হতভাগা আমাকে ঠিক মার পেটের বোনের মতনই দেখে,—কাজেই আমার কেমন একটা বিষম মায়া পড়ে গেছে! ও যা খুসী করে—আমি কখনো কিছু বল্‌তে পারি না। ওর বাপ্‌ সপ্তগ্রামে কা'র বাড়ীতে চাক্‌রি করে; পৈতৃক বাড়ী বর্দ্ধমান—সেখানে ওর ঠাকুরদাদাও নাকি এখনও বেঁচে আছে! আমাদেরই স্বজাত,—ওকে বিয়ে ক'র্ব্বি নীরি?

নী—খ্যাংরা মার—খ্যাংরা মার! অমন কথা আর কখনো আমাকে বলোনা কুমারী—তা হ'লে আমি এই দণ্ডেই তোমার কাছ থেকে বিদায় নোবো!

প্রতি—আচ্ছা—তুই কেন ওর ওপর এতটা চটা বল্‌ দিকি?

নী—ওর ঐ কেমন আহ্লাদে ঢং দেখ্‌লে—আমার পা থেকে মাথা শুদ্ধ জ্বলে যায়! আর কেন যে আমি ওর ওপর এত চটা,—তারও কোন কারণ আমি নিজেই ঠিক বুঝ্‌তে পারি না! ঐ আস্‌ছে—আমি চল্লুম—

প্রতি—তা—বেশ তো—ওর দিকে তুই না হয় ফিরে চে'য়ে দেখিস্‌ নি! তুই এক পাশে দাঁড়ানা! কত রকমের মজার কথা কয়—কত গান করে, কত নাচে,—চুপ ক'রে না হয় দেখ্‌না—

না—তুমি যখন হুকুম ক'চ্ছ—তখন না হয় ওষুধ গেলার মতন—তোমার হুকুম তামিল করি!

(আহ্লাদের প্রবেশ)

আহ্লাদে—দিদিমণি! তুড়ুক্‌সে কুড়ুক্‌ ফাঁই—তুড়ুক্‌সে কুড়ুক্‌ ফাঁই! কি রকম দল ক'রেছি—কি তোমায় বোল্‌বো! একবার দেখ্‌বে?

প্রতি—কি বল্‌ছিস্‌ কি? সমস্ত দিন আজ কাল কোথা থাকিস্‌ রে আহ্লাদে? বাড়ীতে তো তোকে আর দেখ্‌তে পাইনা!

আহ্লাদে—ছেলে খুঁজ্‌তে বেরুই গো—বুঝতে পাল্লে না? টুকটুকে ফুটফুটে ছোঁড়া খুঁজ্‌তে বেরুই!

প্রতি—সে কি? কেন?

আ—কেন কি? তোমার সব সখি-সহচরী আছে, তা'রা সব এই গান ক'চ্ছে, এই নাচ ক'চ্ছে,—তোমার কাছে কত কেরামতিই দেখাচ্ছে! তা—আমার কি ক্ষমতা নেই? আমি যে এতদিন ধ'রে গান নাচ শিখ্‌লুম,—সেকি শুধু এই কাঁদাখোঁচা গোপ নিয়ে একা নেচে গেয়ে বেড়াব ব'লে? আর ছোট ছোট ছুঁড়ীগুলোও তো কেউ আমার কাছে গান নাচ শিখ্‌তে আসবে না যে, আমি বাহাদুরী নিয়ে বেড়াব! তুড়ুকসে ফুড়ুক ফাঁই—বুঝলে দিদিমণি! মাথায় চট্‌ ক'রে একটা মতলব এসে গেল! তোমার অতিথিশালা থেকে গোটাকতক টুকটুকে ছোঁড়া যোগাড় ক'রে,—আর পাড়া থেকে গোটাকতক এনে,—তুড়ুকসে ফুড়ুক ফাঁই—এমন মজাদার তালিম দিয়েছি,—তুমি দেখ্‌লে—একেবারে তুড়ুকসে ফুড়ুক ফাঁই—মহাখুসী হ'য়ে যাবে!

প্রতি—বলিস্‌ কি? ছেলেদের এমন গান নাচ শিখিয়েছিস্‌?

আ—আরে বাপ্‌রে—সে সব এমন ছেলে যে তোমার মেয়েদের এক গানে তুড়ুকসে ফুড়ুক ফাঁই ক'রে দিতে পারে!

প্রতি—তা'দের সঙ্গে ক'রে এনেছিস্‌ নাকি?

আহ্লাদে—ডাক্‌বো—ডাক্‌বো? ওরে কেষ্টা—বিষ্টে—ষষ্ঠে—ম্যানতা—প্যানতা—নকুড়ি—সকুড়ি! একবারে তাল ঠুকে বেরো বাবা, তাল ঠুকে বেরো—

(বালকগণের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ)

(নীরজাকে লক্ষ্য করিয়া আহ্লাদের তৎসঙ্গে যোগদান।)

গীত।

সজনী ও ধনী কে কহ বটে।
গোরচনা গৌরী—বরণ বিজুরি
নাহিতে দেখেছি ঘাটে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি, কো ধনি মাজিছে গা,
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে—পায়ের উপরে পা;
চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
দেখিয়ে পরাণ ফাটে।
সে যে কি দেখিনু—দেখিয়ে মরিনু,
সে রূপ দেহে না আঁটে॥

প্রতি—বাঃ--বাঃ—বেশতো রে আহ্লাদে—ছেলেদের বেশতো শিখিয়েছিস্! কি বলিস্ নীরজা?

নীর—সে তুমি যা বল—তা বল,—কিন্তু কুমারী, আমাকে দাঁড় করিয়ে এরকম অপমান করা কেন?

প্রতি—কেন—কেন—নীরজা—তোকে অপমান কি ক'রেছি বোন্!

আ—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই! তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই! যে রকম ছোঁড়ার দল ছেড়েছি বাবা—হুঁ—হুঁ—আর কা'কেও বাহবা নিতে হ'চ্ছে না! এর ওপোর টেক্কা দিতে গেলে—জন্মটা পাল্‌টে আস্‌তে হ'বে! কি বল দিদিমণি? একেবারে দাঁড়িয়ে কি রকম অপমান!

প্রতি—তুই চুপ্ কর্ এখন! কি হ'য়েছে নীরজা?

নীর—দেখ্‌লে না—আমাকে টিট্‌কিরি মেরে কি রকম রং ঢং সব ক'ল্লে ?

প্রতি—তুই কি পাগল হ'য়েছিস্‌ নাকি নীরি ? তোকে ও টিট্‌কিরি মার্ব্বে কেন ? ছেলেদের নিয়ে একটু নকল ক'ল্লে—কেমন আমোদ হ'ল বল্‌ দিকি ? তোরও তো সব মেয়ের দঙ্গল আছে,—তুই ঐরকম নকল ক'রে ওকে টিট্‌কিরি মার্‌না !

নীরি—তা কি আর আমি পারিনা ? তা—আমি অতটা বেহায়াপনা ক'র্ত্তে পারিনা ! হাজার হোক্‌, তুমি মনিব সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—

আহ্লাদে—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্‌ ফাঁই—দিদিমণি ! তুমি একটু গা ঢাকা হওতো ! দেখি একবার পাল্লা দিয়ে—ছোঁড়া-ছুঁড়ীর ভেতর দমে ভারি কে ! হুঁ—হুঁ—চাঁদ ! খালি মুখ চোক্‌ ঘোরালেই হয়না,—একটু আধ্‌টু কেরামতি চাই—

প্রতি—হা—হা—হা—ভারি মজা—ভারি মজা ! নীরি—নীরি—ডাক্‌না —ডাক্‌না—তোর মেয়ের দঙ্গলকে ডাক্‌না ! আচ্ছা—আমি স'রে যাচ্ছি—তাদের ডেকে দিচ্ছি ! আহ্লাদে ! তোর সব ছেলেদের আমার খেলাঘরে নিয়ে যাস্‌—ওদের আজ নেমন্তন্ন—

[প্রতিভাসুন্দরীর প্রস্থান।

আহ্লাদে—কি চাঁদ ! দলবল ডাক—একবার তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্‌ ফাঁই দেখিয়ে দিই !

নীরি—দেখ্‌ আহ্লাদে—দিন দিন তোর ভারি আস্পর্দ্ধা বাড়্‌ছে দেখ্‌ছি ! দিদিমণির আদর পেয়ে—একেবারে বড্ডই বেড়ে উঠেছিস্‌ !

আহ্লাদে—আদর-যত্ন পেলেইতো বেড়ে উঠে চাঁদ—নইলে ডাঙ্গোস্‌ পেটা খেলে কি মানুষ বাড়্‌তে পারে ? বুঝেছি চাঁদ—তুড়ুক্‌সে

ফুড়ুক্ ফাঁই! একেতো আমার ওপোর চটে রয়েছ,—তার ওপোর আজ কেরামতি দেখে একেবারে জলবিছুটী গায়ে মেখে বসেছ!

নীরি—ওরে হতভাগা—তাকি হয়? ছোঁড়াতে ছুঁড়ীতে আশমান্ জমী তফাৎ! আমার ঐ সব অপ্সরীর মতন ছুঁড়ীর কাছে—তোর ঐ হ্যালাখ্যাবা ছোঁ ড়ারা কি দাঁড়াতে পারে? একবার ঐ ঝাঁক দেখ্‌লে—তুই শুদ্ধ কোটরে গিয়ে সেঁধুবি! ওলো— আয়তো রে! মুখ্‌পোড়াকে একবার ছুঁড়ীদের দাপট্‌টা বেশ করে বুঝিয়ে দেতো! কোথায় গেল ছুঁড়ীরা—একবার ডাকি রোস্‌ত—

[নীরজার প্রস্থান।

আহ্লাদে—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই—বাপ্ সকল। একটু এঁটে সেঁটে বাগিয়ে থাক—ছুঁড়া দেখে ভ'ড়্‌কে যেও না! ও সব তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই! পোষাক টোষাক চাপিয়ে দেহের চাদ্দিক ঝাঁপিয়ে রেখেছে; খোলোস্ ছাড়িয়ে দেখ বাবা—কিছুই কিছু নয়,—এ ধার ওধার দুধারই সমতল ক্ষেত্র!

১ম-বালক—ব'ল্‌তে হবে না—ওস্তাদ—এক একটাকে ধ'র্ব্ব আর পাটে পাটে আছ্‌ড়ে লোপাট ক'র্ব্ব!

আহ্লাদে—বাঃ—বাঃ—বেশ বলেছিস্ ম্যান্‌তা—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্‌ফাঁই!

দ্বৈত গীত।

আহ্লাদে ও বালকদল—
কোথা গেলি—ও ছুঁড়িরা—পাল্লা দিবি আয়!
তাল ঠুকে সব দাঁড়িয়ে গেছি—ক'র্ব্ব সাবাড় একটি ঘায়!

(নীরজা ও সহচরীগণের প্রবেশ)

নীরজা ও সহচরীগণ } খবরদার—খবরদার—দাঁড়া সব স'রে,
নইলে, চুবিয়ে রাখ্‌ব পাঁকে রগাদায় নে গিয়ে ধ'রে

বালকদল।—ওরে বাবারে—
হাঁপিয়ে যাব যে ম'রে ;—

আহ্লাদে—কুছ পরোয়া নেই—
(কে) মারে কারে, দ্যাখ্‌ পরক্ ক'রে,
(আগে) দ্যাখ্‌ পরক্ ক'রে ।

নীর—ফড়্‌ফড়ানি ধাড়ীটার বেশী,

সহচরীগণ—(এক) ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেলেই হবে লো খুসী ।

বালকগণ—ছাড় বাবা—আজকের মতন,
এই প'ড়্‌ছি স'রে পায় পায় ॥

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

সপ্তগ্রাম—রাজপথ ।

বসন্তকুমার ও কুলীরকের প্রবেশ ।

কুলী—তিন লক্ষ টাকা ;—হুঁ !

বস—আজ্ঞে হ্যাঁ—তিন মাসের জন্যে !

কুলী—তিন মাসের জন্যে,—হুঁ !

বস—আপনাকে যা বল্লুম,—এ টাকাটার জন্য অনিলকুমার দায়ী হ'

কুলী—অনিলকুমার দায়ী থাক্‌বেন,—হুঁ!

বস—টাকাটা কি পাওয়া যেতে পারে? যদি অনুগ্রহ করে শীঘ্র সংগ্রহ ক'রে দেন, তা হ'লে বড়ই উপকার হয়!

কুলী—তিনলক্ষ টাকা,—তিন মাসের জন্যে,—অনিলকুমার দায়ী!

বস—এ সম্বন্ধে একটা উত্তর দিয়ে বাধিত করুন!

কুলী—অনিলকুমার লোকটী বড় ভাল,—কি বল?

বস—আপনি কি তা'র বিরুদ্ধে কখনো কোন কথা শুনেছেন?

কুলী—আরে না—না—না—না। আমার মতে ভাল লোক—অর্থাৎ কি না—তাঁর টাকাকড়ি যথেষ্ট আছে! সংসারে ভালমন্দ লোক সব টাকাতেই হয়! যার যত পয়সা,—সে তত ভাল—তত সজ্জন! রেস্তোশূন্য গরীব লোক,—আমার বিবেচনায়,—তা'রা মানুষই নয়, তা'রা কখনো ভাল লোক হ'তেই পারেনা! তা দেখ,—অনিলকুমার ব্যবসাদার লোক! আমি জানি তাঁর টাকাকড়া সব ছড়িয়ে আছে। বিষয়-আশয় তার যা কিছু,—সব জলে ভাস্‌ছে—জলে ভাস্‌ছে! সাত সমুদ্দুর তের নদীতে জাহাজ সব ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন,—কিসে কি হয়,—কে বল্‌তে পারে? মগের মল্লুক, চীনে মল্লুক,—সিংহল,—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ,—সুমিত্রা যবদ্বীপ,—অনিলকুমারের জাহাজ কোথায় নেই? তবে কি জান,—জাহাজ কাঠের তৈরি, নাবিকরা সব সামান্য মানুষ বৈতো নয়! জাহাজ যদি একবার ওল্‌টাব মনে করে,—তা হ'লে তা'কে রোখেই বা কে—আর আট্‌কায়ই বা কে? তার ওপর জলে কত বিপদ! ঝড়-ঝাপ্‌টাতো আছেই,—উপরন্তু জল-দস্যুরা সব আছে লুট কর্ব্বার জন্যে! আবার তারও ওপোর,—চোরা পাহাড়—বালির চড়া—বড় বড় সব জানোয়ার একেবারে জাহাজকে জাহাজ শুদ্ধ গিলে ফেলে,—এসবতো সমুদ্রে যেখানে সেখানে!

তা—হ'লেও অনিলকুমার পয়সা-ওলা লোক বটে! তি—ন লক্ষ টাকা! তা—বেশ—একটা লেখাপড়া করে দিতে বল—তার আর কি? বোধ হয়—টাকাটা আমি কর্জ্জ দিতে পারি—

বস—আপনি পারেন বৈকি! তা হ'লে আমরা নিশ্চিন্ত রইলুম?

কুলী—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা পারি—দিতে পারি! তবে কি জান,—একবার পুঁজিপাটাটা বেশ ক'রে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে হবে! একটু খতাতেও হ'বে,—একটু ভাব্‌তেও হবে? তা—অনিলকুমারের সঙ্গে একবার কথাবার্ত্তা কইতে পাবনা?

বস—বেশতো—আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ রইল! দয়া করে যাবেন কি?

কুলী—নিমন্ত্রণ? তোমাদের বাড়ীতে? আমি? বটে? নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে দলশুদ্ধ লোক মিলে আমাকে বাপন্ত খাইয়ে পেট ভরিয়ে দেবে আর কি! না বাবা—ওতে আমি নেই! তোমাদের সঙ্গে বেচাকেনা ক'র্ব্ব,—দেনাপাওনা ক'র্ব্ব,—কথাবার্ত্তা কইব,—দু-দশ পা ঘুরবো ফিরবো; কিন্তু কখনো খাবনা—আমোদ ক'র্ব্ব না—কোন সমাজে গিয়ে ব'স্‌বো না!

(অনিলকুমারের প্রবেশ)

বসন্ত—এই যে অনিলকুমার এসেছেন!

কুলী—(স্বঃ) উঃ—বেটার চেহারাখানা দেখেছ,—যেন বদমায়িসি মাখানো! আমার দুটী চক্ষের বালাই! এই ব্যাটার জন্যেই তো আমার সুদের কারবারটা মাটী হ'তে বসেছে! লোককে বিনি সুদে মোটা মোটা টাকা ধার দিয়ে,—লোককে মুঠো মুঠো টাকা দান ক'রে,—আমার পসারটা একবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছে!

আমি টাকা ধার দিয়ে সুদ নিই ব'লে, টাকা কড়ারমত না দিতে পাল্লে দেনাদারের সর্ব্বস্ব বেচে কিনে নিই ব'লে,—ব্যাটা পথে ঘাটে মাঠে হাটে সমাজে ঘরে বাইরে আমাকে কি অপমানটাই না করে! বাছাধনকে যদি একবার বাগে পাই,—তাহ'লে বিশ বছরের রাগটা একদিনে মিটিয়ে নিই! ঘাড়ের রক্ত চুষে চুষে খেয়ে—প্রাণের জ্বালা নির্ব্বাণ করি!

বস—কি ভাব্ছেন—শ্রেষ্ঠী মশাই?

কুলী—হ্যাঁ—ভাব্ছি—হাতে আমার আপাততঃ কত টাকা আছে! তা যতদূর ভেবে দেখ্লুম্,—তাতে বোধ হয় এখুনি নগদ তিন লক্ষ টাকা কুলিয়ে উঠ্তে পার্ব্বোনা! তা হোক্! তোমাদের যখন দোবো বলেছি,—তখন যেখান থেকে হোক—জোগাড় ক'রে এনে দোবো! আমার যা কথা—তাই কাজ! কুবলয় শেঠী নামে আমার একজন আপনার লোক আছে,—তারি কাছ থেকে না হয় এনে দোবো! ভাল কথা—কত দিনের জন্যে ব'ল্লে? (অনিলকুমারের প্রতি) আস্তাজ্ঞে হোক, সওদাগর মশাই—এই আপনার কথাই এতক্ষণ আমরা কইছিলুম্!

অনিল—কুলীরক! তুমি বোধ হয় জান যে, আমি কখনো সুদ নিয়ে টাকা ধার দিই না,—কিম্বা সুদ দিয়ে টাকা ধার নিই না; কিন্তু—আজ আমার এই দায়গ্রস্ত বন্ধুটির জন্য—আমাকে আমার স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্ত্তে হচ্ছে। (বসন্তকুমারের প্রতি) তোমার কত টাকার আবশ্যক—ওঁকে বলেছ?

কুলী—হ্যাঁ হ্যাঁ—শুনেছি—তিন লক্ষ টাকা।

অনিল—আর তিন মাসের জন্য!

কুলী—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভুলে গিয়েছিলুম্, তিন মাসের জন্যই উনি

বলেছিলেন বটে! তা—তা—ব'লছিলুম্ কি,—একটা লেখাপড়া হ'লে ভাল হয় না? টাকাকড়ীর ব্যাপার—কাগজে কলমে হওয়াই দস্তর নয় কি? কি জানেন—তিন লক্ষ টাকা—বড় কম নয় তো!

অনিল—তুমি যদি আমার কথায় এত অবিশ্বাস কর;—এখুনি আমি লেখাপড়া ক'রে দিতে প্রস্তুত আছি। দায়ে প'ড়লে—মানুষ কোন্ কাজ না করে?

কুলী—এই—এই—এটাতো বোঝেন! তাইতো বলি,—যখন পথে ঘাটে মাঠে আমাকে "সুদখোর—পিশাচ—শকুনি—শৃগাল—কুকুর"—ব'লে গালাগালি গুলো ক'র্তেন, তখন যদি একবার তলিয়ে ভাবতেন যে ঐ কুলীরকেরই কাছে একদিন দায়ে প'ড়ে গিয়ে দাঁড়াতে হবে,—তা হ'লে বড়ই ভাল হ'তনা কি? এখন তিন লক্ষ টাকার দরকার হ'য়েছে,—দেশের চারদিক ঘুরে ফিরে এসে—শেষে শৃগাল-শকুনি—কুকুর—সেই কুলীরক শেঠীর কাছেই এসে হাত পাত্‌ছেন; এখন যদি আমি বলি,—"শৃগাল কুকুরের কাছে কি টাকা থাকে? শৃগাল কুকুরে কি মানুষকে টাকা ধার দেয়?" তা হ'লে কেমন মজাটা হয়! শুনুন সওদাগর মশাই! টাকা আমি আপনাকে যখন ধার দোবো বলেছি—নিশ্চয়ই দোবো! কিন্তু এই কুলীরক শেঠীকে কত "ছ্যা ছ্যা দূর ছাই" ক'রেছেন—কত অপমানিত লাঞ্ছিত ক'রেছেন—সে সব ভেবে এখন আপনার মনে বিশেষ রকম একটু লজ্জাবোধ হওয়া উচিত,—একটু অনুতাপ হওয়া উচিত!

অনিল—কুলীরক! তুমি কি মনে ক'রেছ—টাকা ধার দিয়ে তুমি আমাকে তোমার কাছে হীনতা স্বীকার করাবে! আমি অনিলকুমার,—তোমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছি ব'লে তোমার কাছে মাথা হেঁট ক'রে চ'লব—তোমার স্তুতিবাদ ক'র্‌ব না

কুলীরক—সেটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল! তুমি আমায় কোটী কোটী টাকা ধার দিলেও তা'তে তোমার কাছে কিছুতেই আমি বাধ্যবাধকতা স্বীকার ক'র্ব্বনা! তোমাকে চিরদিনই আমি সেই সুদখোর—পিশাচ—শোণিতপিপাসু—শয়তান ব'লেই সম্বোধন ক'র্ব্ব! যদি তুমি টাকা ধার দাও,—আমাকে বন্ধু ভেবে দয়া করে টাকা ধার দিওনা! মনে করো—এ টাকা তোমার একজন জাতশত্রুকে ধার দিচ্ছ! এবং ঠিক কড়ারমত যদি সে টাকা আমি পরিশোধ ক'র্ত্তে না পারি,—তা হ'লে তোমার অভিধানে যত কঠোর শাস্তি আছে—আমার প্রতি বিধান কোরো।

কুলী—এই দেখুন—আপনি কথা কইতে কইতে এত চটে গেলে আমি কি করি বলুন! হায় হায়—আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'চ্ছি—কিসে—কি উপায়ে আপনার বন্ধুত্ব লাভ ক'র্ব্ব,—কেমন ক'রে আপনাকে সন্তুষ্ট ক'র্ব্ব—আপ্যায়িত ক'র্ব্ব,—আর আপনি এখনও আমার ওপর অযথা গালিবর্ষণ ক'চ্ছেন? আমি মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্পই ক'রে রেখেছি যে, আপনাকে টাকা ধার দিয়ে এক কপর্দ্দক সুদ নোবনা,—তা'তো আপনি বুঝ্‌লেন না! আপনার মতন দেশের একজন বড়লোকের সঙ্গে সদ্ভাব থাকা কি কম সৌভাগ্যের কথা?

বসন্ত—তা'হ'লে—লেখাপড়াটা কি রকম হবে?

কুলী—হা—হা—হা—হা—লেখাপড়া? আপনাদের টাকা দোবো—তার লেখাপড়াই বা কি, আর বাঁধাবাঁধিই বা কি? আমি এক কড়া সুদও চাইনি—এক কড়া বেশীও চাইনি! আপনারা যেমন আমুদে লোক—আমিও ঠিক সেই রকম আমুদে লোক! বদ্‌লোকে কেবল আমার বদ্‌নাম করে বইতো না! আমি সে রীতের লোক নই, সওদাগর মশাই—বুঝ্‌লেন? বেশ—বেশ—লেখাপড়া যদি

ক'র্ত্তেই হয়—একটা আমোদের ওপর দিয়েই লেখাপড়াটা হোক্! টাকা আমি এখুনি দিচ্ছি, আমার বাড়ীতে মজুতই আছে,—চলুন, নেবেন চলুন। কেবল একটু লিখে দিন,—যদি তিনমাসের মধ্যে আমার টাকা না শোধ ক'র্ত্তে পারেন—হা—হা—হা—হা—তা হ'লে—হা-হা-হা-হা—আর লিখ্‌বেনই বা কি—আর বল্‌বই বা কি! লিখে দিন্ যে, তাহ'লে—হা—হা—হা—হা—আমি—হা—হা—হা—হা—আপনার শরীরের যে কোন অংশ থেকে হা—হা—হা—হা—আধসেরটাক্ মাংস কেটে নোবো—হা—হা—হা—হা! এ এক ভারি মজার লেখাপড়া—কেমন আনন্দ হ'বে বলুন দিকি! হা—হা—হা—হা—

অনিল—আচ্ছা—তাই হবে কুলীরক—আমি তাই লিখে দিচ্ছি—চল!

বসন্ত—কি পাগলের মতন কথা ক'ইছ অনিল? তুমি এমন কথাটা লিখে দেবে? কাজ নেই আমার টাকায়!

অনিল—আরে—কেন ভাব্‌ছ? তিন মাসের কড়ার ক'চ্ছি বৈইতো নয়! দু মাসের মধ্যেই যবদ্বীপের জাহাজখানা এসে প'ড়লে—আমি তিনলক্ষ টাকা কি—দশলক্ষ টাকার দেনা পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বো!

কুলী—হা জগদীশ্বর—এ সমস্ত ব্যবসাদার লোকগুলু কি? এরা নিজেরা যেমন—পরকেও ঠিক তেমনি মনে করে! বলি—হ্যাঁ মশাই,—বলি, সত্যিই যদি অনিলকুমার তিন মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধ ক'র্ত্তে না পারেন,—তা হ'লে এই লেখাপড়াতেই কি আমার তিনলক্ষ টাকা উসুল হবে? একটা মানুষের শরীর থেকে আধসের মাংস কেটে নিয়ে আমি ক'র্ব্ব কি—তা বলুন! পাঁটা নয়—ভেড়া নয়—পাকা রুই কাতলা মাছ নয় যে, আধসের কেটে নিয়ে দু পাঁচজন কুটুম্বকে খাইয়ে নাম নোবো,—কি—বাজারে বেচে

হুটো পয়সাও রোজগার ক'র্ব্ব! এটা ব'লছি—কেবল একটা আমোদের জন্যে—একটা মজা কর্ব্বার জন্যে! আপনাদের দেখিয়ে দোবো যে টাকার চেয়ে আমি আমোদটা কত বেশী ভালবাসি! এরকম একটা মজার লেখাপড়াতেও যদি আপনারা রাজী না হন, তা হ'লে মাপ করুন, আমি চল্লুম! এতে বুঝ্‌লুম যে, আপনাদের উদ্দেশ্য আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা নয়, চিরদিন শত্রুতাভাব বজায় রাখা!

অনিল—না না কুলীরক—তুমি কিছু মনে ক'র'না। আমি তোমার লেখাপড়ায় সই ক'রে দিচ্ছি, চল টাকাটা দেবে চল।

কুলী—চলুন চলুন—একবার কুবলয় শেঠীর গদী হয়ে যাব চলুন।

বসন্ত—আমার কিন্তু মন স'র্‌ছে না—অনিল—তুমি যাই বল ভাই—

অনিল—কেন ছেলেমালুষি ক'চ্ছ? আমি ব'ল্‌ছি—এতে কোনও ভয় কর্ব্বার কারণ নেই! এস—

[সকলের প্রস্থান।

---

* চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রতিভার অট্টালিকা-প্রাঙ্গণ।

আহ্লাদে ও বালকগণ।

আহ্লাদে—বেরো ব্যাটারা—অকেজো অভাগা অপগণ্ড অসামাল অক্ষম অর্ব্বাচীন অবধৌত! এত করে তালিম দিলুম, আর গোটাকতক ছুঁড়ী দেখে একেবারে তুড়ুক্‌সে ফুড়ক্‌ ফাঁই? সব পালিয়ে এলি?

ছুঁড়ী দেখে ছোঁড়ার দল ল্যাজ গুটিয়ে চম্পট ? বেটারা চোর চুয়াড় চোস্‌স্থুগুি চৈতন !

১ম বালক—শুধু শুধু গাল দিও না ওস্তাদ ! আমাদেব দোষ দেখিয়ে বাপস্ত কব—সইব, মোদ্দাৎ গালাগালি ক'র্ত্তে পাবে না। বাপস্ত পিতস্তো আঁতুড়ঘব থেকে খেয়ে আস্‌ছি—কিন্তু গালাগাল একদম সহ্য হবে না।

আহ্লাদে—গাল দোবো না রে ব্যাটাবা ? গালাগাল কি সাধ ক'বে আসে ? এতটা দঙ্গল নিযে সে দিন বড়াই ক'রে নীরি ছুঁড়াব সঙ্গে পাল্লা দেওয়াতে নিয়ে গেলুম, কি নাকালটা আমায় ক'ল্লি বল্ দিকি ?

২য় বা—নাকালটা কিছু আমবাও কম হইনি ওস্তাদ। তুমি নাচগানেবই তালিম দিযেছ,—নাচগানেব লড়াই হোতো—তা হ'লে একবার বুঝে প'ড়ে নেওয়া যেতো ! ও বাবা—সে সব ছুঁড়া নযতো—এক একটী মাদোযান ঘুঁড়া ! তাল ঠুকে বলে কি না—"আও দেখে পাঞ্জা লড়ে !"

গীত।

আহ্লাদে--তোরা কুছ্ কাম্‌কা নোস্—
তোরা কুছ্ কাম্‌কা নোস্ !
ভাব্‌লুম্ এক—হ'ল আর এক—এই বড় আপশোস্ !

বালকগণ—বল, আমরা ক'র্ব্ব কি,- আমরা ক'র্ব্ব কি ?
ছুঁড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিতে কবে শিখেছি ?
(তুমিই) হার মান্‌লে পথ দেখালে—
(এখন) মোদের কেন দিচ্ছ দোষ ?

আহ্লাদে—(কত) খাইয়ে দাইয়ে—তালিম দিয়ে
তৈয়ের কল্লুম যে,
(তোদের) তৈয়ের ক'ল্লুম যে,
কি ঢলালি হ'য়ে সবাই গোবোরে ল্যাজে ;
বা-গা—(এখন) তোমার মুখে এমন কথা বল কি সাজে ?
যেমন গুরু—তেম্নি চেলা—বলে সমাজে ;
সবাই বলে সমাজে !
আহ্লাদে—(এখন) কি করা যায়—বল্‌না উপায়—
আয় ঠাণ্ডা হ'য়ে বোস্ !
বা-গা—(আর) বিগ্‌ড়ে গিয়ে—তেউড়ে উঠে—
কোরোনা ফোঁস্ ফোঁস্ !!

আহ্লাদে—তা হ'লে কি করা যায় বল্ দিকি ! চটাচটীর রাগা-রাগীর তো কর্ম্ম নয়—বুঝ্‌তে পাচ্ছি—

(প্রতিভার প্রবেশ)

প্র—বুঝ্‌তে তো পেরেছিস্ ? ঝগড়া-ঝাটিতে কি আমোদ হয় রে পাগ্‌লা ? নীরির সঙ্গে ভাব ক'রে ফ্যাল্, বেশ মিলে মিশে আমোদ-আহ্লাদ কর্, কত মজা হয় দ্যাখ্ দিকি !

আহ্লাদে—তুড়্‌কুসে ফুড়্‌ক্ ফাঁই দিদিমণি—তুমি যা ব'ল্‌ছ তা আমি মাথার মণি ক'রে নিচ্ছি ! কিন্তু ঝগড়া তো আমি করি না,—ঐ তো আমাকে দেখ্‌লেই জ্বলে যায় !

প্র—জ্বলে যদি যায়—তা হ'লে তুই ওর সম্পর্কে থাকিস্ কেন বাপু ?

আহ্লাদে—এই—এই—এই যা বলেছ দিদিমণি ! ঐটেই তো আমার

দোষ হ'য়ে পড়ে ? কেন যে ওর সম্পর্কে থাকি, তা আমি নিজেই জানি না! এত মনে করি—ও যে দিকে থাকবে, সে দিকে চাইবই না ; কিন্তু তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্‌ ফাঁই—কেমন শালার হাত পা চোক দুটো—ঘেঁস্‌টে ঘেঁস্‌টে ওর দিকেই ঠিক আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করে।

প্রতি—দ্যাখ্‌ আহ্লাদে—হাজার হোক ও স্ত্রীলোক—ও একটু খাতির চায়! ওকে তুই যখন তখন টিট্‌কিরি মারিস্‌, ঠাট্টা করিস্‌—সে গুলু যখন ও পছন্দ করেনা, তখন ও সব তোর না করাই ভাল! তুই যদি ওর সঙ্গে, একটু ভাল ব্যবহার করিস্‌, তা হ'লে তো আর কোন রকম ঝগড়াঝাটী হয় না—গোলমালও হয় না! তুইও ছেলেপুলেদের নিয়ে নাচগান কর্‌—ও মেয়েদের নিয়ে আপনার মনে নাচগান করুক্‌! দেখ্‌বি—দু পাঁচ দিন দশ দিন বাদে ওর সঙ্গে তোর বেশ মিশ খেয়ে যাবে।

আহ্লা—যাবে ? ঠিক ব'লছ দিদিমণি—মিশ খেয়ে যাবে ? ব্যস্‌—এই নাক কাণে খৎ! ওরে অ ছোঁড়ারা! বেশ ক'রে নাকে কাণে খৎ দে,—আর কখনো নীরির সঙ্গে কেউ ভুলেও ঠাট্টা বোট্‌কেরা ক'রিস্‌নি,—বুঝ্‌লি রে ছোঁড়ারা—বুঝ্‌লি ? দিদিমণির সঙ্গে কি রকম রফা হ'ল—শুন্‌লি ? তবে আর কি—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্‌ ফাঁই—আর আমার প্রাণে কোনও দুঃখ নেই! উঃ—বাবা—একটা বিষম বোঝা বুক থেকে নেমে গেল! একটা মহা দুর্ভাবনা কেটে গেল—

প্রতি—কেন—দুর্ভাবনা কিসের ?

আহ্লা—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্‌ ফাঁই—দুর্ভাবনা নয় দিদিমণি ? বাপ্‌ বাপ্‌! আমি এমন একটা পাট্টা চোট্টা গাঁট্‌কাট্টা—কাঠ্‌খোট্টা—আর এই সব পাট্‌নেয়ে বিচ্চু,—সবাই মিলে—ছুঁড়ীগুলোর তাল ঠুকে

রুখে আসা দেখে,—একেবারে তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক ফাঁই হ'য়ে পালাতে পথ পাইনা? এ কি কম কেলেঙ্কারি ব্যাপার?

(নীরজার প্রবেশ)

নীর—এই যে কুমারী—তুমি এখানে,—আমি নাচঘর খেলাঘর বাগানবাড়ী—চাদ্দিক খুঁজে বেড়াচ্ছি!

প্রতি—কি—খবর কি?

নীর—খবর আর কি—আর একটী তোমার হবু—বর এসেছেন। শুনলুম—মুরারিপুরের রাজপুত্র! মাগো—কি মিশ্‌মিসে কাল—যেন আলকাত্‌রা!

আহ্লাদে—নীরদা বেশ কথা কয়—বুঝ্‌লে দিদিমণি! ওর কথাগুলু ভারি রগড়দার! কি বলিস্ রে ছোঁড়ারা?

১ম বালক—নিশ্চয়—নিশ্চয়! যেন মৌরলামাছের অম্বল!

প্রতি—আহ্লাদে! তুই যা—তাঁকে দরবারঘরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা, দেখি—অদৃষ্টে কি আছে! আয় নীরি!

[প্রতিভার প্রস্থান।

নীর—মাগো—ঢের ঢের কালো দেখেছি—এমন বদ্‌খত্‌ কালো কখনও দেখিনি! ভগবান্ কি এমনই বেআক্কেলে হবেন—ঐ কাল পেঁচার গলায় এমন মতির হার ঝোলাবেন? ওরে আহ্লাদে—

আহ্লা—(তটস্থ হইয়া) আজ্ঞে—এঁ্যা—এঁ্যা—কি ব'লছেন?

বা-গণ—বলুন—বলুন—ওস্তাদ্‌নি—বলুন—কি ব'লছেন—

নীর—আ মর্—সব সং নাকি! নে—নে—এখন সব স্যাথ্‌রা রাখ্,—পাত্র মিত্র নিয়ে রাজপুত্র বারবাড়ী আলো ক'রে বসে আছে, খাতির করে একবার সিন্ধুকগুলোর কাছে নিয়ে যা! হলফ্ টলফ্

যা করিয়া নিতে হয়—সব জানিস তো? আমি যাই নন্দীগ্রামের জমীদারকে খাতির করার ভার আমার—

[নীরজার প্রস্থান।

আহ্লা—হা—হা—হা—কেল্লা মার্ দিস্! মুখ দেখতোনা—মুখ দেখেছে! কথা কইতো না—একেবারে সাড়ে বিয়াল্লিশটা কথা ক'য়েছে! মুখও বেঁকায়নি, রাগও করেনি—ধমকও দেয়নি! হা—হা—হা—হা—বরাতটা খুল্‌বো খুলবো হ'য়েছে—

১ম বা—একেবারে সবটা খুলে পর্দ্দা ফাঁক হ'লেই আমরা বাঁচ্‌তুম ওস্তাদ! তোমাকে একটু ঠাণ্ডা ক'র্ত্তে পাল্লে—আমাদের ঢের কাজে লাগ্‌বে!

আহ্লাদে—ওরে—কিছু ভাবিস্‌নি—সব তুড়্‌কসে ফুড়ুক্ ফাঁই ক'রে ফেল্‌বো! হা—হা—হা—হা—হেসে কথা কয়েছে রে—নীরি—খুড়ী—নীরদা সুন্দরী—হেসে কথা কয়েছে—

১ম—বা—হেসেছে বলে হেসেছে—ওস্তাদ? একেবারে দন্ত বার ক'রে জোছ্‌না ক'রে হেসেছে—

সকলে— গীত।

(মরি) কি হাসি হেসেছে প্রেয়সী।
সে যে হাসি নয়—সত্য গলার ফাঁসি॥
সে হাসিতে বিকশিত বড় বড় দাঁত,
কামড়ে ধরেছে তায়—অভাগার আঁত;
(আবার) গালে টোল খেয়ে গেল,
(তায়) আঁখি দুটী মুদে এল,
যেন, ঝুড়িতে সাজায়ে দিল শাঁকালুরাশি॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সপ্তগ্রাম---রাজপথ।

নটবরের প্রবেশ।

গীত।

টাকা—টাকা—টাকা ! তুমি জগৎ আছ ছেয়ে !
সূর্য্যি আঁধার তোমার কাছে—(তুমি) মিষ্টি মধুর চেয়ে ॥
নেইকো টাকা যার,
তা'তে কিছুই নেইকো সার,
(তার) জাতকুলমানজ্ঞানের বড়াই সবই ফক্কিকার ;—
(হয়) হাড়ীডোমও পূজ্য সবার,—টাকা ! তোমায় পেয়ে ॥
"সইয়ের বৌয়ের বকুল-ফুলও" টাকায় আপন হয়,
রেস্তোশূন্য বাপের ছেলে দেয়না পরিচয়,—
বলে,—"ও আমার কেউ নয়" ;
(আবার) টাকার জন্যে—শ্বশুরকন্যে,
থাকেন খালি ট্যাঁক চেয়ে,
(মুখ চেয়ে নয়,—ট্যাঁক চেয়ে) ॥

নট—ভারি মুস্কিলে পড়ে গেছি ! কি যে ক'র্ব্ব আজ বিশ পঁচিশ বৎসর ভেবে ভেবে কিছু ঠাওর ক'রে উঠ্‌তে পাল্লুম না ! আরে ছাই, ঠিক কর্‌বো কোথা থেকে ? একটা তো মাথা,—ভাবনা কিন্তু সাড়ে সাঁইত্রিশটা ! প্রাণটা এক কথা বলে,—মনটা এক পরামর্শ দেয়,

মাথাটা সব গুলিয়ে ফেলে! প্রাণটা ব'লছে,—"কুলীরক শেঠীর চাকরির মুখে ঝাড়ু দিয়ে সরে পড়্!" মনটা বল্‌ছে,—"আহা! মা-মরা মেয়ে যূথিকা—তোর হাতেই মানুষ,—তাকে ছেড়ে যাওয়া কি ভাল?" আচ্ছা মন! বল দিকি—এ রকম ফ্যানে ভাতে খিঁচু-নিতে মানুষ আর ক'দিন সে মনিবের কাছে চাকরি ক'র্ত্তে পারে? উঃ—কি কুক্ষণেই ব্যাটার কাছে ব্যবসা কর্ব্বার জন্যে টাকা ধার ক'রেছিলুম! সে ধার তো বাবা—আজ পঁচিশ বছরেও শোধ হ'ল না! কোথা থেকে হবে? ন'সিকে তো মাইনে,—তা থেকে সুদ দিতে হয় দুটাকা! বাকি থাকে মোট চার আনা! একদিন চোখের সামনে দিয়ে—"আলু নারকেলের ঘুগ্‌নি দানা" গেলেইতো সে চার আনা গর্ভজাত। এত পঞ্চাশ টাকা দেনা শুধি কোথা থেকে,—আর এ যমের হাত থেকে রেহাই পাই কি রকমে, তোমরাই বল। দিব্বি বাপ-পিতেম্বোর ভিটে বর্দ্ধমানে বসে চাষ-বাস ক'চ্ছিলুম। কি ভূতই ঘাড়ে চাপ্‌লো! মাগ ছেলে নিয়ে সাতগাঁয়ে এলুম—ব্যবসা ক'রে বড়মানুষ হ'তে। ব্যবসা তো মাটী,—শেষে মাগ্ ছেলের সঙ্গে জন্মের মতন বিচ্ছেদ হ'ল। বাপের সঙ্গেতো কথাই নেই। মাগ রইল—বিশ্বমঞ্চে মহাতপ শেঠীর বাড়ীতে,—আর আমি রইলুম মহাযমের বাড়ীতে চাকরি ক'র্ত্তে। দু-বছর বাদে মাগটাও গেল ম'রে,—আর আমি ব্যাটা খেটে খেটে বেঁটে হ'য়ে মরবার নামটীও করিনা—কিম্বা একটু লম্বাও হই না—লম্বা দিতেও পারিনা। আর মাগই যখন ম'ল—তখন ছেলের জন্যে আর কে লাফালাফি করে? থাক্ ব্যাটা—ভাল জায়গায় আছে, ভাল খাচ্ছে দাচ্ছে—থাক্ সেইখানে! দেখা ক'ল্লেই বা কি হবে? সে তো আর বাবা ব'লে চিন্‌তেই পার্ব্বে না!

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির—কি হে নড়বড়।

নট—এইতো বাবা নচ্ছার।

নি—নচ্ছার কি হে? আমায় গাল দিলে?

নট—তুমিও কোন্ আমায় তিল তুলসী দিয়ে পূজো ক'ল্লে বাবা! এমন ডাঁটালো সাঁটালো গ্যাঁটালো এঁটেলো মানুষটা,—নব নটবর হ'য়ে পৈতৃক "নটবর" নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এসেই আমাকে ব'ল্লে কি না "নড়বড়!" "নড়বড়" কি? আমি কি লেখাপড়া শিখিনি ব'লে এতই মুরুক্ষু হয়েছি নাকি? "নড়বড়ের" ভেতর কত অর্থি—কত গুহ্যভাব আছে—গালাগাল বাপন্ত আছে, আমি বুঝিনে বটে?

নির—আরে না না না—যা ভাব্ছ তা নয়! কি জান নটবর, ঐ ন—ট—ব—র কথাটা বড্ড লম্বা চওড়া কিনা,—তাই সেটাকে একটু চট্ ক'রে কায়দা ক'রে বল্বার জন্যে "নড়বড়" বলি! তোমাকে গাল দেওয়া তো আমার মতলব নয়!

নট—তা বেশ—তুমিও আমাকে "নড়বড়" "নড়বড়" বোলো—আমিও তোমায় "নচ্ছার নচ্ছার" ক'রে ডাক্বো! নি—র-ন্-জ-ন্! ওরে বাবা! এত বড় কথা কি লোকে পুরুষচারণ ক'র্ত্তে পারে?

নির—বাবা নটবর! আমার ঘাট হ'য়েছে বাবা, আর এমন ইঁটুটী মেরে পাটকেল্‌টী খেতে চাই না! কিন্তু যাই হোক্ বাবা, একটু বেহিসেবি কাজ হ'চ্ছে তোমার! কোথায় নিরঞ্জন—আর কোথায় নচ্ছার? খুব তাড়াতাড়ী বারকতক "নটবর নটবর" করে আও-ড়ালে—"নড়বড় নড়বড়" শোনায় কি না, তুমিই ধর্ম্মকথা বল।

কিন্তু বাবা—"নিরঞ্জন" নামটাকে ধরে জাঁতায় পিষ্‌লেও "নচ্ছার" ভাষাটার একটু ধূলো গুঁড়োও বেরুবে না!

নট—আপশোষ্‌ কোচ্ছো কেন? তেমন খেলোয়াড়ের হাতে পড়েনি, তাই বেরোয়নি! এবার পাল্লাটী কেমন বুঝ্‌লে?

নির—আচ্ছা নটবর দাদা! একটা কথা তোমায় ব'ল্‌বো?

নট—কথা টথা বল, কিন্তু গাল দিওনা কিম্বা হেঁয়ালি ঝেড়োনা!

নির—নোট্‌দা, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দোবো, তোমার দেনা শোধ করে দোবো—

নট—তুমি? তুমি? বল কি?

নির—কেন? আমার কি ক্ষমতা নেই—মনে কর?

নট—এমনি বেকুব আমি? তোমার অমন বাড়ী, ঘর, দোর,—বাপের এক ছেলে তুমি, অতবড় সোণারূপোজহরতের কারবার তোমার—

নির—তা হ'লে তুমি এসে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, আমার কারবার দেখ শোনো,—লাভের বখ্‌রা নাও—

নট—কি বাবা! আস্‌মানে যে খুব তুল্‌ছো, পগারে আছ্‌ড়ে ফেল্‌বে নাকি? আমার ওপর এতটা করুণা চাপ্‌ল কিসে?

নির—আমায় তুমি রক্ষা কর—

নট—সে কি?

নির—যূথিকাকে আমায় দাও—

নট—সে কি? তোমায় দোবো কি? যূথিকা কি একটী দোফলা গাছের পাকা আঁব, বোঁটা শুদ্ধ ঝুল্‌ছে, পট্‌ করে ছিঁড়ে তোমায় চুষ্‌তে দোবো?

নির—চল—তাকে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি—

নট—মুখ সাম্‌লে—মুখ সাম্‌লে—এখনও বল্‌ছি মুখ সাম্‌লে! নইলে—

নির—সেকি নোটুদা ? হঠাৎ সালপাতার আগুনের মতন দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌লে কেন ?

নট—তুমি পাপিষ্ঠ—পাষণ্ড—পাপাত্মা—পকৌড়ি—পচাপুকুরের পাঁক! তাই বটে ? ভদ্রলোকের ঘরের আনাচে কানাচে ঘোরো, পাঁচীল-টপ্‌কে তার বাড়ীতে পড়ো, ভালমানুষটী সেজে বাড়ীতে ঢোকো, আমার মতন ভদ্রলোক ভালমানুষকে টাকা কবলাও, মেয়েমানুষ বার ক'র্ব্বে ব'লে ? তুমি—তুমি—তুমি—উঃ—তুমি যাচ্ছে-তাই! যাও—যাও—নিকালো—নিকালো—

নির—নটবর দাদা—

নট—কোন্ শালা তোমার দাদা হে ? দাদা! আমারি মেয়ে বার ক'র্ব্বে, আমারি বুকে বসে পড়্ পড়্ ক'রে দাড়ী ছিঁড়বে—আবার আমায় ব'লবে—দাদা ? আমায় কি তেমনি গাধা পেয়েছ বাবা—যে, আমিই পিঠে করে আমার বুকের সর্ব্বস্বধন তোমার মতন দুষমনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব ? যাও—চলে যাও, নইলে এই দেখ্‌ছ কি রকম ঘুসী বাগিয়েছি—

নির—(হঠাৎ কাঁদিয়া) মারো—মারো—আমায় সত্যিই মেরে ফেলো দাদা! উ হু হু হু নোটুদা! আমাকে তুমি শুধু শুধু গাল দিলে ? বিনা দোষে আমায় এতটা অপমান ? আমি এখুনি ম'র্ত্তে চল্লুম, নিশ্চয় চল্লুম, ঐ নদীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চল্লুম—

নট—এক্ষুণি—এক্ষুণি—এরকম মেয়েবারকরা লম্পট যত মরে—ততই ভাল—

নির—(পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি মরি—তাতে ক্ষতি নেই, কষ্ট নেই, দুঃখ নেই। বরং খুব সুখই আছে। মর্ব্বার সময় একটু যন্ত্রণা হ'বে, তারপর ফড়াং করে মরে গেলেই নিশ্চিন্ত হব। কিন্তু

তোমার যুথিকা যে—উ হু হু হু—বিধবা হ'বে,—মাছ খেতে পাবেনা, একাদশী ক'র্ব্বে—

নট—কেন ?

নির—সে যে সন্তোষেশ্বরের মন্দিরে আমার গলায় মালা দিয়ে আমায় গান্ধর্ব্ব মতে বিয়ে ক'রেছে !

নট—মিথ্যে কথা—বেবাক্ ঝুটো !

নির—ঝুটো কি সাঁচ্চা—তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখনা !

নট—এঁ্যা—তাই নাকি ? তাই নাকি ? বাবা ! নেরঞ্জ ! সত্যি নাকি ? ঠিক কথা বল বাবা, দোহাই তোমাব—

নির—(স্বাভাবিকস্বরে) নইলে—তোমার যুথিকা কি সেই রীতের মেয়ে যে, একটা পরপুরুষের সঙ্গে যখন তখন দেখা সাক্ষাৎ করে—কথা বার্ত্তা কয় ?

নট—তা বটে—তা বটে,—এটা মিছে নয়, মিছে নয় । যুথিকা আমার সে রকম মেয়ে তো নয়ই ! তা হ্যাঁ বাবা নেরঞ্জ ! তোমাদের এরকমটা ভাবসাব মেলামেশা—মালা দেওয়াদেওয়ি হ'ল কমেন্ দিয়ে ?

নির—ছেলেবেলায় ওদের বাড়ীতে আমাব খুব যাতায়াত ছিল, তা জানতো ?

নট—তা আর জানি না ? তোমার মার সঙ্গে আর শেঠগিন্নীর সঙ্গে "সই" পাতানো ছিল, তা কি আর জানি না ?

নির—ঐ যাতায়াতেই দুজনের খুব ভাবসাব হ'য়ে যায়।

নট—সেতো যাবেই, সেতো যাবেই !

নির—তাইতেই সে আমার ভালবাস্‌লে, আমিও তা'কে ভালবাস্‌লুম !

নট—তাতো বাস্‌বেই, তাতো বাস্‌বেই ! তারপর কি হল ?

নির—তার পর আর হবে কি? অকারের পর অকার থাকিলে উভয় মিলিয়া যা হয়!

নট—কি হয়?

নির—বিদ্যেসাগর মশাই বলেন, উভয় মিলিয়া "আকার" হয়! আমার মতে উভয় মিলিয়া "বিকার" হয়!

নট—বটে? তা হ'লে তোমার মেয়ে বার করা মতলব নয়? আমাকে তুমি দালাল ধরনি? তুমি যুথিকার বর?

নির—তা বই আর কি? আর কি জান নোট্‌দা—"বে" করা মানেই ভদ্রভাবে "বের" করা! বর যে "বে" ক'র্ত্তে যায় সে কি সেইখানে "কনেকে" রেখে আসে না "বের" করে নিয়ে আসে? "বে" না হ'লে কি কেউ কারও মেয়ে "বের" করে?

নট—নাঃ—আমি আর থাকৃতে পারিনা! এখুনি একবার ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ী যেতে হ'ল! সত্যি যদি তুমি যুথিকার বর হও, তা হ'লে তুমি আমায় যা ক'র্ত্তে ব'ল্‌বে, আমি তাই ক'র্ত্তে রাজী! সুদখোর ব্যাটা তো মেয়েটাকে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাট্‌ছে, তার ওপোর মত্‌লব ক'রেছে—মেয়েকে কুমারী ক'রে রাখ্‌বে,—বিয়ে দেবে না! তোমার মতন যদি পাত্র হয় তো কুলীরকের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি, আর আমারও চৌদ্দ দ্বিগুণে সাড়ে বাহান্ন পুরুষের সুপ্রসন্ন বরাৎ!

নির—আচ্ছা—তা হ'লে সন্ধ্যার সময় আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ব্ব?

নট—কিছু ক'র্ত্তে হবে না—আমিই তোমার বাড়ী যাব!

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বিষমঞ্চ—প্রতিভার দরবারঘর।

অনুচর বালকগণ, আহ্লাদে ও কুমার মোহনলালের প্রবেশ।

মোহন—আমার রং দেখে আমায় অপছন্দ কোরোনা! মুরারিপুর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের রাজ্য! তাঁরই ইচ্ছায় এমন মনমজানো রং আমরা মানৎ ক'রে পেয়েছি! এই কালো রং না থাক্‌লে পৃথিবীর সাদাগুলোর কোন কদরই থাক্‌তো না; তাইতে কথায় বলে "কালোতেই জগৎ আলো!" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছে ক'রে কালো-রূপ যখন ধারণ ক'রেছিলেন,—সেই কালোরূপেই যখন স্বয়ং শ্রীরাধিকা আর ষোলোশো গোপিনী—এমন কি নন্দ ঘোষ, আয়ান ঘোষ পর্য্যন্ত পাগল হ'য়েছিল, তখন বুঝ্‌তেই হবে—রংএর ভেতর সেরা রং—কালো! কি বলেন মশাই,—কুমারী এই কালো রূপটা কি পছন্দ কর্ব্বেন না?

আহ্লাদে—আর ব'ল্‌বই বা কি, আর শুন্‌বেনই বা কি? কুমারীর পছন্দ হওয়া চুলোয় যাক্,—কালরূপের গন্ধেই তিনি পরমানন্দে দোরে খিল এঁটে উদ্গার সুরু ক'রে দিয়েছেন!

মোহন—(নিজের গাত্র শুঁকিয়া) তাইতো—গন্ধ বেরুচ্ছে নাকি? তাইতো—তাইতো! তা দেখুন মশাই, গন্ধটা আমার গা থেকে যা বেরুচ্ছে, ওটা অন্য কিছু নয়, রামছাগলেরই গন্ধ বোধ হয়! আমি ছোটবেলা থেকে রামছাগল চ'ড়্‌তে ভালবাস্‌তুম কি না!

আহ্লাদে—সে প্রেমটা এখনও ত্যাগ ক'র্ত্তে পারেন নি? তা দেখ্‌চি

আলই হয়েছে, সোণায় সোহাগা হয়েছে। একে সাঁওতাল পরগণা, তায় মুরারিপুর,—তায় রূপে সাত পোঁচ শ্রীকৃষ্ণ,—তায় রামছাগল বিলাসী পাঁটাগন্ধাজ,—তায় আবার মোহনলাল। দিদিমণির জোর বরাৎ! এখন কার্য্যটা সাঙ্গ করুন। সিন্দুক একটা বেছে আমাদের নিষ্কৃতি দিন! হলফের কথা তো মনে আছে?

মোহন—মনে আর নেই বাবা? বে ক'র্ত্তে এসে শালগ্রাম তামা-তুলসী গঙ্গাজল পর্যন্ত ছুঁয়ে বাপন্ত দিব্যি ক'ল্লুম—মনে চিরকালটাই থাক্‌বে। তা—হলফের কোন দরকার ছিল না! সিন্দুকে বাছ্‌তে এসে যদি নিজে ঠকে যাই,—আমার ভাগ্যে যদি প্রতিভাসুন্দরী লাভ না হয়,—তা হ'লে আমি অপরকে সেয়ানা ক'রে দিয়ে তার অদৃষ্ট খুলিয়ে দেবার পথ ক'র্ব্ব? এমনি বেকুব—গাধা—আহাম্মক—শালা লক্কড় আমি? সেয়ানায় ঠক্‌লে বাপ্‌কে বলেনা—তা জানতো?

আহ্লাদে—বাক্যিব্যয় তো বিস্তর হ'য়েছে—রাজপুত্তুর মশাই! এখন কার্য্যটা সাঙ্গ করুন। দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ুন। তিনটে সিন্দুকের মধ্যে যেটা আপনি বেছে নেবেন,—সেটার মধ্যে যদি প্রতিভাসুন্দরীর ছবি থাকে, তাহলে আপনার গলায় তিনি বরমাল্য দেবেন।

মোহন—সেটাতে যদি না থাকে—তা হ'লে?

আহ্লাদে—তা হ'লে—মুরারীপুর—সটান! পাত্রমিত্রসমেত।

মোহন—আর একটা বাছ্‌তে পাব না—

আহ্লাদে—সেটা পাল্টা জন্মে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারেন।

মোহন—একবার প্রতিভাসুন্দরীর সঙ্গে দেখাটা—

আহ্লাদে—কি? গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি? মশাই! সময় বয়ে যাচ্ছে—হুঁস্ থাকে যেন! দেখ্‌তে একবার পাবেন বৈকি;—বরাৎটা প'রখে নিন্, বিদায় হোন, কিম্বা আহ্লাদ

পান,—একবার দেখাটা দিয়ে তিনি আপনাকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।

মোহন—কুমারীর চেহারাখানা কি রকম হ্যা? শুনিছি নাকি,—মরা মানুষও গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে!

আহ্লাদে—চেহারা এই আমারই মতন!

মোহন—দ্যুর্! তোমার মতন কি হে?

আহ্লাদে—আমার বোন্ হয়—আর আমার মতন নয়?

মোহন—ঐ রকম গোঁপ্?

আহ্লাদে—সবে দুচার গাছা উঠেছে!

মোহন—ঐ ছাঁচ্?

আহ্লাদে—কাছাকাছি রগ্ ঘেঁসে! তবে নাকটা কিছু বেশী থ্যাবড়া?

মোহন—যা বাবা—সব মাটী। ঐ ছাঁচ—তার ওপোর যদি আরও একটু থ্যাবড়া-নাকী হন্, তা হ'লে তিনি তো একেবারে রূপসী কাসুন্দি! এঃ—তা হ'লে তো এতটা খরচা—এতটা মেহন্নৎ সবই মাটী!

আহ্লাদে—তা হ'লে কি অম্‌নি অম্‌নি বামছাগল চ'ড়ে পাড়ী দেবেন?

মোহন—না বাবা, যখন এসেছি তখন একবার দেখেই যাই। বোধ হয় ধাপ্পা ঝাড়ছ! তা হোক্—একবার দেখি! প্রথমটা তো দেখ্‌ছি সোণার সিন্ধুক! ওপরে কি লেখা রয়েছে? "যিনি আমাকে নির্ব্বাচিত করিবেন, তিনি সংসারের অধিকাংশ লোকের অভীষ্ট দ্রব্য লাভ করিবেন।" দ্বিতীয়টা রূপোর। কি লেখা? "যিনি আমাকে নির্ব্বাচিত করিবেন—তিনি তাঁহারই যথাযোগ্য দ্রব্য লাভ করিবেন।" তৃতীয়টা—শিশের। যেমন ভ্যাত্‌ভেতে জিনিষ—তেমনি নীরস লেখা,

"যিনি আমাকে নির্ব্বাচিত করিবেন, তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে এবং সকল উৎসর্গ করিতে হইবে।" বটে ? আমি এমনি বোকারাম যে, এই অপদার্থ শিশের জন্য সর্ব্বস্ব ছেড়ে ছুড়ে সন্ন্যাসী হব ? দূর্—দূর্ এটার কাছেই যাবনা,—পছন্দ করা তো চুলোয় যাক ! রূপোরটা কি বলে ? যে ওটাকে পছন্দ ক'র্ব্বে সে তারই ওজনের জিনিষ পাবে ! রোসো—রোসো—হুঁসিয়ার রাজপুত্র মোহনলাল—মুরারী পুর ! তোমারই যথাযোগ্য জিনিষ পাবে—ঐ রূপোটার ভেতর ? তুমি রাজার ছেলে, রাজার নাতি, রাজার প্রপৌত্র ! তোমার মতন একটা মস্ত বড—লম্বাচওড়া লোকের যোগ্য জিনিষ ঐ প্রতিভা-সুন্দরী,—সে কখনো ঐ রূপোর ভেতর থাকৃতে পারেনা ! তোমার দরের জিনিষ অর্থাৎ ঐ প্রতিভাসুন্দরী,—ওর চেয়ে বড় জিনিষের মধ্যেই আছে ! সেটা হ'চ্ছে—ঐ সোণার সিন্ধুক ! রাজকুমার মোহন-লাল ! তুমি লালে লাল ;—এত লাল যে মাত্রায় বেশী হ'য়ে ঘন হ'য়ে প'ড়েই কাল দেখাচ্ছে ! তুমি মুরারীপুরের রাজকুমার কেলেসোণা ! ঐ সিন্ধুকেই তোমার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ হ'য়ে বসে আছে ! সোণার সিন্ধুক ব'ল্‌ছে কি—"সংসারের অধিকাংশ লোকের অভীষ্ট দ্রব্য ওতে লাভ হবে" ! অধিকাংশ লোকের আজকাল অভীষ্ট দ্রব্য, বিশেষতঃ এখানে এসে,—কি ? প্রতিভাসুন্দরী ! দাও বাবা,—এই সোণার সিন্ধুকটার চাবি,—ফড়াং ক'রে খুলে—বুদ্ধির পরিচয়টা দিই,—আর তোমার দিদিমণির মণিহরণ করি !

আহ্লাদে—দেখুন—কালোসোণার যদি বরাতের জোর থাকে, ঐ সোণার ভেতরেই কার্য্যসিদ্ধ হ'য়ে আছে।

(চাবি লইয়া সিন্ধুক খুলিয়া দেখন)

মোহন—রাম রাম—এ কিরে বাবা ? একটা মড়ার মাথা ! দুর্গা দুর্গা !

কোথায় প্রতিভাসুন্দরীর চেহারা, আর কোথায় একটা দাঁতবার করা মড়ার মাথা! দূর—ঝাঁটা মার্, ঝাঁটা মার্!

আহ্লাদে—শুধু দূর দূর ক'ল্লেই ত হবে না,—ওর সঙ্গে আবার একটা কি লেখা রয়েছে দেখুন; —একটা মনমজানো পদ্য! নিজে না পড়্তে পারেন—আমি পড়িয়ে শুনিয়ে দিই।

চক্‌চকালেই হয়না সোণা,
এ কথা তো কতই শোনা!
দেখেই শুধু রূপের বাহার,
যে ভোলে ধিক্ জনমে তার!
থাক্‌তো যদি বিবেচনা,—
জ্ঞানবুদ্ধি দু-দশ আনা,
এ লাঞ্ছনা পেতে না আজ,
বিদায় বৎস! ফুরিয়েছে কাজ!

মোহন—তোদের গুষ্টির মাথায় প'ড়ুক বাজ!

বালকগণ—ভেসে পড়্না কালুটে-রাজ!!

বালকগণ ও আহ্লাদে। গীত।

(এ বাজারে) এত কালোরূপ কভু চলে না।
পানপানা মুখখানা,
হোক্ চোক্ দুটো টানা,
(তায়) ভূষোকালী মাথা হ'লে নারীমন টলে না॥
সর্ব্বদোষহরা শুনি গোরা রং,
মোটামুটী চেহারাতে চলে বা বরং

তা'ব'লে চাইনা চীনে মগদেশী সং ;

(কিন্তু) বড় জ্বালা কালো হ'লে,

ঘাম্‌লে—কালী প'ড়ছে বলে।

হীরে মুক্তো সাঁচ্চা সোণা কালোয় মোটে খোলে না ॥

[মোহনলালকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

(নীরজা ও অর্ঘকুমারের প্রবেশ)

নীরজা—একটা পালা সাঙ্গ হ'ল—এইবার আপনার পালা! আপনি যা হোক্ একটা সিন্ধুক বরাত ঠুকে খুলে ফেলুন!

অর্ঘ—ঐ উনি যিনি এয়েছিলেন,—উনি কি হেরে গেলেন? শুনলুম—একজন মস্ত রাজা—

নীর—এখানে রাজা, মহারাজা, জমীদার দীনদুঃখী সব সমান! সবাইকে এক ক্ষুরে মাথা মুড়োতে হবে! তা—উনি হেরে গেলেন কিনা তা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না? উনি জিত্‌তে পারলে—এতক্ষণ এখানে হৈ হৈ শব্দ প'ড়ে যেতো! এখুনি চাদ্দিক থেকে শাঁক ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ত, উলুধ্বনি পোড়্‌তো, আব কি আপনাকে তখন এ ঘরে নিয়ে আস্‌তুম?

অর্ঘ—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি ত ঘরের লোক! প্রতিভার মামারবাড়ী আমার নন্দীগ্রামের লাগোয়া—সাধনপুরে! ওকে আমি ছেলেবেলায় কত কোলে পিঠে ক'রেছি, কত আদর ক'রেছি, কত খেলনা দিয়েছি'!

নীর—এখন বুঝি সেই বাৎসল্যভাবের ধমকে একেবারে নাগর হ'য়ে ছুটে বিয়ে ক'র্ত্তে এসেছেন?

অর্ঘ—হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছ তো সখি রে—বুঝেছতো? মাগ্‌টি গত হয়েছেন, –

চার পাঁচটী ছেলে পুলে রয়েছে,—কে দেখে, কে শোনে—কে বা তাদের মা মাসী হ'য়ে সংসার চালায়! তাই এলুম বরাৎ ঠুকে,—যদি প্রতিভাসুন্দরী এবয়সে জুটে যায়,—শেষ দশাটা কাটুবে ভাল!

নী—তা—বরাৎ আপনার খুবই ভাল! কথায় বলে "ভাগ্যিমানের মাগ মরে!" আপনার অদৃষ্টে বুড়োবয়সে বিস্তর সুখ আছে কি না, তাই চারছেলের ওপোর ছুঁড়ী মাগ বিয়ে কর্ব্বার জন্য এসেছেন! হাজার হোক, খুব বড় জমিদার কিনা, ক্ষমতা খুব দেখ্ছি!

অর্ধ—দেখ্ছো না—দেখ্ছোনা! হাঁ—হাঁ—দেখ্বে বই কি! তুমি হ'লে বিন্দেদূতী—প্রাণসখি—প্রেমের ভগী ময়রাণী! ক'দিন তোমার সেবায় তোমার যত্নে আমিও তোমার সব বুঝে নিইছি—তুমিও আমার সব বুঝে নিয়েছ। খাশা মেয়েটী তুমি! দেখ—বে হ'লে মোদ্দাৎ তোমাদের সখির গুষ্টিকে গুষ্টিশুদ্ধ আমার নন্দীগ্রামে গিয়ে থাক্তে হবে!

নী—গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল! এখন বিয়ে তো হোক,—তখন নয় আমরা ইষ্টিগুষ্ঠি সবাই মিলে আপনার সেবা ক'র্ব্ব!

অর্ধ—কাঁঠাল পাড়াই হয়েছে মনে কর না! আঁকুসি লাগালেই আর হ্যাঁচ্কা টান মাল্লেই এখুনি কাঁটাল আমার খপ্পরে এসে পড়বে! তা একবার প্রতিভাকে ডাকনা! কদিন এখানে এসে রয়েছি,—একবার তাকে দেখ্ব না? সেই ৪।৫ বছরের ফুট্‌ফুটে মেয়েটী দেখেছিলুম, এখন ডাগোরডোগরটী কি রকম হ'য়েছে, একবার না হয় দেখিই না! আমাকে লজ্জা কি,—আমি তো আপনার লোক! আর তুমি রয়েছ, তোমার সব চেলাচামুণ্ডি রয়েছেন,—এখানে আসতে ভয় কি?

নী—বিয়ে হ'লে একেবারে নিয়েই ঘর ক'র্ব্বেন! এখন দেখে মন

খারাপ ক'রে দরকার কি ? নিন্—নিন্—আপনি দেরী ক'র্ব্বেন না! এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা কর্ব্বার তো উপায় নেই! কি লো তোরা সব এলি! (সখিগণের প্রবেশ) কুমারী কোথায় ?

১ম-সখি—ঐ যে তিনি দরবারগবাক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

(দরবার গবাক্ষে প্রতিভাসুন্দরীর প্রবেশ)

অর্ঘ—আহা—হা—হা—কি চমৎকার কি চমৎকার। এমন রূপ তো বাবার বয়সে কখনো দেখিনি! যেন স্বর্গের দেবী,—যেন অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী,—সাক্ষাৎ শীতলা ঠাকরুণ!

নী—সঙ্গে সঙ্গে একটা পেন্নাম—একটা পেন্নাম হয়ে যাক্,—এখনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে!

অর্ঘ—ঠিক বলেছ প্রাণসখি! ভাবে ভক্তিতে প্রাণটা আপনিই গদগদ গদগদ হ'য়ে আস্‌ছে!

"আস্তীকস্য মুনের্ম্মাতা ভগ্নী বাসুকীস্তথা।
জরাৎকারু মুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমস্তুতে॥" (প্রণাম)

[প্রতিভার প্রস্থান।

(আহ্লাদের পুনঃপ্রবেশ)

আহ্লাদে—হাঁ—হাঁ—হাঁ—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক ফাঁই! পেন্নাম ক'ল্লেন, এই বার দক্ষিণেটার ফরমাজ্ হোক।

অর্ঘ—কে বাবা—বদ্‌চেহারা! সাম্‌নে এসে সব ভারভক্তি মাটী করে দিলে!

আহ্লাদে—আমি মুদ্দোফরাস মশাই! স্ফূর্ত্তি খেল্‌তে এসে যে সব মুদ্দোর জমা হবে, এক এক করে সব পার ক'রে দিচ্ছি! নিন্—আর দেরী কর্ব্বেন না—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক ফাঁই!

অর্থ—ইনিতো আমাদের প্রাণসখি—তুমি কি বাপ্ প্রাণসখা পঞ্চা তেলি? কি বল্লে? তুড়ুকসে ফুড়ুক্ ফাঁই? কি ভাষা বাবা?

আহ্লাদে—সোজা ভাষা! ভাসানো ভাষা! তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই!

অর্থ—প্রাণসখি! ব্যাপার বড় সুবিধে বুঝ্‌ছি না, বকমারি দেখা দিচ্ছে!

নী—আপনি অনর্থক আর বিলম্ব ক'র্ব্বেন না! আহ্লাদে! কি তুই বাজে বক্ বক্ ক'চ্ছিস্? এদিকে মিছে দেরী হয়ে যাচ্ছে,—সে হুঁস্ আছে?

আহ্লাদে—আচ্ছা—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই—এই চুপ কচ্ছি, বিশেষ প্রাণসখি যখন বারণ কচ্ছে—তখন তো কথাই নেই!

অর্থ—সিন্দুক তো তিন্‌টে দেখছি। সোণার, রূপোর, শিশের। তাইতো—কোন্‌টাতে প্রতিজ্ঞার ছবি আছে—কি ক'রেই বা ঠিক করি! শিশেটাতেতো নেই, ওটার দিকে চাইবনা তো—খোলা দূরের কথা! সোণারটা ব'লছে,—বেশীর ভাগ লোক যা চায়—ওর ভেতর তাই আছে! আরে! পৃথিবীর বেশীর ভাগই তো মুক্ষু লোক! আমার মতন জমিদার বুদ্ধিমান্ কটা আছে? সোণা দেখে আমি ভুলিনা বাবা! তবে রূপোর সিন্দুকটা যা ব'ল্‌ছে—সে তো একেবারে নির্ঘাৎ! "যিনি আমাকে নির্ব্বাচিত করিবেন তিনি তাঁহার যথাযোগ্য দ্রব্য লাভ করিবেন!" বড় জবর কথা, বড় উঁচু কথা! জমিদারেরই যোগ্য কথা! হুঁ হুঁ বাবা, যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ! যে সে কি এসে এ জিনিস পছন্দ ক'র্ত্তে পারে! এই চাঁদি ঢাকা—চন্দ্রমুখী প্রতিজ্ঞাসুন্দরী পটে আঁকা বিরাজ ক'চ্চেন! জয় বাবা মদনরাজা! হাত দিয়া

কেল্লা! দাও—চাবিটী দাও! (চাবি খুলিয়া) ঐ যাঃ,—এ কিরে?

আহ্লাদে—একেবারে তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই! এত মাথা ঘামিয়ে, এত জমিদারী বুদ্ধি চালিয়ে শেষে কপালে এই হ'ল? একেবারে তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই?

অর্দ্ধ--হাত্তোর কপাল রে! এ একটা কি সংএর চেহারা বেরুলো! মহাভারত! মহাভারত! কোথায় বেরুবে প্রতিভাসুন্দরী,—বেরুলো কিনা এক ব্যাটা বদ্‌খৎ আহাম্মক সংএর চেহারা!

আহ্লাদে—শুধু চেহারা নয়, হাতে একটা কি কাগজ নিয়ে র'য়েছে, তা'তে আবার কি লেখা রয়েছে,—পড়ুন!

অর্দ্ধ—ঝাঁ্যাটা মারি লেখাতে,—ঝাঁ্যাটা মারি কাগজের মাথায়! আর পড়াপড়িতে কাজ নেই বাবা,—আমায় বিদায় দাও!

নীর—ও লেখাটা যে আপনারই জন্যে, একবার পড়্‌বেন না? তা নইলে যে কাজ অসম্পূর্ণ র'য়ে গেল!

অর্দ্ধ--আচ্ছা বাবা,—পড়াপড়ি শেষ হ'লে স'রে প'ড়্‌তে দেবে তো? না,—মারধোরের কিছু ব্যবস্থা আছে!

আহ্লাদে—সেটা ইচ্ছে করেন তো—তা'তে বঞ্চিত ক'র্ব্ব না! তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই! কি লিখ্‌ছে শুন্‌ছেন?

"ভাবিয়ে অনেক সাত ও পাঁচ,
বাছিয়ে নিয়েছ তেএঁটে ছাঁচ!
বিচারে তুমি আকাট যেমন,
তোমারি যোগ্য মিলেছে তেমন।
মাথাটী তোমার গোময়ভরা,
এতকাল পরে প'ড়েছ ধরা।

কাজ কি আর বিয়ের আশায়?
বোকারাম তবে হও বিদায়!"

অর্দ্ধ—চোদ্দপুরুষ আমার বোকা।
চাঁদি দেখে খেলেম ধোঁকা।
ঢাক্‌না খুলেই দেখ্‌ব ক'নে;
কত আশা ক'রেছিলেম মনে।
চল্লুম খেয়ে নাককাণ মলা;
বিয়ে ক'র্‌বে আর কোন্ শালা!

(অর্দ্ধকুমারের প্রস্থান)

(প্রতিভার প্রবেশ)

প্রতিভা—কি হ'ল! কেঁদে ফেল্লে নাকি!

নীর—অনেকটা তা'রই জোগাড় বটে! আচ্ছা,—লোকগুলো সব কি মুক্ষু! নিজের কপালের কত জোর—তা কি নিজে বুঝ্‌তে পারেনা? আরে মর্! ভগবান্‌টা কি এমনি অহাম্মক? যার তার সঙ্গে প্রতিভার বিয়ে দিলেই হ'ল?

আহ্লাদে—ঠিক কথা—তুড়ুকসে ফুড়ুক ফাঁই! হাঁড়ীর মাপেই তো সরা তৈরি হয়,—নইলে বেমানান্ হবে যে! যাক্ বাবা,—আজকের মতন নিশ্চিন্তি! তা হ'লে দিদিমণি,—আমরা একটু নাচ্‌তে গাইতে পারি? মস্ত ফাঁড়া উৎরে গেল! গা না নীরজা,—এমন ফূর্ত্তির দিনে তুই মুখ হাঁড়ী ক'রে রইলি কেন?

প্রতি—আহা—গা না নীরি! মিলে মিশে আমোদ করনা!

আহ্লাদে— আমিও ছোঁড়াদের ডাকি, তোরও তো সব মজুৎ রয়েছে; দেখ্ দিকি, চালে ডালে কেমন তোফা ভুনিখিচুড়ী হয়!

নীর—চালে ডালে খিচুড়ী হ'তে পারে, কিন্তু তেলে জলে কি মিশ খায়? তুমি আলাদা যেমন আমোদ ক'চ্ছ—আমোদ ক'রগে! আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে কেন নিজের আমোদ মাটী ক'র্ব্বে,—আমারও আমোদ মাটী ক'র্ব্বে?

আহ্লাদে—উঃ—তুড়ুকুসে ফুড়ুক্ ফাঁই! দিদিমণি! আর এত অপমান সহ্য হয় না! আমি চল্লুম। ওর যদি মুখদর্শন করি, আমি শালার বেটার শালা!

[আহ্লাদের প্রস্থান]

প্রতি—তোকে নিয়ে আর পাল্লুম না নীরি! যথার্থই যেন ও তোর চক্ষুঃশূল হ'য়েছে! আর ওকেত আমি বারণ ক'রে পাল্লুম না বাপু!

নীর—মন না চাইলে পরের কথায় ওষুধ গেলার মতন মেলামেশা যায় কি কুমারী? কেন তুমি এ সব বাজে কথায় থাক বল দিকি? বাস্তবিক,—তুমি মনিব; তোমার কথা রাখ্‌তে পারিনা ব'লে আমার মনে ভারি দুঃখ হয়! তুমি নিজের ভগ্নীর মতন ভালবাস ব'লে—তাই ভরসা ক'রে তোমাকে প্রাণের কথা ব'লে এতটা আব্‌দার নিই! তা'তে যদি সত্যিই তোমার মনে রাগ হয়, তা' হ'লে তুমি যা বল্‌বে আমি তাই ক'র্ব্ব! আমায় বিষ খেয়ে ম'র্ত্তে বল,—আমি বিষ খাব!

প্রতি—তুই কি পাগল হ'য়েছিস্ নাকি? আমি এমন অন্যায় কথা কেন ব'ল্‌ব? আমি তোকেও ভালবাসি, ওকেও ভালবাসি! তোর মনেও দুঃখ দিতে চাইনা, ওর মনেও দুঃখ দিতে চাই না! আমার দেখ্‌ছি এ কথায় আর না থাকাই ভাল! আমি কিন্তু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, ও কেন তোর চক্ষুঃশূল হ'ল!

নীর—তার কারণ আমিও জানিনা, আমার মনও জানেনা! তবে এটা

সত্যি,—মনের ওপোর ক'ারও হাত নেই! মন যা খুসী তাই ক'র্ব্বে, যাকে ইচ্ছে বেছে নেবে, তা'র রূপও বুঝ্‌বে না—গুণও দেখবে না।

প্রতি—তাই নাকি? আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

নীরজা ও সখিগণ।

গীত।

মন, চায়না যা'রে বল তা'রে নিয়ে কি করি।
সুখদুঃখ মনের খেলা, মনের গুণেই বাঁচি মরি॥
হোক্ না লো সই রাজার রাজা কিম্বা স্বয়ং কাম,
দেখ্‌বো না তায় ফিরেও চেয়ে, মন যদি হয় বাম;
হ'লে পরে মনের মতন,
কাল্ প্যাঁচারেও ক'র্‌ব যতন,
(ও সে) সাগর-ছেঁচা মাণিক রতন, সুখসাগরে সাধের তরি॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সপ্তগ্রাম—কুলীরক শেঠীর বাটী।

যূথিকা।

গীত।

ওগো—ছিলাম আমি বেশ।
খেয়ে দেয়ে ব'সে শুয়ে দিনটা হ'ত শেষ॥
এক ঘুমেতে কাবার নিশা—ছিলনা স্বপন,
খোরাক্ দেখে অবাক্ হ'য়ে প'ড়তো সব লোকজন;
(কত) মনমজানো বাহার ক'রে বাঁধতুম কাল কেশ;
(তখন) ছিলাম আমি বেশ॥
(এক) সর্ব্বনেশে হেসে আমায় ক'ল্লে যে কি গুণ,—
ঘুচে গেল খাওয়া দাওয়া,—হ'লেম প্রাণে খুন;
(আর) পোড়ারমুখে নেইকো হাসি—নেইতো মনে সুখের লেশ;
আগে—ছিলাম আমি বেশ॥

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির—যূথিকা! ও আমার যূথিকা! একবার ফিরে চা!

যূ—কে?

নি—কে আর বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নি? চল্—সরে পড়ি যূথিকা! এ রকম দগ্ধে দগ্ধে দু'জনে মরার চেয়ে—একবারে জন্মের মতন পাকা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলি আয়!

যু—সে তো পরে হবে! মোদ্দাৎ তুমি হঠাৎ এমন সময় এখানে এলে কেন? এখুনি বাবা এসে প'ড়বেন!

নি—আরে রেখে দে তোর বাবা! আর আমি হাবা ছেলে নই যে চিরকালটাই বাবার ভয়ে গবা হ'য়ে থাক্‌ব! তুই কি বলিস্? যাবি আমার সঙ্গে?

যু—কোথায় যাব?

নি—আমার বন্ধু বসন্তকুমার, বিল্বমঞ্চে যাচ্ছে—প্রতিভাসুন্দরীকে বিয়ে কর্ব্বার জন্যে! শুনেছিস্ তো,—সেখানে সিন্ধুক বেছে অদৃষ্ট পরীক্ষা ক'রে জয়ী হ'লে, তবে তাকে বিবাহ ক'র্ত্তে পার্ব্বে। আমি মতলব ক'রেছি, তোকে নিয়ে আমি সেই বিল্বমঞ্চে গিয়ে বাড়ী টাড়ী একখানা কিনে থাক্‌ব! নটবরকে রাজী ক'রেছি, এখন তুই রাজী হ'লেই হয়!

যু—আচ্ছা,—আর একবার বাবাকে ব'লে ক'য়ে দেখ না!

নি—কি?

যু—আমাদের এই বিয়ের কথা! বাবা যদি জান্তে পারেন যে, আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে—তুমি আমার বর, তা হ'লে বোধ হয়, তোমাকে জামাই ব'লে আদর যত্ন ক'র্ত্তে পারেন!

নি—অবাক্ ক'ল্লে বাবা,—তুই এত বড় মেয়ে হ'লি, আজও তোর বাবাকে চিন্‌তে পাল্লিনি? ওকি তোর সেই বাবা? একে আমি অনিলকুমার বসন্তকুমারের বন্ধু,—তার ওপোর আবার যদি শোনে তোকে বিয়ে ক'রেছি,—তখন কি ক'র্ব্বে জানিস্?

যু—কি আর ক'র্ব্বে?

নি—পড়্‌পড়্ ক'রে আমার এই গোঁপ ক গাছা ছিঁড়ে নেবে, আর তোর

দাঁত কপাটী নোড়া দিয়ে ভেঙ্গে তোকে ফোক্‌লা মেনি ক'রে ছেড়ে দেবে! ঐ কে আস্‌ছে রে?

যু—নোটুদা—নোটুদা আস্‌ছে—তুমি পালাও—পালাও!

(নটবরের প্রবেশ)

নট—আর পালাতে হ'বে না—বুঝ্‌লি দিদি! ওকে আমি চিনে নিয়েছি!

নি—কি বল নটবর—এখন আর সে কাল নেই!

নট—নাঃ—একদম্‌ নেই! আমি এখন ওকে তোর শোবার ঘর পর্য্যন্ত খুলে দিতে পারি,—বুঝ্‌লি দিদি—ওর যা খুসি করুক! শুক্‌—বসুক্‌—ডিগ্‌বাজি খাক্‌—নটবর আর কথাটী অব্‌ধি কইবে না?

যু—কেন বল দিকি নোটুদা—হঠাৎ ওর প্রতি এতটা করুণাময় হ'য়ে উঠ্‌লে?

নি—আছে—আছে—কারণ আছে বৈকি! কি বল নোটুদা?

নট—হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি কি জানিনি দিদি, আমি কি শুনিনি দিদি—আমি কি বুঝিনি দিদি? ও যে আমার—হা—হা—হা—হা—

যু—তোমার কি?

নট—আমার বোনাই! হা—হা—হা—হা—

যু—সে কি? বল কি? তোমার বোনাই? কই—এতদিন তো বলনি?

নট—এতদিন যে শুনিনি! এখন শুন্‌লুম, আর দেখ্‌লুম!

যুথি—কি দেখ্‌লে?

নট—ব্যাকর্ণে শুনেছি—বোন্‌ ছিল আই, সন্ধি ক'রে হয় বোনাই! অর্থাৎ যার জন্তে বোনের প্রাণ আইঢাই করে, সেই হ'ল

বোনাই! ওর জন্যে যে আমার বোন্ ব্যাকর্ণের সন্ধিবিচ্ছেদ ক'রে ফেলেছে!

যু—তোমার ছেলে আছে বিল্বমঞ্চে, তোমার বাপ আছে কোথায় সেই বর্দ্ধমানে! তোমাব বোন্ কোথায়?

নি—বোন্—এই সপ্তগ্রামে!

নট—ঠিক—ঠিক—ঠিক বলেছ নেরঞ্জ বোনাই!

যু—সত্যি? তোমার বোনের সঙ্গে দেখা হ'যেছে?

নট—প্রত্যহ—দু—বেলা! এখনও যে এই দাঁড়িয়ে কথা ক'ইছি!

গীত।

নটবর—আর লুকিয়ে রাখ্‌বি কি—দিদি—লুকিয়ে রাখ্‌বি কি!
(তোরা) মিলে দুজন করিস্ কি—তা জান্‌তে নেই বাকি;
(আমার) জান্‌তে নেই বাকি॥

যু—কেন—ওটা আমার কে—আর আমিই বা ওর কে?
মুচ্‌কে হেসে—অনেক কথা ক'য়ে ফেল্‌লে যে?

নট—যার বাড়া নেই—ও তোব সেই,—
(যারে) মালা দিয়ে ক'ল্লি বে;
(ও তোর) বাবার বাবা—ঠাকুরদাদা,—
এ সম্পর্কে রোখে কে?

নির—এইবার ঠিক্‌তো ব'লেছে—
দাদা ঠিক্‌তো ধরেছে;

যূ—ওর সব কথাই মিছে,—
এর সাক্ষ্যি কেউ আছে ?
নট—আর শাক্ দিয়ে মাছ ঢাকিস্ কেন—
(তোদের) ধরা দিচ্ছে ও দুই আঁখি ॥

যূ—হ্যাঁ নোটদা ! তা'তে তুমি খুসী হ'য়েছ ?
নট—খুসী ? কতটা খুসী হ'য়েছি, তোকে আর কি জানাব ? আমার ইচ্ছে ক'চ্ছে—এখুনি চার পা তুলে ধেই ধেই ক'রে নেত্য ক'রি। আর খুসী যদি না হ'তুম,—তাহ'লে এখুনি ঐ নেরঞ্চ বোনাইকে এক লাঠীতে মামার বাড়ী দেখিয়ে দিতুম।
নি—দেখো দাদা—ভাবের চোটে সত্যি লাঠী ঝেড়োনা যেন ; তা হ'লে তোমার দেনা শোধা হ'বে না !
যূ—কা'র দেনা ?
নট—আরে দিদি, তুই বুঝি কিছুই শুনিস্‌নি ? এইবার তোদের বাড়ীতে তবে চাক্‌রিতে জবাব দিয়ে দিচ্ছি ! নেরঞ্চ দাদা, তোর বাবার কাছে আমার যে টাকা দেনা আছে, সব শোধ ক'রে দিচ্ছে !
যূ—তা হ'লে তুমি আর এ বাড়ীতে থাক্‌বে না ?
নট—আমিও না—তুইও না !
যূ—আমি কোথায় যাব—কেমন ক'রে যাব ?
নি—নটবর—নোটদা ! ঐ কর্ত্তা এলেন ! (নটবরের পলায়ন) যুথিকা ! তুই সর্—সর্ !
যূ—সরবার উপায় নেই, একেবারে স্পষ্ট দেখ্‌তে দেখ্‌তে আস্‌ছে ! একটা চাল্ চালি—

(কুলীরকের প্রবেশ)

যূ—(নিরঞ্জনের প্রতি) ও সব চালাকী এখানে চ'ল্‌বে না! শুধু পঞ্চাশ টাকা কেন নোবো? ওর সুদ দিতে হবে না?

কুলী—কে—কে—একে? এঁ্যা—এঁ্যা—তুমি—তুমি ছোক্‌রা—

নি—এই যে মশাই এসেছেন, ভালই হয়েছে!

কুলী—ভাল হবে কি বাবা? ভাল হবে কি? ফাঁকের ঘরে ঢুকে আমার মেয়ের সঙ্গে জলড্যাঙ্গাডেঙ্গি খেলা লাগিয়েছ!

যূ—আর খেলা টেলা করিনি বাবা! এ টাকাকড়ীর হিসেবের গোলমাল ক'চ্ছে, আমি তাই চেপে ধ'রেছি, এইবার তুমি বুঝে পড়ে নাও।

কুলী—কিসের হিসেব? কি—কি—ব্যাপার কি?

নি—ব'লছি মশাই! যে আপনার মেয়ের দাপট,—আমার জল তেষ্টা পেয়ে গেছে!

কুলী—কা'র হিসেব? কিসের পঞ্চাশ টাকা? কত সুদ? শিগ্‌গির ব'লে ফেল!

নি—আপনার চাকর নটবর আপনার কাছে পঞ্চাশ টাকা ধার করেনি? আমার কাছে তার কিছু টাকা জমা আছে, তাই থেকে আমি তার দেনা শুধ্‌তে এসেছি!

যূ—শুধু দেনা দিলেই তো চ'ল্‌বে না! সুদ—সুদ—ব্যাজ,—সেটা আগে দিতে হবে!

কুলী—তা দিতে হবে বই কি! যূথিকা ঠিক ব'লেছে! আমার মেয়ে, আমার মেয়ে,—ছেলেবেলা থেকে দুধ খায়নি—কেবল সুদ খাইয়ে মানুষ ক'রেছি! পঞ্চাশ টাকার সুদ—হিসেব ক'র্ত্তে হবে বইকি!

নি—সুদ তো শুনেছি ওর মাইনে থেকে আপনি কেটে নিয়ে ওকে মাসে চার আনা ক'রে দিতেন!

কুলী—কে ব'ল্লে—কে ব'ল্লে? নোটো বলেছে বুঝি? মাইনে? মাইনে কি আবার? কিসের মাইনে? এই সব বাজে কথা নোটো বলেছে বুঝি?

নি—আচ্ছা—আচ্ছা—কেউ বলেনি—কেউ বলেনি! কত টাকা পাওনা হয়,—হিসেব ক'রে বলুন!

কুলী—টাকা এনেছ নাকি? টাকা দেবে নাকি? ব্যাজ শুদ্ধ টাকা চোকাবে নাকি? ভাল ভাল—পঞ্চাশ টাকার সুদ,—সে তো আমার মুখে মুখে আর এই আঙ্গুলকটার ডগায়! সুদের সুদ কিছু কেটে নিয়েছি বটে! ধরনা—পঞ্চাশ টাকা,—টাকায় আনা সুদ হ'লে তোমার গিয়ে—ধরনা—

(কুলীরকের মনোনিবেশপূর্ব্বক হিসাবকরণ; তাহার পশ্চাদ্ভাগে নিরঞ্জন ও যূথিকার প্রেমাভিনয়)

কুলী—পঞ্চাশ টাকার—এক বছরে কত হ'ল? ধ'রেছিস্?

যূ—(নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া) বাগিয়ে ধরিছি বাবা!

কুলী—কি ধরিছিস্?

যূ—হাত! পাওনাদারের লম্বা হাতখানা!

কুলী—আঁটকুড়ীর বেটী! ওর হাত ধরেছ? ছেড়েদে—ছেড়েদে!

যূ—তুমিই তো ব'ল্লে বাবা! আমি মনে ক'ল্লুম,—হিসেবের ঠ্যালায় যদি পালিয়ে যায়,—তাই হাত ধ'রে রেখেছি!

নি—দেখুন মশাই—ধরাধরি ক'রে কি রকম অপমান আমায় ক'ল্লে, আমি কিন্তু এখুনি কেঁদে ফেল্‌ব!

কুলী—দিলে বেটী সব হিসেব গুলিয়ে!

যূ—গুলোবে কেন? আমি ব'লে দিচ্ছি। টাকায় আনা সুদ হ'লে, পঞ্চাশ টাকায় হয় তিন টাকা দু আনা!

কুলী—এটা হ'ল মাসে! তাহ'লে বছরে হয় ছত্রিশ টাকা,—আর দু আনা ক'রে—বারো দুগুণে চব্বিশ আনা—দেড় টাকা,—এই হ'ল সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা! তা হ'লে দশ বছরে হয় দশটা সাঁইত্রিশ আর দশটা আধুলি! দশটা—দশটাতে হয়—

(নিরঞ্জন ও লতিকার পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া পরস্পরের হস্তচুম্বন)

যু—দশটাতে দুজনের হয়—কুড়ীটা!

কুলী—নাঃ—এ বেটাবেটীরা পেছনে দাঁড়িয়ে সব হিসেব মাটি ক'রে দিলে! দাঁড়া—দাঁড়া বেটী—সাম্‌নে দাঁড়া, পেছন দিয়ে হাতি চালাচ্ছ! বটে? কি হ'চ্ছিল কি? হ্যাঁরে ব্যাটা বদ্‌মায়েস্! আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে কি ক'চ্ছিলি!

নি—আজ্ঞে—সুদের হিসেব!

কুলী—হিসেব ক'চ্ছিলে ব্যাটা বদ্‌মায়েস? আমি কিছু দেখিনি বটে? জানিস্ ব্যাটা—জানিস্ বেটী! আমার পেছনে চারটে চোক্!

নি—তা দে'খছি শেঠী মশাই—সে আমি অনেক দিন দে'খছি!

যু—তুমি দেখ্‌লে কি ক'রে? সেতো বাবার জামাঢাকা আছে! তুমি তো ভারি চোর!

কুলী—শোন্—শোন্! তা হ'লে সুদে আসলে মোট আমার নোটোর কাছ থেকে দশ বছরে পাওনা হয়—চারশো টাকা,—আর সুদের সুদ কিছু ধ'রে দিতে হবে।

নি—সেও কতটা শুনি!

যু—বেশী নয়—হাজার খানেক টাকা মোট ধ'রে দিলেই খালাস্!

কুলী—না—না—তা নয়! এই মোট পাঁচশো টাকা দিলেই নোটো বেটাকে আমি বিদায় ক'রে দোবো।

যূ—আর দুবেলা কড়ায়ের ডাল—তেঁতুল—ডেঙ্গো ডাঁটার চচ্চড়ী দিয়ে যে এতগুলু ভাত খেয়েছে,—তার জন্যে কিছু ধ'রে নিলে না ?

কুলী—তা থাক্—তা থাক্—তেম্‌নি কাজটা কর্ম্মটাও তো ক'রেছে! হ্যাঁ—হ্যাঁ—মেয়ে আমার ভারি হিসেবী—ভারি হিসেবী।

নি—তা—কারবারটা এখন মেয়েকে দিয়েই চালান না!

কুলী—চালাব—চালাব—ঐ মেয়েকে দিয়েই চালাব! তা হ'লে টাকাটা কি এখনি দেবে ?

নি—পঞ্চাশ টাকা—সুদে আসলে পাঁচশো টাকা! উঃ—এত অল্প লাভে আপনার কারবার চ'ল্‌বে কি ক'রে ?

কুলী—এইতেই শালার লোকেরা আমাকে গাল দেয়! আমার মতন ভদ্র মহাজন আর কটা আছে দেখাও দিকি! তা হ'লে কি হবে ? টাকাটা এখনি দেবে ?

নি—দোবো বইকি! আমি আপনাকে জেনেশুনেই—আপনার হিসেবের বহর বুঝেই টাকাকড়ী নিয়ে এসেছি! তা হ'লে—ওকে খোলোসা দিন,—একটা "ছাড়পত্র" লিখে দিতে হবে!

কুলী—তা দোবো বইকি! ওরে—নোটো—নোটো—ওরে অ নোটো! শালা ঘুমোচ্ছে! নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে! আচ্ছা—আমি "ছাড়পত্র" লিখে আন্‌ছি—দাঁড়াও—পালিও না! যূথিকা! আয় আমার সঙ্গে—

যূ—আমি ওকে আগ্‌লে থাকি বাবা! এখুনি যদি পাঁচশো টাকা নিয়ে ও স'রে পড়ে ? ও টাকাটা এখন তো তোমার!

কুলী—ঠিক—ঠিক—মোদ্দাৎ ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তাটী কইবিনি—বুঝ্‌লি ? এই—এইখেনে স'রে দাঁড়া! আর তুমি এগিয়ে আস্‌ছ যে ? তুমি দাঁড়াও ঐ—ঐখেনে—খবরদার! আমি আস্‌ছি—

[কুলীরকের প্রস্থান।

যূ—সত্যি—এতটাকা দিয়ে তুমি নোটুদাকে নিয়ে যাবে?

নি—নইলে ছাড়বে না যে!

(নটবরের প্রবেশ)

নট—তা ব'লে পাঁচশো টাকা দেবে? তুমি কি খেপেছ নাকি নেরঞ্জ দাদা?

নি—তাকি আজ বুঝলে নোটুদা? তুমি আর এতে কোন গোলমাল কোরোনা! তোমাকে না নিয়ে গেলে আমার অদৃষ্টে যুথিকালাভ নেই!

যূ—তা হ'লে আমার উপায়?

নি—আর দুটো দিন! তার পর একেবারে বিবাহমঞ্চে গিয়ে ঘরকন্নার ব্যবস্থা! পোরশু রাত্রে অনিলকুমারের বাড়ীতে তোমার বাবার নেমন্তন্ন, সেইদিন মহাসুযোগ।

যূ—নিশ্চয়? দেখো,—নইলে আমি বাঁচবোনা।

নট—আরে দিদি ভাবছিস্ কেন? তোকে ফেলে আমিই বা যাব কেন?

(কুলীরকের পুনঃ প্রবেশ)

কুলী—দাও—টাকা দাও, এই নাও "ছাড়পত্র"! তা হ'বেনা—আগে টাকা বা'র কর বাবা!

নি—এই নিন্ পাঁচশো টাকা।

কুলী—আঃ বাঁচলুম! দেখি—গুণে দেখি।

যূ—আমি গুণেছি—তিনবার গুণেছি। তোমাকে আর কষ্ট ক'র্ত্তে হবেনা।

কুলী—ঠিক্ গুণেছিস্ তো? দেখিস্,—কম হ'লে তোরই খোরাক বন্ধ হবে।

নট—তা হ'লে আমি খালাস্? শেঠী মশাই! আর তা হ'লে আমি তোমার চাকর নই?

কুলী—তোর মতন চাকর ভদ্রলোকে রাখে! বেটা খেয়ে খেয়ে আমার ভূষ্যিনাশ ক'রে দিয়েছ! যেখানে সেখানে পড়ে পড়ে ঘুম মেরেছ! মেয়েটাকে সব কুমতলব দিয়ে একেবারে কুড়ে—হতচ্ছাড়া ক'রে দিয়েছ! আগে—ঐ মেয়ে আমার কত খাটতো! বাসন মাজ্‌তো, রাঁধ্‌তো, বাজার পর্য্যন্ত ক'র্ত্ত!

নি—এঁ্যা—বলেন কি শেঠী মশাই? মেয়ে বাজার ক'র্ত্ত?

কুলী—ক'র্ব্বে না? অম্নি বসে বসে হাতী মেয়ে বাপের পয়সায় ভাত খাবে?

যু—তা ভাত্‌টা অপর জ্যায়গা থেকে খেয়ে আস্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দাওনা—

নট—তা—উনি যে রকম চামার—তা সচ্ছন্দে পারেন! উঃ—এমন বাপেরও এমন মেয়ে হয়!

কুলী—কি ব্যাটা—আমার বাড়ীতে বসে—এতকাল আমার ভাত মেরে আমায় গালাগাল?

নট—তোমার ভাত যা মেরেছি—সে কি ভাত? সে তো আমার জ্যান্ত বাবার পিণ্ডির ডেলা। লাল লাল মোটা মোটা চাল,—কয়েদী আসামীকেও খেতে দেয় না! বলি,—এত পুঁজি ক'চ্ছ কা'র জন্যে? দাওনা—মেয়েটাকে এই সোণার চাঁদ ছেলের হাতে দিয়ে—গোজন্ম থেকে উদ্ধার পাওনা!

কুলী—বেরো—বেরো—শিগ্‌গির ব'ল্‌ছি বেরো—নইলে চৌকীদার ডাক্‌বো? আরে মর্—মেয়েটা আবার ও ছোঁড়ার কাছে ঘেঁসে কি করে! হারামজাদী—আয় সরে আয়—সরে আয় ব'ল্‌ছি—

যু—যাও—যাও নিকালো—নিকালো—নইলে এখুনি চৌকীদার ডাক্‌বো—

(গীত)

কুলী— চৌকীদার—চৌকীদাব—চৌকীদার!
এস ছুটে—লুটেপুটে হ'চ্ছে ডাকাত পগার পাব।
যুথি—(বাবা) ঠিক বলেছ- ঐ ছোঁড়াটাই ডাকাতেব সর্‌দাব!
(আমায়)দাওনা ছেড়ে—তেড়ে গিয়ে (ওকে) করিগে গ্রেপ্তার!
নট—বাপবেটীতে গলাবাজী কচ্ছ যে দেদার?
(তুমি) নাও টেনে ঐ মেযেটাকে
(আমার) ভাব ঐ ধাড়ীটার॥
কুলী— ওরে কোথায় গেলি চৌকীদার!
(আমার) টাকা মেযে দুইই নিয়ে,—
(বুঝি) দেখিয়ে দিলে অন্ধকার॥
যুথি-(বাবা) মেযে ছাড়ো—টাকাই নাড়ো,
টাকা গেলে মেলা ভার!
নট ও নীর } তোমার টাকাও যাবে—মেয়েও যাবে—
দেখবে ব্যাপার মজাদার!
কুলী—ওরে—এলিনি রে চৌকীদার? [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতিভার অন্তঃপুর।

প্রতিভা ও নীরজার প্রবেশ।

নীর—এ প্রেমিকপ্রবর হবু নাগরটী কে ?

প্রতি—তোকে সেই বলেছিলুম, নাম বসন্তকুমার—সপ্তগ্রামের প্রশান্ত সওদাগরের ছেলে! কেন? তুইতো চিনিস্!

নীর—আমি চিনিও না—মিছরিও না! তোমার কাছে নাম শুনেছিলুম মাত্র! আর ভাবে বুঝেছিলুম যে, যদি কখনো ঐ পাষাণ প্রাণ কেউ গলাতে পারে, তবে এক তিনিই পারবেন!

প্রতি—তুই যেমন পাগল! এ প্রাণ গলানো বড় শক্ত কথা! আর প্রাণ গলালেই বা কি হবে? ঠিক সিন্ধুক বেছে না খুল্‌তে পার্‌লে তো কিছুই হবে না!

নীর—লোকটা প্রেমের খুব নমুনা দিচ্ছে বটে!

প্রতি—কি রকম ?

নীর—প্রেমিক না হ'লে এত খ'রচে হয়! প্রেমে প্রাণটাও যেমন উদার ক'র্ত্তে হয়, হাতটাও তেমনি দরাজ ক'র্ত্তে হয়! যে রকম আজ পাঁচ সাত দিন ধ'রে অজস্র টাকা খরচ ক'রে ভেট পাঠাচ্ছে, তা'তে লোকটা আসর মার্ত্তে জানে ব'লে বোধ হয়!

প্রতি—এ আসর মারা বড় শক্ত কথা! শুধু চেঁচিয়ে গলাবাজীই সার, কেউ পেলাও দেবে না—কেউ তারিপও ক'র্ব্বে না!

নীর—তা না করুক্, তবু সে আপনি গেয়ে আপনিই মোহিত! তা হ্যাঁ কুমারী! তাঁর সঙ্গে কি তোমার আলাপ পরিচয় আছে ?

প্রতি—সামান্য। তাঁর বাপের সঙ্গে বেড়াতে আসতেন,—দু-একদিন

থাক্‌তেন! তখন দুজনেই আমরা খুব ছেলেমানুষ, তা'তে আর বিশেষ আলাপ-পরিচয় কি হবে বল্‌?

নীর—বলি—"বৌ বৌ" খেলাটেলা হোতো কি!

প্রতি—দূর হ! কি ছাঁই পাঁশ বলিস্‌?

নীর—বলি ঠিক কথা! প্রেমের বীজ বপন হয় বৌ-বৌ খেলা থেকেই! ছেলেবেলা থেকে বৌ-বৌ খেলে প্রেমের মহলা না দিলে,—বড় হ'লে প্রেমের আসরে প্রেমিক সেজে নাব্‌বে কি ক'রে? পাঁচ ছ বছরের পুঁট্‌কে মেয়েটি খেলার ঘরে বরকে সাজিয়ে, তার সাম্‌নে সাত হাত ঘোমটা টেনে খুর খুর ক'রে ঘুরে বেড়াবে! বরের কাণের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কথা কইবে! বরকে বসিয়ে ইঁট-পাট্‌কেলের পোলাও কালিয়া খাওয়াবে,—কাঠের ছেলে বরের কোলে দেবে,—বরের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া ক'র্ব্বে! এই সব ক'রেকর্ম্মে, বড় হ'য়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে একেবারে দুমাসের ভেতর শ্বাশুড়ী ননদ জা'র হাত থেকে গিন্নীপণা কেড়ে নিয়ে তবে তো গ্যাঁট্‌ হ'য়ে ব'স্‌তে পার্ব্বে! নইলে,—যে মেয়ে ছেলেবেলায় "বৌ—বৌ" না খেলে,—শ্বশুরবাড়ী ঘর ক'র্ত্তে গিয়ে সে বিস্তর কেলেঙ্কারী ক'রে ফে'লে!

প্রতি—কেলেঙ্কারী কিসের?

নীর—কেলেঙ্কারী,—প্রথম এই ঘোম্‌টা নিয়ে! এই পোড়া ঘোম্‌টা দেওয়ার অভ্যেস্‌ যদি খেলা ঘর থেকে না থাকে,—তাহ'লে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শুক্‌নো মাটীতে "ধড়াধ্বড়" আছাড়! শুধু কি তাই? প্রথম প্রথম ঘোম্‌টা দিয়ে যেন প্রাণটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে থাকে! তা'র ওপোর অভ্যেস্‌ নেই ব'লে—হয়তো শ্বশুর ভাসুরের সাম্‌নেই অন্যমনস্কে ঘোম্‌টা খুলে--হা—হা ক'রে হেসেই ফেল্লে! তার

ওপোর—ঐ ফুসুর ফুসুর কথা-বার্ত্তা গুলুও যদি মহলা দেওয়া না থাকে, তা'হলে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে এমন গলাবাজী সুরু ক'রে দেয় যে, পাড়াপ্রতিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় রজকমশাইরা দড়ী নিয়ে ছুটে আসে!

প্রতি—তুই তা' হলে ছেলেবেলায় বৌ—বৌ খেলিছিস্ নাকি?

নীর—কত!

(আহ্লাদের প্রবেশ)

আ—এমন মেয়েমানুষ না হ'লে বিয়ে ক'রে সুখ দিদিমণি? একেবারে তুড়ুকসে ফুড়ুক্ ফাঁই!

প্রতি—কি রে আহ্লাদে?

নীর—কুমারি,—আমি চল্লুম! এ কি অন্যায় বল দিকি,—হট্ ব'ল্‌তে ও দিন রাত্তির অন্দরমহলে আসে কেন? এটা দেখ্‌তে শুন্‌তে ভারি খারাপ—

[নীরজার প্রস্থান।

প্রতি—ও নীরি— ও নীরি!

আ—ওঃ—যেন ওঁর বাবাকেলে পিসের বাড়ী! অন্দরমহলে আস্‌বোনা? কেন আস্‌বোনা? এ অন্দরমহল কি ওর? ওর অন্দরমহল হ'লে কি আমি যখন তখন ঢুকি?

প্রতি—তোরা দুজনেই সমান বাপু! তুই অন্দরমহলে এসেছিস্,—বেশ ক'রিছিস্;—অবিশ্যি তা'তে ওর আপত্তি করা অন্যায়! কিন্তু তা ব'লে মাঝখান থেকে—ওর কথায় কথা কইতে গেলি কেন? ঝগড়া করা কি তোর একটা রোগ রে আহ্লাদে?

আ—বাঃ—আমি ঝগড়া ক'ল্লুম বুঝি? আমি তো ভাল কথা ব'ল্লুম!

প্রতি—ভালমন্দ কোন কথা কইলে ও যখন রাগ ক'রে তখন তোর কথা না কইলেই হয়! আচ্ছা—আমাকে ব'ল্‌তে পারিস্—কেন তুই ওর সঙ্গে এমন ধারা ক'রিস্?

আ—ব'ল্‌ব?

প্রতি—হ্যাঁ—বল্‌না!

আ—তবে শুন্‌বে?

প্রতি—শুন্‌ব ব'লেই তো জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি!

আ—তবে বলেই ফেলি! তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্‌ফাঁই—যা হবার তা হ'যে যাক্—কি বল দিদিমণি? ঢাক্ ঢাক্ গুড়্‌গুড়্ ক'রে ক'রে পেট্‌টাও আমার ক্রমে ঢাক্ হ'য়ে গেল! তবে তোমাকেই ব'লি! হাজার হোক্—তুমি আমার মার পেটের বোন তো বটে,—কি বল?

প্রতি—কেন বাজে ব'ক্‌ছিস্! কি ব্যাপার—বল্‌না!

আ—ব'ল্‌ব বইকি দিদি—তোমাকে না ব'ল্‌লে আমি বাঁচ্‌বো কি ক'রে? মনে ক'রেছিলুম—চেপে চুপে রেখে—লুকিয়ে লুকিয়ে তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক ফাঁই—আপ্‌নিই ক'রে ফেল্‌ব! এখন দেখ্‌ছি—সব "উলটা বুঝ্‌লি বাম" হ'য়ে গেল! কাজেই তোমাকে বল্‌তে হ'ল; তুমি এর যা হোক একটা উপায় কর!

প্রতি—আমি চল্‌লুম দাদা,—আমার অনেক কাজ আছে!

আ—যেও না দিদিমণি—একটা যাহোক্ সলা-গলা দিয়ে আমায় ঠাণ্ডা ক'রে যাও! নইলে—এইখেনে তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে গোহত্যা হ'য়ে যাব!

প্রতি—ভূমিকা তো আড়াই ঘণ্টা ধ'রে ক'ল্লি! আসল কথাটা কি ব'ল্‌বি—না—কেবল বাজে কথা ক'য়ে সময় কাটাবি?

আ—দিদিমণি—(ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া ক্রন্দন)

প্রতি—আরে মর্—কেঁদে ফেল্‌লি যে? কি হ'য়েছে কি?

আ—(কাঁদিতে কাঁদিতে) এই—আমি—কি আর ব'ল্‌ব—দিদি-মণি – উঃ—কি সর্ব্বনাশ যে আমার হ'য়েছে দিদি,—তা আর—তুমি গুরুজন—তোমায় কি ব'ল্‌ব!

প্রতি—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে? সেকিরে? বলিস্ কি?

আ—(কাঁদিতে কাঁদিতে) আর কি ব'ল্‌ব? কি কুক্ষণেই যে ওকে দেখেছিলুম! হা ভগবান্!

প্রতি—ওঃ—তাই বল্! তা আমি অনেক দিন থেকে বুঝেছি!

আ—(স্বাভাবিক স্বরে) বুঝেছ তো—বুঝেছ তো? কি বুঝেছ দিদিমণি? কি বুঝেছ?

প্রতি—বুঝ্‌ব আর কি—আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু! তুই ওকে ভালবেসে ফেলেছিস্!

আ—ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর! প্রাণ একেবারে এই জিবের ডগায় এসেছে! একটা যদি জোরে হেঁচে ফেলি, অম্‌নি প্রাণটা তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক ফাঁই হ'য়ে এখুনি বেরিয়ে যায়!

প্রতি—আচ্ছা আগেতো কখনো এমন ধারাটা তোর শুনিনি! কবে থেকে ম'জ্‌লি বল্ দিকি?

আ—যবে থেকে ছুড়ীটা আমাকে—"দূর্ ছাই" ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'রেছে, ঠিক তবে থেকে! মাইরি বল্‌ছি দিদিমণি,—এক এক সময় নিজের ওপোর এমন রাগ হয় যে, একখানা আঁস্‌বটী নিয়ে নিজের গলায় একেবারে তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক ফাঁই ক'রে বসিয়ে দিই!

প্রতি—আশ্চর্য্য বটে! ও তোকে মোটেই দেখ্‌তে পারে না—তোর

দিকে ফিরেও চায় না,—আর তুই ওকে প্রাণটা ষোলো আনা দিয়ে ব'সে রইলি ? এখন উপায় ?

আ—উপায় তুমি! হয়—ওর সঙ্গে কোন গতিকে তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই ক'রে দাও,—নয় এইখেনে আমি চিৎপটাং হ'য়ে শুচ্ছি, তুমি ওকে বল,—ও এসে আমার গলায় পা দুটো চাপিয়ে দিক্, আমি তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই হ'য়ে,—দাঁত ছরকুটে ভবলীলা সাঙ্গ করি!

প্রতি—তা আমি কি ক'র্ব্ব ভাই ? আমি তো জোর ক'রে ওকে ব'ল্‌তে পারি না যে, তুই ওকে বে কর্!

আ—তা বে' না করে—না ক'র্ব্বে! আমায় একটু ভালবাসুক্!

প্রতি—শোন্ আহ্লাদে—ওসব ছেলেবুদ্ধি ক'রিস্‌নি! প্রেম ভালবাসা মনের মিল,—এ সমস্ত জোরজবরাবতিতে হয়না! আমি ইচ্ছে ক'ল্লে—তোর সঙ্গে জোর ক'রে ওর বিয়ে দিতে পারি; কিন্তু তা আমি প্রাণ থাক্‌তে ক'র্ব্বনা! কারণ, এ মিলনে—তুইও সুখী হবিনি—ওতো হবেই না!

আ—অতঃপর!

প্রতি—অতঃপর আর কি ? ওর ভালবাসা পেতে চেষ্টা কর্! নিতান্ত যদি না ভালবাসে—তা হ'লে ওকে ভুলে যাবার চেষ্টা কর্! এই আমি ন্যায্য কথা ব'লে চল্লুম! তোর কথা নিয়ে ওর সঙ্গে আমার অনেক তর্ক হ'য়ে গেছে! আমাকে ভাই আর কোন কথা বলিস্‌নি! (প্রতিভার প্রস্থান)

আ—(হতাশ ভাবে ভূমে উপবেশন করিয়া) আর কি ? ব্যস্—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক ফাঁই! সব আশাভরসা মাটী! (উঠিয়া) এঁ্যা—ভালবাস্‌বে না ? আমা হেন লোকটাকে—এক বেটী বাঁদির বাঁদি—

তস্য বাঁদি—তস্য বাঁদি ভালবাস্‌বে না? কেন? চেহারাখানা কি মন্দ? কোন খান্‌টা মন্দ? আর যদিও কোথাও খুঁৎ থাকে,—তা—ও বেটীই বা কোন্ এমন রতিবিলেস—রসমঞ্জরী? আচ্ছা—আচ্ছা, সব হাস্‌ছ—ঠাট্টা ক'চ্ছ? ঐ নীরি বেটিকে আমার পায়ে পায়ে লাট্টু ঘোরাব—তবে আমার নাম আহ্লাদে—পেহ্লাদে! ওঃ—ছুঁড়ীর দল একেবারে তাল ঠুকে—তেড়ে টিট্‌কিরি ম'র্ত্তে আস্‌ছে! পালাব নাকি?

(নীরজা ও সহচরীগণের প্রবেশ)

গীত।

যা ভাব্‌ছ তা হ'চ্ছে না
হ'চ্ছেনা—হ'চ্ছেনা।
তুমি, যতই মারো চোরা বাণ—তাতে তো কেউ
ম'চ্ছেনা—ম'চ্ছেনা—ম'চ্ছেনা॥
তুমি যেম্‌নি বুনো ওল্—(এসব) তেম্‌নি তেঁতুল বাগা,
(তেমন) কুট্‌কুটোলে—নাল কাটালেই—
ঘুচ্‌বে সকল দাগা;
(তুমি) ফাঁদ পেতে—চাঁদ ধ'র্বে গোপাল,
এ আব্‌দার চ'ল্‌ছেনা—চ'ল্‌ছেনা—চ'ল্‌ছেনা॥
(যতই) বাক্যি ঝাড়ো—হাত-পা নাড়ো—
তা'তে ভবী ভুল্‌ছেনা—ভুল্‌ছেনা—ভুল্‌ছেনা॥

(যতক্ষণ গান হইতেছিল—ততক্ষণ আহ্লাদে একপাশে নীরব—নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! গান শুনিয়া অধোমুখে একদিকে প্রস্থান —অন্যদিকে সহচরীগণের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সপ্তগ্রাম—রাজপথ।

(নটবরের প্রবেশ)

নট—(দন্ত বাহির করিয়া খানিকক্ষণ নীরব হাস্যের পর) খালি খালি হাসি পাচ্ছে! মহা মুস্কিল হ'য়ে প'ড়েছে! পাঁচটা ভদ্র-লোকের সাম্‌নে ব'সে আছি,—কোন কথা নেই, বার্ত্তা নেই,—যেই মনে পড়লো—কুলীরক শেঠীর কাছে আর আমার এক পয়সাও দেনা নেই, এখন আমি খোলোসা,—অম্‌নি আনন্দে পেট্‌টা গুলিয়ে উঠ্‌লো,—প্রাণটার ভেতর একটা চু-কপাটী খেলে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে অম্নি দাঁত ছ'রকুটে ফ্যাক্‌ ফ্যাক্‌ ফ্যাক্‌ ক'রে কি হাসির ধুম প'ড়ে গেল! নিজে অপ্রস্তুত—ভদ্রলোক গুলো সব অবাক্‌—কেউ কেউ ভয়ে স'রে পড়বার উয্যুগ! একলা বেড়াচ্ছি—আবার সেই হাসি। ভাত খেতে বসেছি—দুটী গরাস্‌ মুখে তুল্‌তে না তুল্‌তে—সেদিন এমন হাসি এল,—আরে বাপ্‌রে—বিষম খেয়ে—হেঁচে—কেশে—দম্‌ বন্ধ হ'য়ে মারা যাবার যোগাড়! ঘড়া ঘড়া মাথায় জল ঢেলে তবে নিস্তার! শেষ কি হেসেই একদিন মরে যাব? তা যাই যাব। এখন এর ওপোর—আর একটা বিষম ভয় আছে,—যেদিন নেরঞ্জন দাদার আর যুথিকা দিদির বাড়ী থেকে মহাপ্রস্থান হবে! সে দিন যে কি রকম হাস্‌বো—তার একটু নমুনা এই এখন থেকেই আপনা আপনিই পাওয়া যাচ্ছে!

(রকমারি বিকট হাস্য)

(পোঁটলা হস্তে নটবরের বৃদ্ধ পিতার প্রবেশ)

ন-পি—হ্যাঁ বাপু—ব'ল্‌তে পার—এখানে কুলীরক শেঠীর বাড়ী কোথায়!

নট—(স্বগত) এই সেরেছে রে! এতকাল পরে বৃদ্ধ বাবা মশাই একেবারে হাজির হ'য়েছে!

ন-পি—হ্যাঁ বাপু—বল্‌তে পার—এখানে কুলীরক শেঠীর বাড়ী কোন্ দিকে?

নট—(গম্ভীর ভাবে) বরাবর ডানহাতি রাস্তা ধ'রে চলে যান,—তারপর ফের বাঁহাতি ফির্‌বেন,—তারপর আর কোন হাতিই যেতে হবেনা, চখের সাম্‌নে একেবারে শেঠীদের বাড়ী!

ন—পি—ওরে বাবা—বুড়ো মানুষ—অত পথ খুঁজে যেতে পার্ব্ব না! হ্যাঁ বাপু! ব'ল্‌তে পার—নোটো বোলে একটা চ্যাংড়া তার কাছে কাজ করে কিনা!

নট—কে? নটবর বাবুসাহেবের কথা ব'ল্‌ছেন? (স্বঃ) ইস্—বাবা হ'য়ে ছেলেকে এত অখাতির? নোটো? আবার তার ওপোর চ্যাংড়া? উঃ—অসহ্য—অসহ্য! (প্রঃ) আপনি কি নটবর বাবু মশাইয়ের কথা জিগ্যেস্ ক'চ্ছেন?

ন—পি—ওরে—না-রে বাবা—সে বাবুও নয়, মশায়ও নয়! তার বাবা গরীব, তার ঠাকুদ্দা গরীব,—বেচারা দুঃখী বেণের ছেলে! তা'কে বাবু মশায় ব'লে গাল দাও কেন বাবা? আহা! বড় গরীবের ছেলে সে!

নট—তা বাবা গরীব আছেন, আজন্ম গরীবই থাকুন! ছেলে বাবুমশাই হ'তে দোষ কি! আজকালের বাজারে গরীবগুর্‌বোর ছেলেরাই তো বাবুমশাই হ'য়ে থাকে!

ন—পি—তা বাপু—হ্যাঁ-হ্যাঁ—তা বাপু—নোটো বুঝি তোমার বন্ধু? তাই তা'কে এতটা খাতির কচ্ছ। আচ্ছা—তা না হয় তা'কে বাবু মশায় নোটোই ব'লব। তা বাবা—নোটো বাবুমশায় এখন কোথায় আছে জান?

নট—নটবর বাবু? আহা—সে আর কি ব'লব! গেল সনে ছাতু সংক্রান্তির দিন বেচারি বাল্‌সা হ'যে মারা গেছে!

ন—পি—অ্যাঁ—বল কি? নোটো—আমার বাপ নোটো—মারা গেছে? ও-হো-হো-আমি যে কাঁদ্‌তে পারব্‌না! আহা! নোটো আমার—সে যে আমার অন্ধের নড়ী!

নট—(স্বঃ) এ্যাঁ—নড়ী কি? বাবার আমি নড়ী? তা'র মা'নে, ঠ্যাঙ্গা- লাঠী-নাদ্‌না? পরকে ঝাড়বার? এ্যাঁ—একি রকম কথা? না—না—বোধ হয়, বাবার আমি ঠেক্‌নো দেবার খোঁটা! উঃ বুড়ো কেঁদে একেবারে ভাসিয়ে দিচ্ছে দেখ্‌ছি! হুঁ-হুঁ-বাবা—আমি ম'লে তা'হ'লে বাবা খুব কাঁদ্‌বে—তা'হ'লে নটবর বাবুজীর কাঁদবার লোক আছে! একটু কাঁদুক্—নাঃ—আর নয়! (প্রঃ) বলি-হ্যাঁ-বাবা! আমায় চিন্‌তে পাল্লেনা?

ন—পি—তোমায় কি ক'রে চিন্‌ব বাপু? তুমি যখন ব'ল্‌ছ যে, নোটো আমার মরেছে, তখন তোমায় না চেনাই ভাল!

নট—আরে বাবা—ভাল ক'রে চেয়েই দেখনা! একটু নজর কর দিকি, এখুনি ফড়াং করে চিনে ফেল্‌বে এখন!

ন—পি—আর বাবা—ভগবান চেন্‌বার কি আর যো রেখেছেন? চক্ষু দুটোতে আর কি কিছু আছে? একেবারে ধানকাণা! ষেটের-কোলে বিরেনব্বই বছরে পা দিয়ে অবধি—মানুষ ভাল ক'রে আর চিন্‌তে পারি না!

নট—বাবা—অনেক কষ্ট দিয়েছি, মাপ কর। আমিই তোমার সেই নোটোই বল—আর নটবর বাবু মশাই বল! দাও—মাথায় পা দুটো চাপিয়ে দাও! (পদতলে উপবেশন)

ন—পি—বাপু! কেন বুড়োমানুষের সঙ্গে রঙ্গ কর? তুমি কি আমার ছেলে হ'তে পার?

নট—হতে পারি কি—হয়েছি! পারাপারি কি ছেলের হাত? এখন চট্ করে একটা আশীর্ব্বাদ করে ফেল,—বিশবছর বাপ বেটায় দেখা সাক্ষাৎ নেই—

ন—পি—না বাপু—তুমি আমার ছেলে নও!

নট—কি বিপদ! তুমি কি অন্যায় কথা ব'লূছ বাবা? আমি কি এমনি বেকুব যে, যা'কে তা'কে রাস্তায় ধ'রে বাবা ব'লে ফেলূব? আমি কি পুষিপুত্তুর? তোমারতো সম্বলের মধ্যে সেই খোড়ো মেটে আট্চালা—পচাপানাভরা ডোবা—আর কাটা দুই কলার বাগান! তোমাকে কি লোভে রাস্তায় পাক্ড়ে বাবা ব'লে সোহাগ ক'র্ব্ব? আজকালের যে বাজার প'ড়েছে—সত্যিকার বাবা যদি গরীব হয়, তবে বুদ্ধিমান ছেলে সহজে বাবা ব'লে মানতে চায়না! আর বোনাই-বাবুর যদি দুলাখ্ দশলাখ থাকে—শালাসম্বন্ধি গিয়ে তা'কে বাবা বলে জেঁকে বসে!

ন—পি—তাহলে তুমি সত্যিই আমার নোটো? কই—দেখি—(অঙ্গস্পর্শ করিয়া) হ্যাঁরে নোটো! (গুম্ফ ধরিয়া) তোর পেছন দিকে এতটা চুল কেন? সাতগাঁয়ে এসে কি তোর ল্যাজ্ বেরুলো?

নট—উঃ—উঃ—এটা কি আমার পেছন? আমার যে মুখ? তুমি যে আমার গোঁপ্ ধরে টান্‌ছ—উঃ—উঃ—

ন—পি—এটা তোর মুখ—বটে? তোর এত গোঁপ বেরিয়েছে? তা

বাবা নোটো—তুইতো তেমন বড় হ'স্‌নি—তোর এত গোঁপ বেরুলো কি করে? বয়েসও কি তোর বড্ড বেশী বেড়ে গেছে?

নট—বয়েস বেশী বাড়তে পায়নি। মাঝে বড্ড দুঃসময় পড়ে গেল; তোমার বৌমাটী মারা গেলেন—ব্যবসায় লোকসান হ'ল;—শেঠীর কাছে চাকুরী ক'র্ত্তে হ'ল! সেই ১৫।১৬ বছর—বয়সও বাড়লো-না—আমিও বাড়লুম না!

ন—পি—হ্যাঁরে—তোর ছেনাটা কোথায়?

নট—ছেনা? আমার ছেনা? আমি কি "ঘেউ ঘেউ" করি নাকি? কি ব'ল্‌ছ বাবা?

ন—পি—আরে—তোর একটা ছেনা হয়নি?

নট—কেন? আমি কি ডিম পেড়েছিলুম নাকি?

ন—পি—না—না—তোর বৌমা—তোর ইস্ত্রী—যাকে তোর সঙ্গে বে দিয়েছিলুম,—সে একটা ছেনা বিয়োয়নি?

নট—বাবা! ওসব বর্দ্ধমেনে ভাষা এ সাতগাঁয়ে চল্‌বে না! ছেনা কি? বল, ছেলে—ছেলে! হ্যাঁ,—একটা ছেলে আমার হ'য়েছিল বটে! তা—সে এখন বিশ্বমঞ্চে আছে!

ন—পি—তা'কে একবার দেখ্‌বনা? চ না—তোর মনিবের ঘরে নিয়ে চ না—তার জন্যে গুটীকতক রামভুগী কলা,—পাট্‌নেয়ে কাঁকুড়,—মাদ্রাজী মুলো,—সব এনেছি!

নট—বেশ সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম জিনিষই এনেছ বাবা! ওসব জিনিষ কুলীরক শেঠীরই যোগ্য বটে! তা—হাল্‌ফিল আমি মনিব বদ্‌লে ফেলেছি! ঐ দেখ—আজকাল যে মনিবের আমি চাকুরি করি,—ঐ সদলবলে তা'রা আস্‌ছে! বাবা! একটু সভ্য ভব্য গব্য নব্য হ'য়ে কথা কোয়ো—একটু খাতির কোরো— [অন্তরালে উভয়ের প্রস্থান।

(অনিলকুমার, বসন্তকুমার ও নিরঞ্জনের প্রবেশ)

অনিল—অনর্থক তুমি এতটা দেরী ক'ল্লে বসন্ত! তোমার এতদিনে ফিরে আসা উচিত!

বসন্ত—কি ক'রে যাই ভাই! যোগাড়যন্ত্র ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে সময় কেটে গেল! তা'র ওপোর—তোমার ভাবনায় আমি ক্রমে অস্থির হ'য়ে পড়ছি—

অনিল—ভাবনা কিসের? তিনমাস পূর্ণ হ'তে এখনও ৫।৭ দিন দেরী! এরই মধ্যে সিংহলের জাহাজখানা নিশ্চয়ই এসে পড়বে!

বসন্ত - কিন্তু তুমি তখন বলেছিলে—একমাস দেড়মাসের মধ্যে আস্‌বে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় তিনমাস হোলো—কোনও জাহাজও তোমার ফিরলো না! শুধু তাই নয়,—একখানা জাহাজেরও তো কোন খবর পাওয়া যাচ্ছেনা! সত্য বল্‌ছি অনিল—আমি তোমার জন্যে বড়ই ভাবিত হ'য়েছি!

নির—বাজে ভেবে আর ক'চ্ছ কি বল! শুধু ভাব্‌লে যদি জাহাজ এসে পোড়তো,—তাহ'লে আমি খালি ভেবে ভেবেই বড়লোক হ'য়ে পোড়তুম! এখন আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই! জাহাজ আস্‌তে একটু দেরী হ'চ্ছে,—তা'র কারণ,—অনেক মালপত্তর আমদানী ক'রে আস্‌ছে! একটু ধীরেসুস্থে আস্‌বে না?

অনিল—আমার জাহাজ ঐ রকম হয়ে থাকে! ঠিক যেদিন আস্‌বার কথা—সেদিন না এসে—পনেরো দিন পরে বন্দরে এসে হাজির হবেই! এ আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি! বড় জোর কাল কিম্বা পোরশু—একখানা না একখানা এসে পোড়বেই! দু চার জনের জাহাজ এসেছে,—তাদের মুখে তো খবর শুন্‌ছি?

বসন্ত—তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্‌! নিরঞ্জন বরং যুথিকাকে নিয়ে বিষমকে যাক্‌—আমি আরও ১০।১৫ দিন দেখে তবে যাব!

নির—বেশ বলেছ! বর নিয়ে না গেলে বরযাত্র কি কখনো খাতির পায়? তুমি যদি না যাও—তাহলে আমি বিল্বমঞ্চে কি সূত্রে যাব?

অনিল—না—না—বসন্ত! ছেলেমানুষি কোরোনা! অনেক দিন ধ'রে তাদের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'চ্ছ! তা'রা কি মনে ক'চ্ছে বল দিকি? শুভস্য শীঘ্রং—

নির—শুধু তাই? ঝাঁ করে কোন্ ব্যাটা গিয়ে যদি স্ফূর্ত্তির খেলায় জিতে যায়,—তোমার এতটা আশাভরসা খরচপত্র সব মাটী! সেটা বুঝলে না?

বসন্ত—তাহ'লে তুমি যূথিকাকে নিয়ে আসূছ কখন?

নির—সে সব বন্দোবস্ত ঠিক আছে! কুলীরকের তো আজ রাত্রে অনিলকুমারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হ'য়েছে;—ব্যাটা যেমন আহারে ব'সূবে,—আমিও অম্নি যূথিকাকে নিয়ে বিহারে গমন ক'র্ব্ব!

অনিল—নিমন্ত্রণ তো ক'রেছ—কিন্তু সে আসূবে কি?

বসন্ত—আসূবে,—এখন আসূবে! টাকা পাবার সময় হ'য়ে এসেছে,—এখন সে তোমার কথায় ম'রবে! তাহ'লে এক কাজ কর,—তোমার সেই লোকটী—সেই যে—কি তার নাম—

নট—(সম্মুখে আসিয়া) আজ্ঞে—নটবর!

নির—আরে—নোটুদা! তুমি কোথা থেকে? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

নট—আজ্ঞে—বাবার কাছে!

নির—বাবা! কা'র বাবা?

নট—আজ্ঞে—আমারই বাবা! এই যে বাবা! আরে বাবা—এগিয়ে এসনা! এই আমার মনিব! যা শিখিয়ে দিলুম—ব'লুতে সুরু কর—

ন—পি—(ভুলে নটবরকে প্রণাম) আজ্ঞে—হুজুর—প্রভু—

নট—আরে কা'কে কি বলে দেখ—এ যে আমি! ঐ দিকে ফেরো! ঐ সওদাগর সাহেব—ঐ বড় সওদাগর সাহেব—ঐ আমার মনিব দাদা—

ন—পি—আজ্ঞে—আমি বর্দ্ধমেনে—গরীব—মুরুক্ষু—চাষা ভূষো লোক—

নট—ও কথা নয়—ও সব থাক্—! সওদাগর সাহেব! এই আমার বাবা—বর্দ্ধমান থেকে এখানে এসেছে—

ন—পি—কলা এনেছি—কাঁকুড় এনেছি—

নট—একটা চাকুরি বাকুরি যদি ক'রে দেন—

ন—পি—গিন্নী মারা গেছেন—শরীরে তেমন শক্তি নেই—

নট—আঃ—ওসব কথা নয়! তা—কাজ কর্ম্ম ক'র্ত্তে খুব পারে!

ন—পি—চোখে কিছু—

ন—পি—বাদ যায় না! অন্ধকারেও জ্বলে!

নির—নোটদা! বাপ ব্যাটায় যে আসর জমিয়ে ফেল্‌লে! এত সুপারিস্ ক'চ্ছ কেন! তোমার বাপ কি আমাদের পর? তুমি আমার কাছে র'য়েছ—

বসন্ত—তোমার বাপ আমার কাছে থাক্‌বেন! চাকরের মতন নয়, আমরা আপনার জাতভাইকে চাকর রাখিনা! আমার আত্মীয়ের মতন আমার সংসারে থাক্‌বেন!

নট—যাক্—বাপ বেটার দুজনেরই এক একটা হিল্লে হ'ল! এইবার নেরঞ্জ দাদার হিল্লেটা হ'লেই আমি একটু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই!

নির—ভাবছ কেন নোটদা! দুর্গা ব'লে আজই ঝুলে পোড়বো!

অনিল—তাহ'লে আর বিলম্ব ক'চ্ছ কেন? এক কাজ করা যাক্!

এই নটবরকে দিয়ে কুলীরক শেঠীকে ডাক্‌তে পাঠানো যাক্! সে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ চলে এলেই সেই তক্কে নিরঞ্জন যূথিকাকে নিয়ে একেবারে জাহাজে চ'ড়ে বিল্বমঞ্চে রওনা হবে!

নির—তাহ'লে নোট্‌দা—তুমি আমার সঙ্গে এস!

নট—আমি তো বেলা তিন্‌টে থেকে তৈরি হ'যে রয়েছি; এদিকে সন্ধ্যেও উৎরে গেল—একটু চট্‌ পট্‌ চল! তাহ'লে বাবা—তুমি সওদাগর সাহেবের বাড়ীতে যাও!

বসন্ত—নটবর! তোমার বাপও আমাদের সঙ্গে বিল্বমঞ্চে যাবেন! কি বল?

নট—ও বাবা এখন তো আমার একলার নয়,—ও বাবা ভাগ হ'যে গেছে! ও এখন আপনাদের সকলকারই বাবা—

ন—পি—এইবার কলা আর কাঁকুড় ভাগ করি—কি বলিস নোটে?

অনিল—চল—চল আর দেরী করেনা!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিল্বমঞ্চ—বৈঠকবাটীর প্রাঙ্গণ।

(ম্যানৃতা ও আহ্লাদের গম্ভীরভাবে প্রবেশ)

আ—বাবা মেনৃছু রে!

ম্যানৃতা—আরে যাও ওস্তাদ! তোমায় আর সোহাগ ক'র্ত্তে [illegible] এই রইল বাবা—তোমার বৈঠক বাড়ী,—এই রইল তোমার [illegible] গিরি! আজই দল ভেঙ্গে সব সট্‌কাচ্ছি—

আ—সট্‌কাতে চাস্‌ সট্‌কা—আমার আর কিছুতে সখ্‌ নেই রে বাবা! আমি এখন মলেই ভাল!

ম্যান্‌তা—সট্‌কাতে চাই কি সাধে? কোথায় আমাদের নিয়ে গান নাচ শেখাবে—আমোদপ্রমোদ ক'র্ব্বে,—তা নয়,—কেবল ফুক্‌ ফাক্‌ করে দিদ্দিমণির কাছে ছুটে যা'চ্ছ—

আহ্লা—আর যাবনি বাবা মেন্‌তু! এইবারে দেশ ছেড়েই যাব বাবা! আহা—আর তোদের সঙ্গে দেখা হবেনি বাবা। মেন্‌তু রে—

(চক্ষে হস্ত দিয়া রোদন)

ম্যান্‌তা—ইস্‌—তাইতো ওস্তাদ, তোমার যে দেখ্‌ছি ঘোর বিকার! তা ও রোগের তো ও ওষুধ নয় ওস্তাদ।

আ—কি রোগ বল্‌ দিকি মেন্‌তু! এ আমার কি রোগ হ'য়েছে ব'ল্‌তে পারিস্‌?

ম্যান্‌তা—ঘোড়ারোগ! তা কি আর বুঝ্‌তে পারিনি?

আ—বলিস্‌ কি রে?

ম্যান্‌তা—আর কি? পীরিতে প'ড়েছ!

আ—কা'র রে?

ম্যা—ঐ নীরি ছুঁড়ীটার!

আ—আরে দূর্‌! কি একটা বাজে অকথাই কইলি! ছ্যা—

ম্যা—বাজে অকথা? ইষ্টিগুরুর দিব্যি—ঠিক বল দিকি!

আ—আরে রাম—রাম—ঐ নীরি ছুঁড়ি—দাঁত বা'র করা—ঢ্যাঙ্গা রোগা—চোক দুটো ছোট ছোট—মুখ্‌খানা বিশ্রী—গালের দুপাশে ঝিঁকিমারা—দুনিয়ার অরুচি—

ম্যা—সেই জন্যেই তো পীরিতে পড়েছ ওস্তাদ! ও যদি মা ভগবতীর মতন দেখ্‌তে হ'ত, তা হ'লে কি আর তুমি পীরিতে প'ড়্‌তে?

তা হ'লে—চেহারা দেখে ভক্তিভাব আস্‌তো—আর সাষ্টাঙ্গে 'মা মা' ব'লে পেন্নাম ক'র্ত্তে !

আহ্লাদে—চেহারা ভাল নয় তো অম্নিই পীরিতে প'ড়ে গেলুম রে ব্যাটা ? আন্দাজে ফয়তা মাচ্ছিস্ ! ওস্তাদের ওপোর ওস্তাদি ?

ম্যান্—কেন ভাঁড়াচ্ছ ওস্তাদ ? আমি অনেকদিন থেকে তোমার ভাবগতিক দেখে আস্‌ছি ! নইলে, গুরুলোক তুমি—ফস্ ক'রে তোমাকে একটা ছোটকথা কই ?

আহ্লা—খবরদার ব্যাটা—পীরিত ছোটকথা ? একথা খবর্‌দার আর বলিস্‌নি !

ম্যান্—ছোটকথা নয় ওস্তাদ ? "পীরিত" কি ভদ্রলোকের কথা,—না ভদ্রলোকের কাজ ? ভালবাসা গেল, স্নেহ গেল, ভক্তি গেল, আদরযত্ন, আত্মদান, স্বার্থত্যাগ—সব চুলোয় গেল ;—এসব গিয়ে হ'ল কিনা,—পীরিত। কার ওপোর—না ? এক বেটী উঁচুকপালি চেরূণদাঁতি ! তার কি দেখে ? না—ভুটো ঢং ! আঃ তোমার পীরিতের মাথায় মারি পয়জার !

আহ্লা—হ্যাঁরে বাবা ম্যান্‌তা—তা হ'লে সত্যিই কি আমি ওর পীরিতে প'ড়েছি ? তোর এইটে দৃঢ় বিশ্বাস ?

ম্যান্—আলবৎ প'ড়েছ ! নইলে সে তোমায় দেখ্‌ছে আর বাঁ পায়ের এক এক কাঁৎকাতানি ঝাড়্‌ছে,—আর তুমি কেঁউ কেঁউ করে আবার ছুটে বৈঠকবাড়ীতে আসছ ? পীরিত ভাল কাজ ? ভদ্রলোকের কাজ ? তোর মেয়েমানুষের নিকুচি ক'রেছে !

আহ্লা—ওরে না-না, তুই ছেলেমানুষ, তুই বুঝিস্‌নে—ও ছুঁড়ীও আমাকে একটু ভালবাসে,—বুঝ্‌লি ?

ম্যান্—নগদে—বাঁয়ে শূন্য দিয়ে ! আচ্ছা ওস্তাদ ! এত গুণের গুণ-

নিধি তুমি,—একটা ছুঁড়ী দেখে বাবা বেগুণ হ'য়ে গেলে? বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার সব গেল কোথায়? পৃথিবীর সামান্য একটা নিয়ম জাননা,—যে, হীরেমুক্তোমাণিকও যদি হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, তার ওপোরও কোন টান থাকেনা! আর একটা পোড়া ঝামা যদি এক মুল্লুক থেকে আর এক মুল্লুকে গিয়ে খুঁজে আন্‌তে হয়, সেটাকে পাবার জন্যে লোকে আই-ঢাই করে!

আহ্লা—এটা যা বলেছিস্—মানি বটে! এ একটা কথার মতন কথা বটে।

ম্যান্—মেয়েমানুষটা যত তোমায় তাচ্ছিল্য ক'র্ব্বে, যত তোমার কাছে ও দুষ্প্রাপ্য হবে, তত ওর জন্যে তোমার বুক যায়—প্রাণ যায় হবে! আর তুমি যত ওর পেছনে হেঁই হেঁই ক'রে বেড়াবে,—ও ততই তোমাকে ইঁট পাট্‌কেল মনে ক'রে বাঁ পায়ের ঠোক্কোর মেরে মেরে বুক ফুলিয়ে বেড়াবে!

আহ্লা—ম্যান্‌তা! আর বলিস্‌নি বাবা, আর বলিস্‌নি! এখুনি লজ্জায় আমি গলায় বঁটী দিয়ে ফেল্‌ব! আর নয়,—আজ থেকে ওর আর মুখদর্শন কচ্ছি না,—আর মান খোয়াচ্ছিনা,—আজই শুধ্‌রে যাচ্ছি!

ম্যান্‌তা—তা যদি পার ওস্তাদ, তা'হলে আমি এমন চাল চাল্‌তে পারি,—দেখ্‌বে, ঐ ছুঁড়ী এসে তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে লট্‌পট্‌ ক'রে পায়রা লুট্‌বে!

আহ্লা—সে বড় শক্ত ঘানি! ও ভারি ঝান্‌্‌রে বাবা, বড় ঝানু!

ম্যান্‌তা—তুমি দিব্যি গাল দিকি যে তুমি ও বেটীর দিকে ফিরেও চাইবে না! আমি যা ব'ল্‌ব—ঠিক সেই রকমভাবে চাল চলন দেখাবে! তা হ'লে পনেরো দিনের ভেতর ওকে যদি তোমার দাসীর দাসী না ক'রে দিতে পারি, আমি বাপের ব্যাটাই নই!

আহ্লা—কি ক'র্ত্তে হবে বল্, আমি সবেতেই রাজি! ছুঁড়ী আমাকে ভারি দাগা দিয়েছে বাবা, ভারি দাগা দিয়েছে! কি করা যায় বল্ দিকি!

ম্যানৃতা—প্রথমে দিনকতক দিদিমণির বাড়ী যাওয়া ছাড় দিকি। তারপর যদিই সেখানে যেতে হয়, ও বেটী যেদিকে থাক্‌বে, সেদিকে ভুলেও চাবে না! ও সাম্‌নে যদি এসে পড়ে, চোক্ বুঁজে সেখান থেকে টেনে দৌড়!

আহ্লা—আর ও যদি ডাকে, কি কথা কয়?

ম্যানৃতা—পেছন ফিরে দৌড়! হাত ধ'রেও যদি টানে, এক ঝট্‌কা মেরে একেবারে এই বৈঠকবাড়ীতে! দিদিমণিও যদি ওর সম্বন্ধে কোন কথা কয়, তা হ'লেও তার কোনও উত্তর দেবে না! বাকিটা আমার হাত!

আহ্লা—বেড়ে বলেছিস্ বাবা, বেড়ে বলেছিস্. এ একটা ভারি মজা হবে কিন্তু! তোর মতলব শুনেই আমার প্রাণটা আহ্লাদে নেচে নেচে উঠ্‌ছে! আচ্ছা বাবা,—কদিন এরকম ভাবটা ক'র্ত্তে হবে?

ম্যানৃতা—যতদিন আমি বোল্‌বো—ঠিক তত দিন! আর যদি ছেলে-মানুষি কর, তা হ'লে ঐ ছুঁড়ীর লাথি খাওয়াই সার হ'বে! অধৈর্য্য হ'লে চল্‌বেনা বাবা—যে রোগের যে ওষুধ!

আহ্লা—তুড়ুকসে ফুড়ুক ফাঁই—তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক্ ফাঁই! কিছু ব'ল্‌তে হবে না বাবা! আজ থেকে দিদিমণির বাড়ী যাওয়া ইস্তফা!

ম্যানৃতা—তা হ'লে তো সব্‌সেই আচ্ছা হয়! যাক্,—ও কথা এখন ছেড়ে দাও! ছোঁড়াদের নিয়ে একটু ফূর্ত্তি কর! ঐ সব আস্‌ছে—

আহ্লাদে—আরে মর্—সব ছুঁড়ী সাজ্‌লে কোথা থেকে?

(গোপিনীবেশে বালকগণের প্রবেশ)

ম্যানৃতা—আরে বাহোবা--বেড়ে সেজেছিস্—বেড়ে সেজেছিস্! একখানা গান ধর্, গান ধর্,—ওস্তাদকে শুনিয়ে দে!

আহ্লাদে—আরে শোন্—শোন্! এত কাপড়চোপোড় পেলি কোথা রে বেন্দা! আরে শোন্ না রে মান্‌কে—আমার কাছে আয়না দেখি—সব সত্যি মেয়েমানুষ, না—সেজেছিস্!

সকলে—সরে যাও—সরে যাও কালাচাঁদ! আমরা সব অবলা সরলা গোপের বালা, আমাদের গায়ে হাত দিওনা!

ম্যানৃতা—হা—হা—হা—ভারি মজা—ভারি মজা! দেখ্‌ছ কি ওস্তাদ, তুড়ুক্‌সে ফুড়ক্ ফাঁই!

গীত।

বালকগণ।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পরপুরুষের পবন পরশে—
সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনক ধূমে।
কামসাগরে কামনা করহ
বেণী বদরিকাশ্রমে॥
সূরয উপরাগে সহস্র সুন্দরী—
ব্রাহ্মণে করহ সাথ।
তবু হয় নহে তোমার শকতি
রাই অঙ্গে দিতে হাত॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুলীরকের বাটীর সম্মুখ।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

(কুলীরকের প্রবেশ)

কুলী - ইঁটমারব শালীর বেটী শালীদের—ইঁট মেরে মাথা ভেঙ্গে দোবো! গান? আমার বাড়ীর সাম্‌নে—দিন নেই রাত নেই যখন তখন গান? শুধু গান—আবার সেই সঙ্গে নাচ? নাঃ! এ সাতগাঁ থেকে আমার বাস তুল্‌তে হ'ল! যেখানে এত নাচ গান হাসি তামাসা,—সে দেশে ভদ্রলোকে থাকে? ঐ সব শুনে আমার মেয়েটাও শিখেছে! গান? গান? কুলীরক শেঁঠীর কাণে গান—বাজের ডাকের চেয়েও কর্কশ—অসহ্য! আমায় বাপন্ত কর, ধ'রে দু'ঘা মারো—দু আনা সুদ কম দাও,—কিন্তু গানটী গেয়েছ কি তোমার মুণ্ডু পাত করিছি!

নেপথ্যে যুথিকার—

গীত।

পীরিতি নগরে—বসতি করিব,
পীরিতে বাঁধিব ঘর।
পীরিতি দেখিয়া—পড়শী করিব,
তা বিনু সকলি পর॥

কুলী—আবার গান! গান! কি সর্ব্বনাশ! গান—তার ওপোর পীরিত? কে গায়? কোথা থেকে আওয়াজ আস্‌ছে! আমার বাড়ী থেকে কি? (উচ্চৈঃস্বরে) যু—থি—কা!

নেপথ্যে নটবর—

গীত।

পীরিতি দ্বারের কবাট করিব,
পীরিতে বাঁধিব চাল।
পীরিতি আসকে, সদাই থাকিব,
পীরিতে গোঁয়াব কাল॥

কুলী—না।—না।—এতো যূথিকা নয়। কোন্ শালা রাস্তায় গাইছে। আমাকে শুনিয়ে গাইছে। (উচ্চৈঃস্বরে) কেটে ফেল্‌বো শালা—খুন ক'রে ফেল্‌বো। থান ইঁটে মাথা চুরমার ক'রে দোবো।

নেপথ্যে যূথিকার—

গীত।

পীরিতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পীরিতি শিথান মাথে।
পীরিতি বালিসে, আলিস ত্যজিব,
থাকিব পীরিতি সাথে॥

কুলী—নাঃ—এতো রাস্তায় নয়। এতো আমারই বাড়ীর ভেতর থেকে আওয়াজ আস্‌ছে। যূ-থি-কা। যূ—থি—কা।

নেপথ্যে নটবর—

গীত।

পীরিতি ধরসে, সিনান করিব,
পীরিতি অঞ্জন লব॥
পীরিতি ধরম, পীরিতি করম,
পীরিতে পরাণ দিব॥

কুলী—নাঃ—শালারা সত্যিই খেপালে! এ রাস্তা থেকেই আওয়াজ আস্‌ছে! নির্ঘাৎ রাস্তা থেকে! ইঁট ছুঁড়্‌তে হ'ল! দাঁড়া শালা—গান বা'র ক'চ্ছি!

(ইঁট্‌ ছুঁড়িতে আরম্ভ)

গান! শালা—গান গাও!

(নটবরের প্রবেশ ও ইঁট ছুঁড়িতে আরম্ভ)

কুলী—শালা—আড়াল থেকে গান? গাও—শালা—

নট—গাও—ভাল ক'রে গাও!

কুলী—কে রে?

নট—কেউ না! আপনি চালান! চালান!

কুলী—চালাব কি?

নট—ইঁট কুড়োচ্ছেন—কুড়োন না! আর বেশী ছেরোম হ'য়ে থাকে—আপনি বসুন—আমি বড় বড় পাথর ছুঁড়্‌ছি দেখুন!

কুলী—তুই কা'কে মার্চ্ছিস্‌?

নট—যাকে লাগে লাগুক্‌ না! আমার তো হাতের সুখ হ'বে!

কুলী—তুই গান গাইছিলি বুঝি?

নট—গান? আমি? গাইছিলুম? আপনার বাড়ীর সাম্‌নে? বাপ্‌! যাকে দেখলে, যার হাওয়া লাগ্‌লে, যার গন্ধ পেলে,—গান তো গান,—মা সরস্বতীর হাত পা গলা শুদ্ধু বন্ধ হ'য়ে যায়, তার কাছে গান? কি সর্ব্বনাশ!

কুলী—তবে তুই এখানে রাত্তির বেলায় কেন?

নট—আপনাকে ডাক্‌তে এইছি! সওদাগর সাহেব ব'সে রয়েছেন—খাবার দাবার তৈরি—আপনি চলুন—

কুলী—তুই কি অনিল সওদাগরের কাছে চাকরি ক'চ্ছিস নাকি ?

নট—গেরো—গেরো—গেরোর কথা আর বলেন কেন শেঠ্‌জী! এমন সোণার চাকৃরি,—আপনার চাকৃরি ছেড়ে—কোথায় ম'র্ত্তে গেলুম—

কুলী—হুঁ—হুঁ—বাবা,—এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছ তো? আমার মতন মনিব আর পাবে কোথায় ?

নট—সে আর ব'ল্‌তে? ব'সে ব'সে খেয়ে খেয়ে শুয়ে শুয়ে একেবারে বাতে ধরে গেল! তার ওপোর—মধুর সম্ভাষণ কুটুম্বিতের ডাক, "শালা—গুওটা" এসব আপনার মতন কা'রও কাছে শুন্‌তে পাওয়া যায় না! লাল বোক্‌ড়া চাল—আর তেঁতুলের টাক্‌না দিয়ে খোরা খোরা ভাতও ওড়াতে পাইনা!

কুলী- হুঁ—হুঁ—বাবা—খেতে দেয়না বুঝি! হুঁ—হুঁ—বাবা—কেমন মনিব বোঝো! আমার কাছে কি সুখে ছিলে, এইবার বুঝতে পাচ্ছতো ?

নট—হাড়ে হাড়ে শেঠজী, গাঁটে গাঁটে বুঝ্‌ছি! বাপ—অনাহারে মর্ব্বার যোগাড় এখন! সকালে না উঠ্‌তে উঠ্‌তে সের দুই ক্ষিরের লাড্ডু! দুপুর না হ'তে হ'তে পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন দিয়ে দাদ্‌খানি চালের ভাত, তার সঙ্গে গাওয়া ঘি আদ্‌পো,—দুসের বাঁটি দুধ মেরে—আধ সের ক্ষির—

কুলী—চুপ্‌ কর্‌ ব্যাটা, চুপ্‌ কর্‌ বল্‌ছি!

নট—আচ্ছা—চুপই কল্লুম! হায়-হায়! আমার এত দুঃখ কেউ শুন্‌লে না—গো! হায়—হায়! তা—চলুন শেঠজি, আপনাকে ডাক্‌তে এইছি চলুন—

কুলী—যাচ্ছি—চল্‌! (উচ্চৈঃস্বরে) খু—খি—কা।

নট—খু—খি—কা!

কুলী—তুই ডাক্‌ছিস যে ? আমার মেয়েকে তুই ডাক্‌লি যে ? কে তোকে ডাক্‌তে ব'ল্লে ?

নট—কেউ না ! আপনিই তো আমাকে ব'ল্‌তেন,—তো ব্যাটাকে না ব'ল্লে কি তুই কোন কাজ ক'র্ত্তে পারিস্ না ? আপনি না বল্‌তেই তাই কাজ জুড়ে দিইছি !

(যূথিকার প্রবেশ)

যূ—ডাক্‌ছ বাবা ?

কুলী—দেখ্ যূথিকা—আজ রাত্রে অনিল সওদাগরের বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ! এই আমার চাবি তোর কাছে রইল ! আমি যাব—আর চট্ ক'রে চ'লে আসব ! কি ক'র্ব্ব,—দায়ে পড়ে, যাচ্ছি ! অনেক গুলো টাকা দিইছি,—যতদিন না আদায় হয়, একটু আধ্‌টু যাতায়াত ক'র্ত্তে হবে ! নইলে,—সে রকম শত্রুর স্থলে কুলীরক শেঠী কখনো পদার্পণ করেনা ! মা—যূথিকা ! ততক্ষণ তুমি আমার বাড়ীটা একটু চৌকী দাও ! আমি যাব আর আস্‌বো !

নট—বেলম্ব বেশী হবে না ! দুচার ঘণ্টা নাচ, তামাসা, গান শুন্‌বেন,—খাবেন—দাবেন—গল্প ক'র্ব্বেন—

কুলী—নাচ—তামাসা—গান ? সেখানে এসব হ'চ্ছে নাকি ? তাই বটে—তাই বটে—ঐ তা'রই আওয়াজ আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আস্‌ছিল বটে ? যূথিকা—যূথিকা—বাড়ীর দরজা জান্‌লা—দেয়ালের ফাটা ফুটো বেশ ক'রে এঁটে সেঁটে বন্ধ ক'রে ঘরে বসে থাক্ ! খবরদার—খবরদার—গানবাজনার শব্দ যেন তোর কাণে না যায়—দেখিস্ ! ওরে নোটো,—তুই চল্—আমি যাচ্ছি ! যা তোর মনিবকে ব'লগে যা, আমি এখুনি যাচ্ছি !

নট—যে আজ্ঞে—(যূথিকার দিকে চাহিয়া)

এ ঘোর রজনী—মেঘের ছটা

কেমনে আইল বাটে।

আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে,

দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

সই—কি আর বলিব তোরে।

বহু পুণ্যফলে, সে হেন বঁধুয়া,

আসিয়া মিলিল ঘরে।

[নটবরের প্রস্থান।

কুলী—মর্ ব্যাটাচ্ছেলে কি সাপের মন্ত্র আওড়ে গেল—বল্ দিকি!

যুথি—ও একটা পাগল - ওর কথার কি মাথা মুণ্ডু আছে?

কুলী—চুলোয় যাক্ ব্যাটা! আমার এখান থেকে বিদেয় হ'য়েছে, ভালই হ'য়েছে! উঃ—কি ভাতটাই খেতো! দুবেলা যেন দুটী মৈনাক পর্ব্বত নিয়ে ব'স্তো! ব্যাটার একটু দয়ামায়া নেইতো! পরের ভাত ব'লে কি এত খেতে হয়!

যুথি – তা খিদে পেলে খাবে না বাবা?

কুলী—খিদে পেলেই কি খেতে হবে? আমি যদি খিদে পেলেই খেতুম, তা হ'লে কি আমার এই বিষয় সম্পত্তি এতদিন থাক্‌তো? তা নয়—তা নয়,—মানুষের দস্তুর—পরের খাবার দেখ্‌লেই খিদে বাড়ে! নিজের পয়সা হ'ত তা হ'লে দেখ্‌তুম, কেমন রাক্ষসের মত খিদে থাক্‌তো! যাক মরুক্‌গে, আমি চল্লুম! দেখিস্,—সিন্দুক খুলিস্‌নি যেন! আর ও হীরের আংটীটা আজ বা'র ক'রে প'র্‌লি,—ওটার দাম কত জানিস্? দশ হাজার টাকা! নবীন বেণের ছেলে আমায় পাঁচশো টাকায় বেচে গিছলো?

যূথি—ওঃ—পাঁ—চ—শো টাকা দিয়ে কিন্‌লে ? এত টাকা খরচ ক'ল্লে ?

কুলী—তোর জন্যেই ক'ল্লুম—কি ক'র্ব্ব বল্‌! দেখ্‌—ওটা শোবার সময় সিন্ধুকে রেখে তবে শুবি! আমি আস্‌ছি—এখুনি আস্‌ছি! তুই বাড়ীর ভেতর যা,—গিয়ে খিল দিয়ে ওপোরে যাবি—তবে আমি যাব!—যা—যা—যা—

যূথি—যাই বাবা,—কিছু ভেবো না, তোমার সবই ঠিক বজায় রাখব।

[যূথিকার প্রস্থান।

কুলী—চোর জোচ্চোর সহরের অলিতে গলিতে! ঐ ভয়েই তো বাড়ীতে ঝি চাকর রাখিনা! মেয়ে আমার খুব শক্ত আছে! বিয়ে দিচ্ছিনা বাবা—বিয়ে দিচ্ছি না! এক শালা পরের ছেলে এসে যে ফাঁকতালে আমার বুকের রক্ত শুষে খাবে, এ আমি সইতে পার্ব্বনা! যূ—থি—কা!

যূথি—(জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া) কি বাবা ?

কুলী—বেশ ক'রে চাদ্দিক হুড়্‌কো দিইছিস্‌ ?

যূথি—খুব কসে দিইছি! তুমি শুদ্ধু এসে ঢুক্‌তে পাবেনা!

কুলী—বেশ বেশ! আমার মেয়ে—শক্ত মেয়ে,—খুব হুঁসিয়ার মেয়ে! আমি তাহ'লে চল্লুম।

যূথি—এস বাবা এস! পেন্নাম! কিছু মনে কোরোনা, আর দেখ্‌তে পাবেনা!

কুলী—এঁ্যা—সে কিরে ?

যূথি—চাদ্দিক এঁটে সেঁটে বন্ধ ক'রেছি যে!

কুলী—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক ঠিক! আমি এখুনি আস্‌ছি! এখুনি আস্‌ছি।

[কুলীরকের প্রস্থান।

যূথি—যাই—এই বেলা উদ্‌যুগ করে নিই ?

(নিরঞ্জনের প্রবেশ)

নির—ব্যাটা গেছে! আঃ—গয়ার পাপ আর বিদেয় হয় না! ব্যাটা ফিরে না আসে! নাঃ—ঐ যে নোট্‌দার সঙ্গে জুটে মাথা নেড়ে নেড়ে চ'ল্ল!

(দ্বারে ঘা দেওন)

উপর হইতে পুরুষ বেশে যুথিকা—কে গা?

নির—বড় কেও কেটা নয়! অনেকক্ষণ মশার কামড় স'য়েছি, প্রেমের আঁচড় খেয়েছি! এইবার চট্ ক'রে চম্পট! জোড়ে জোড়ে! আর বিজোড় নয়! জাহাজ তৈরি!

যুথি—একেবারে ঘোড়ায় জিন্ পরিয়ে নাকি?

নির—চার পা তুলে দাঁড়িয়ে! এস এস—এখুনি এসে পড়বে! চট্ চলে এস!

যুথি—তা হ'লে যেতে পারি?

নির—এখনও সন্দেহ ক'চ্ছ নাকি! এস—এস—দোহাই তোমার—(যুথিকার প্রস্থান) কোন গতিকে জাহাজে চ'ড়্‌তে পাল্লে বুঝি! তারপর দেখা যাবে! নাঃ! এ বড্ড দেরি ক'চ্ছে—

(দ্বার খুলিয়া ছোট পেটিকা হস্তে যুথিকার প্রবেশ এবং নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া)

গীত।

মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়!
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি ছোড়বি মোর॥

গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ বাহির মুহি ময়ি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥

নির—একি? এসব কি!

যুথি—আমার বিয়ের যৌতুক! মার সম্পত্তি—মা দিয়েছিলেন! তোমার মনে নেই?

নির—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে! দাও—আমার হাতে দাও!

যুথি—নাও! তোমার জন্যে সব ছাড়্লুম! এখন তুমিই আমার ভরসা! দেখি—তোমার ধর্ম্মে কি আছে!

নির—যুথিকা! তোমার প্রাণে কি কষ্ট হ'চ্ছে?

যুথি—একটু হবেনা? যাই হোক, বাপ তো বটে! এত বড়টা ক'রেছেন—এতদিন লালনপালন ক'রেছেন, যেমনই আচরণ করুন—মেয়ে ব'লে স্বাভাবিক স্নেহভালবাসা—সেটাতো আছে! তাঁকে ছেড়ে যেতে,—এই জন্মভূমি—এই ভদ্রাসন ছেড়ে যেতে—এক ফোঁটা চোখের জল হাজার চাপ্তে চেষ্টা ক'ল্লেও বেরোবে বইকি!

নির—কিছু ভেবো না যুথিকা! তোমার বাপের সঙ্গে আবার তোমার দেখা হবে,—আবার তিনি মেয়ে ব'লে তোমাকে কোলে টেনে

নিয়ে আদর ক'র্ব্বেন! আমিতো লম্পট পরপুরুষ নই—আমি যে তোমার স্বামী—তুমি যে আমার ধর্ম্মপত্নী—যূথিকা! যূথিকা! তোমার প্রাণে কষ্ট হ'লে—আমার প্রাণ যে ফেটে যাবে যূথিকা!

যূথি—না—না—কিছু মনে কোরোনা! তোমার সঙ্গে আমি নরকেও যেতে পারি! তুমি যে আমার স্বামী, আমার ইহকাল পরকালের গতিমুক্তি—আমার ইষ্টদেব!

(নিরঞ্জন ও যূথিকার বাটীর সন্নিকটস্থ খালের ধারে গমন এবং একখানি ছোট নৌকাতে উপবেশন নৌকা বাহিয়া প্রস্থান)

কিছুক্ষণ পরে আলোক হস্তে কুলীরকের পুনঃপ্রবেশ; চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দুইবার "যূথিকা" "যূথিকা" বলিয়া চীৎকার, পরে উন্মত্তের ন্যায় বাটীতে প্রবেশ এবং দ্বিতল হইতে নদীর দিকে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ; পরে আবার নিম্নতলে আসিয়া হতাশ ভাবে ভূতলে উপবেশন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিল্বমঞ্চ—প্রতিভার দরবার-কক্ষ।

প্রতিভা ও নীরজা।

প্রতি—কি হ'বে সখি ?

নীর—হ'বে আর কি ! যা হবার—আজই একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ! মিছে দেরী করে কি হ'বে ! দুদিন ধরে তো খুব অতিথিসৎকার করা গেল ; এইবার এসে সিন্ধুক বেছে খুলুন !

প্রতি—যদি ঠিক খুল্‌তে না পারেন !

নীর—তা হ'লে বসন্তের অবসান হ'য়ে আবার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পালা প'ড়্‌বে ! আবার ঘাম্‌তে হবে—ঠাণ্ডা বাতাস খেতে হবে, তিন বেলা স্নান ক'রে সরবৎ খেয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ্‌তে হবে !

প্রতি—এ মেজাজ কি আর ঠাণ্ডা হ'বে নীরো ! বসন্ত এসে অভাগিনীর প্রাণান্ত করে দিলে যে ভাই !

নীর—বল কি কুমারী ? সত্যিই কি তুমি বসন্তকুমারের প্রেমে পড়েছ ? কি সর্ব্বনাশ ! "বাঘ্ আস্‌ছে—বাঘ্ আস্‌ছে" ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে সত্যিই কি বাঘ বেরিয়ে পোড়্‌লো ?

প্রতি—প্রেমে পড়েছি কি—কি হয়েছে,—তাতো কিছু বল্‌তে পারি না কিন্তু বসন্তকুমার যদি অকৃতকার্য্য হন, তা হ'লে আমার মৃত্যু অনি-বার্য্য ! কেন ? তা আমি নিজেই বল্‌তে পাচ্ছি না !

নীর—তোমার এমন ধারাটা হবে তা যে স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি

কুমারী! এর নাম প্রেম নয়তো—আর প্রেম কা'কে ব'লে?

প্রতিভা—

গীত।

জানি না সই কিসে কি হ'ল।
নবীন বাসনাভরে,—হৃদয় কেমন করে,
কে এসে কি গুণ করিল॥
(ওলো) ঢল ঢল ঢল, বিবশ বিহ্বল
পাগল নয়নে চাহিয়া,
গোপনে হৃদয়ে পশি ধীরি ধীরি—
(আমার) চুরি ক'রে নিল হিয়া;
তরুণ তনুর ছায়াখানি তা'র—
(আমার) মরমে রহিয়া গেল॥

(বসন্তকুমার ও যূথিকার প্রবেশ)

বসন্ত—সুন্দরী! এই আমার ভগ্নী—আমার বন্ধুপত্নী; বিষমক্ষে আমার সঙ্গে আপনাদের আশ্রয়ে এসেছেন।

প্রতি—আমার আশ্রয়ে আর উনি কোথায় এসেছেন? উনি পরের মতন পরের আশ্রয়ে যখন দু'দিন রইলেন,—আমি যে ওঁর ভগ্নী—উনি যখন সেটা মনে স্থান দেবার অবকাশ পেলেন না,—তখন সেটা আমারই অতি দুর্ভাগ্য ব'লে মনে ক'র্ত্তে হবে! আপনার বন্ধু কি এলেন না?

বসন্ত—তিনি এবং আমার অন্যান্য অনুচরবর্গ সকলে বিলাসকক্ষে বিশ্রাম ক'চ্ছেন! আপনার অনুরোধমত আমি যূথিকাকে নিয়ে এসেছি!

নীর—আপনার ভগ্নীটী কি বোবা—না—মৌনব্রতী? আপনার লোকের বাড়ীতে এসে অমন ঠোঁট্ চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? জোড়-ভাঙ্গা হ'লে বুঝি কথা কইতে পারেন না?

যূথি—বেশী কথা ক'য়ে আর মিছে আত্মীয়তা বাড়াব কেন? যে স্ফূর্ত্তির খেলা,—হারজিত তো কিছু বলা যায়না! এ সিন্ধুক ও সিন্ধুক বাছ্‌তে হয়তো আসলটাই ফাঁক প'ড়ে যাবে,—তখন সকল আত্মীয়তা শিকেয় তুলে—বিদায় হ'তে হবেতো?

নীর— কথাটা খুব হিসেবি হ'য়েছে বটে! তা হ'লে ভাই,—তুমি ততক্ষণ একটু তফাতে থাক! শুধু তফাতে নয়—পেছন ফিরে দাঁড়াও! কেন না—চোখোচোখি হ'লে—কি জানি অনিচ্ছাস্বত্বেও আত্মীয়তাটা যদি আপনাআপনিই বেড়ে যায়!

প্রতি—চুপ্ কর্ নীরজা! আমার ভগ্নী এসেছেন—ওঁকে আদর-যত্ন কর্! যূথিকা! বোন্! স্ফূর্ত্তির খেলায় হারজিতের সঙ্গে ভগ্নী-স্নেহের সম্বন্ধ কি? তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ আমার ইহজীবনে যাবেনা!

যূথি—সে তো তোমারি হাত দিদি! মাঝখানে যে একটা সিন্ধুক খাড়া ক'রে দিয়ে মস্ত বেড়া দিয়ে রেখেছ!

নীর—এস একটু বিশ্রাম ক'র্ব্বে! এঁদের হারজিত এখন ভগবানের হাত! ও সব কথা ভাব্‌তে গেলে সকলকারই মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে!

যূথি—না না—কার্য্য সাঙ্গ হোক্, তারপর বিশ্রাম বিরাম পরে হবে!

বসন্ত—সেই কথাই ভাল! অনর্থক বিলম্বে প্রয়োজন কি?

প্রতি—না না—এত তাড়াতাড়ীতে দরকার নেই! আরও দু'পাঁচ-

দিন যাক্! এত শীঘ্র তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘোচাতে আমি পার্ব্বনা! এখন সিন্ধুকনির্ব্বাচনে কাজ নাই!

বসন্ত—কেন আমায় এমন কথা ব'লছ সুন্দরী! আমিই বা অনর্থক আশাকে হৃদয়ে ধ'রে কেমন ক'রে এত উৎকণ্ঠা নিয়ে ধৈর্য্য ধ'রে থাকি? কেন আমায় বারণ ক'চ্ছ? কেন আমায় শুভকার্য্যে বাধা দিচ্ছ?

প্রতি—কেন? কি ব'লব—কেন? তুমি আমার প্রাণের কথা বুঝতে পার্ব্বেনা,—আমিও তোমায় ভাষায় তা বোঝাতে পার্ব্বনা! তবে এটা স্থির, তুমি ভিন্ন আর কা'কেও পতিত্বে বরণ ক'র্ত্তে পার্ব্বনা! যদি তুমি অকৃতকার্য্য হও, যদি আমি তোমাকে না পাই, তা হ'লে আমায় মহাপাতকিনী হ'তে হ'বে, আমায় নরকগামিনী হ'তে হবে! অদৃষ্টের দোষে তোমায় মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে বাধ্য হ'য়ে পরপুরুষের গলায় মালা দিতে হবে! তুমি আরও দু'দিন থাক! না না—দু'দিন নয়—দু'মাস! দু'মাসও দেখতে দেখতে কেটে যাবে,—দু'বছর—দশ বছর! না—না—যতদিন পার থাক! আমি তোমার কাছে যাবনা, তোমায় স্পর্শ ক'র্ব্ব না, তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'র্ব্ব না! তোমায় কেবল এক একবার দেখব,—শুধু চোখের দেখা দেখব!

বসন্ত—না—তা হয়না কুমারী! আমায় অন্যায় আচরণ ক'র্ত্তে অনুরোধ কোরোনা! শোন প্রতিভা! আজ নয়,—সেই শৈশব-কালে যখন আমি তোমায় প্রথম দেখি, সেই তখন থেকে আমি তোমায় ভালবাসি! তুমিই আমার জীবনের উপাস্যা দেবী! তোমার জন্যে—তোমাকে পাবার জন্যে আমি এমন কাজ ক'রে এসেছি,—আমার প্রাণের বন্ধু, জীবনের একমাত্র সুহৃদকে এমন বিপদ্‌ সাগরে ভাসিয়ে এসেছি, যা মনে ক'রলেও হৃৎকম্প হয়! তোমাকে

যদি লাভ না ক'র্ত্তে পারি, তা হ'লে বুঝ্‌ব—ভগবানের উদ্দেশ্য আমায় ধ্বংস করা! অদৃষ্টে যা আছে এখুনিই পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্! হয় উত্থান—না হয় পতন! সুন্দরী! আর আমায় বাধা দিও না!

প্রতি—তবে তাই হোক্, আমার অদৃষ্টে যা আছে, আমার সম্মুখেই তার পরীক্ষা হ'য়ে যাক্! ঐ তিনটে সিন্দুক আছে,—ওরই মধ্যে একটা সিন্দুকে আমার প্রতিমূর্ত্তি লুকানো র'য়েছে! যদি যথার্থই তুমি আমায় ভালবাস; তা'হ'লে ঠিক সিন্দুকই নির্ব্বাচিত ক'রে আমার প্রতিমূর্ত্তি বা'র ক'রে আমার স্বরূপ মূর্ত্তিকে তুমি হৃদয়ে স্থান দিতে সক্ষম হবে!

বসন্ত—বিষম সমস্যা! স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক-নির্ম্মিত তিনটী সিন্দুকের মধ্যে একটীকে নির্ব্বাচিত ক'রে নিতে হবে! তারই মধ্যে প্রতিভার ভুবনমোহিনী প্রতিমূর্ত্তি লুক্কায়িত! সেই একটীবার নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপর আমার অদৃষ্টের ফলাফল নির্ভর ক'চ্ছে! বিষম সমস্যা! এ সমস্যা আমায় পূরণ ক'র্ত্তেই হবে! স্বর্ণ! তুমি এ সংসারে সকল মানবেরই কাম্য বস্তু বটে, কিন্তু তুমি প্রতারণার আধার! তোমার বাহ্যিক রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে এসংসারে মানবগণ বিপথে চালিত হয়, পদে পদে প্রতারিত হয়, লোভোন্মত্ত হয়, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হয়! স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা রমণী গর্ব্বিতা, শান্তিহীনা, তৃপ্তিশূন্যা হয়! স্বর্ণ! সংসারে তুমি যথেষ্ট পরিমাণে যার আয়ত্তাধীন—তা'রও কামনার শেষ নাই; আর সংসারে তুমি যার প্রতি বিরূপ,—তারও আজীবন ধ্যানজ্ঞান—ইষ্টই তুমি! অতএব, তুমিই এ সংসারে সকল অনিষ্টের মূল—অশান্তি-দায়ক! তোমার উজ্জ্বল আবরণে প্রতিভার দেবীমূর্ত্তি লুক্কায়িত থাক্‌তে পারেনা,—থাকা কর্ত্তব্যও নয়! রৌপ্য! তুমি স্বর্ণের

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; মুদ্রার সৃষ্টি তোমা হ'তে! সুতরাং সকল অর্থ বা অনর্থের মূলও তুমি! স্বর্ণের ন্যায় আমি তোমাকেও পরিত্যাগ ক'ল্লেম! আমি নিঃস্ব—ক্ষুদ্র—তুচ্ছ ব্যক্তি! তুচ্ছ সীসকই আমার উপযুক্ত,—আমার অবস্থার যোগ্য! সরলতার প্রতিমূর্ত্তি—সরলা প্রতিভার প্রতিকৃতি এই আড়ম্বরবিহীন সীসক-নির্ম্মিত সিন্দুকে প্রতিষ্ঠিত! এই সিন্দুক আমি নির্ব্বাচিত ক'ল্লেম! জয় জগদীশ্বর! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

প্রতি—নীরজা! নীরজা! যূথিকা—বোন্!

নীর—ছিঃ—কুমারী—ধৈর্য্যহারা হ'য়ো না—

যূ—ও আর দেখ্‌তে হবেনা—বরাং ঠিকই খুলে গেছে!

(বসন্তকুমারকর্ত্তৃক প্রতিভার প্রতিকৃতি বাহিরকরণ)

বসন্ত—প্রতিভা! প্রতিভা! এইতো তোমায় পেয়েছি—এইতো জগদীশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন—

প্রতি—প্রভু! প্রভু! আমি যে যথার্থই তোমার দাসী!

নীর—শুধু ছবি তুল্লে হ'চ্ছে না—একটা ছড়াও যে লেখা র'য়েছে—সেটা প'ড়্‌তে আজ্ঞা হোক্—

প্রতি—সেটা না হয় তুই প'ড়ে শোনা—

নীর—শোনাবই তো!

"রূপ দেখে যে ভুল্‌লেনাকো,
এ সুমতি বজায় রেখো।
সুপ্রসন্ন ভাগ্য তোমার,—
ধনদৌলত পেলে দেদার!
প্রতিভায় লাভ তার উপরে,
নাওগে তারে বুকে ধ'রে॥

ধর্ম্মপথে রাখ্‌বে মন,

থাক্‌বে সুখে আজীবন !!"

ঘ—হ্যাঁগা ! তোমরা সব কি রকম সখাসখি ? একটা উলুও দিলে না, একবার শাঁকটাও বাজালে না ? শুভকর্ম্মে এ একটা অশুভ লক্ষণ !

নীর—যে রকম সিন্ধুক বাছাবাছির ব্যাপার—শাঁকের যে কখনো দরকার হ'বে, তা'তো মনেই ছিল না ; সুতরাং সেটা কোথায় অযত্নে প'ড়ে আছে ! ধূলোকাদা লেগে হয়তো তার ছেঁদাই বুঁজে গেছে ! তবে উলুটা এক্ষুনি সুরু ক'চ্ছি ! দেলো—দে—সবাই মিলে সাতগাঁয়ের লোককে একবার আমাদের হুলুর বহরটা দেখিয়ে দে—

(সকলের হুলুধ্বনি)

নীরজা ও সখীগণ।

গীত।

একবার দাঁড়াও যুগলে, দোঁহে দাঁড়াও যুগলে।

চাঁদের বামে চাঁদবদনী বাহার দেখ্‌বো সকলে ॥

মাথা খাও ও নাগরী—নয়ন মিলে চাও,

(তোমার) প্রাণের নিধি হাতের কাছে আদর করে নাও ;

প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে দাও ;—

হাসিতে পরাও ফাঁসি দোঁহে দোঁহাকার গলে ॥

প্রতি—যূথিকা ! বোন্‌ ! এইবার তো তুমি আমাদের আপনার লোক হ'য়েছ। এখন বোন্‌ ব'লে আত্মীয়তা ক'র্ত্তে দোষ আছে কি ?

বসন্ত—এইবার নিরঞ্জনকে ডেকে আনতে বোধ হয় কোন বাধা নাই!

নীর—কিছুমাত্র না। আমাদেরও তো সম্পর্কে ভগ্নীপতি;—দু' হাতে দুজনকার কাণ না ধ'ল্লে আমার কেমন সুখই হয় না। এক জনের কাণ তো র'য়েছে—আর একজনের কাণটাতো চাই!

বসন্ত—তা এই অধীনের দুটো কাণের ওপোর দিয়েই সে সুখসাধটা পূর্ণ করনা! সে বেচারীর কাণ না হয় রেহাই পেলে!

নীর—পুরুষের কি দুটো কাণ নাকি? আ কপাল! তোমাদের যে এক কাণ কাটা! কি বল বোন্ যূথিকা?

যূথি—দেশে ছিল না! এখানে এসে হ'য়েছে। এখানে মেয়েদের যেমন দুকাণই কাটা, হাটের মাঝখান দিয়ে চলে,—ওঁদের এক কাণ আছে,—তবু এক পাশ দিয়ে চ'ল্লে—বড় কেউ ঠাওর ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।

বসন্ত—ভগ্নী! যা হো'ক্ তুমি সঙ্গে এসে অনেকটা মুখরক্ষা ক'রেছ! নইলে—আমাকেতো এঁরা পাত্তাই দিতেন না।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি—মাপ ক'র্ব্বেন কুমারী! সওদাগর সাহেবের বন্ধু নিরঞ্জন কি একটা ভয়ঙ্কর কাজের জন্য ওঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে চান। তাই আপনাদের অনুমতি না নিয়ে এখানে এসেছি।

বসন্ত—নিরঞ্জন? তাকে এখানে আস্‌তে বলনা!

প্রতি—যাও—এখনি তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস!

[পরিচারিকার প্রস্থান।

নীর—(যূথিকার প্রতি) কি বোন্! প্রাণের হাসি যে মুখ দিয়ে ঠেলে ঠেলে বেরুচ্ছে!

যূথি—তাই নাকি? বেরুচ্ছে নাকি? তোমার নজর তো খুব পরিষ্কার!

(নিরঞ্জনের প্রবেশ।

বসন্ত—এস এস—নিরঞ্জন এস! ভাই! শুনেছ,—জগদীশ্বর আমার মুখরক্ষা করেছেন!

নী—তা না শুন্‌লে ভরসা ক'রে কি এতদূর আস্‌তে পারি? কিন্তু এদিকে মহাবিপদ! এই পত্র পড়ো!

বসন্ত—পত্র? কার? অনিলকুমারের নাকি?

নি—হ্যাঁ! (পত্রদান ও বসন্তের পত্র পাঠ)

প্রতি—কি পত্র? কোনও সাংঘাতিক বিপদের সংবাদ নাকি?

নি—সাংঘাতিকই বটে ঠাকুরুণ!

যূথি—বাবা কি কিছু ক'ল্লেন নাকি?

নি—তোমার বাবা নইলে সাংঘাতিক আর কে ক'র্ত্তে পারে বল?

বসন্ত—এঁ্যা—কি সর্ব্বনাশ! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! যা ভেবেছি তাই হোলো? প্রতিভা! হৃদয়েশ্বরী! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

প্রতি—কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে?

বসন্ত—আর কি হ'য়েছে, এই পত্র পাঠ কর! আমার জন্যে আমার প্রাণের বন্ধু বিপন্ন,—অনিলকুমার মৃত্যুমুখে পতিত! (প্রতিভাকে পত্রদান ও প্রতিভা ও যূথিকার পত্রপাঠ) আমি তখনি বুঝেছিলুম, আমার অন্তরাত্মা বলে দিচ্ছিল, কুলীরকের সঙ্গে ঐ রকম লেখা পড়ার জন্য নিশ্চয় একটা গুরুতর কাণ্ড বাঁধ্‌বে! তার ওপোর, যখন তিন মাসের শেষাশেষি সময়ও অনিলের একখানা জাহাজ ফিরে এলনা, তখনি একটা যাহোক্ উপায় ক'রে কুলীরকের টাকাটা ফে'লে দিলেই হোতো?

নি—তার ওপোর—যুথিকার জন্যে কুলীরক শেঠী আরও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছে!

প্রতি—এই অনিলকুমারই কি তোমার বন্ধু? ইনিই কি ঋণের দায়ে বিপন্ন?

বসন্ত—শুধু বন্ধু প্রতিভা? অনিলকুমার আমার সহোদর—সহোদরেরও অধিক—আমার পিতৃতুল্য! স্নেহময় উদারহৃদয় স্বার্থত্যাগী আদর্শ দেবচরিত্র! নিঃস্ব ঋণগ্রস্ত, আমি,—তা'রই জন্য আজ "তোমাকে লাভ ক'র্ত্তে সক্ষম হয়েছি! আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ ক'র্ত্তে সে স্বেচ্ছায় কালসর্পের বিবরে হস্ত দিয়েছে!

নীর—আমি একটা কথা বলি! টাকা ধার ক'রে থাকেন,—টাকা দিয়ে —সুদ দিয়ে—সুদের সুদ দিয়ে নিষ্কৃতি পাবেন; এর জন্য এত ভাবনা কিসের? এতে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হ'বার তো কোনও কারণ দেখ্‌ছি না!

বসন্ত—টাকা দিয়ে নিষ্কৃতি পাবার তো কোন উপায় নেই সুন্দরী! তা থা'কলে কি এত ভাব্‌তুম? লেখাপড়ায় আছে,—তিন মাসের মধ্যে যদি টাকা পরিশোধ না হয়, তা হ'লে সেই মহাজন আমার বন্ধু অনিলকুমারের অঙ্গ থেকে আপন ইচ্ছামত আধসের মাংস কেটে নেবে!

নীর—ওমা—এ আবার কি? এমন লেখাপড়াও তো শুনিনি?

প্রতি—যা হবার তা হ'য়েছে! এখন তো বন্ধুকে রক্ষা কর্ব্বার উপায় ক'র্ত্তে হবে! আমি যখন তোমার বন্ধুর বিপদের কারণ,—তখন আমি তোমায় অনুরোধ ক'চ্ছি,—তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তোমার বন্ধুর জীবনরক্ষার জন্য চেষ্টা কর! গৌড়ে রাজদ্বারে

তোমায় বন্ধু অভিযুক্ত,—এই মুহূর্ত্তে তুমি সেখানে যাও,—আমি তোমায় বাধা দোবোনা।

বসন্ত—এস নিরঞ্জন—আর আমাদের বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। এইখান হ'তেই গৌড়যাত্রা করি।

নির—যুথিকা। তুমি এইখানেই থাকো,—তা হ'লে আমরা চল্লুম।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সপ্তগ্রাম—রাজপথ।

নাগরিকগণ, কুলীরক, কারারক্ষকদ্বয়, অনিলকুমার ও সহরকোটালের প্রবেশ।

কুলী—কোটাল মশাই—একটু সাবধান হ'যে নিয়ে যাবেন, একটু ভাল করে নজরবন্দী ক'রে রাখ্‌বেন। আসামী ফস্‌ ক'রে না পালিয়ে যায়! আমার চারিদিকে শত্রু,—দাঙ্গা হাঙ্গাম ক'রে ওকে হয়তো ছিনিয়ে নিতে পারে! খুব সাবধান—খুব সাবধান—হাঁ।

কোটাল—বলেন কি মশাই? আমাদের কাছে থেকে আসামী ছিনিয়ে নিয়ে যাবে,—এমন সাহসী লোক কেউ আছে? তবে আমার একটা কথা হ'চ্ছে,—এত বড় লোকটাকে আর বে-ইজ্জৎ করা আপনার উচিত কি?

কুলী—বড় লোক? বড় লোক কোন্ শালা? যে দেনদার, যে টাকা ধার ক'রে দিতে পারেনা, তার চেয়ে ছোটলোক—অভদ্র—ইতর আর কেউ আছে? বড়লোক? যিনি সুদে টাকা ধার দেয়,—টাকা বিলিয়ে—টাকা বাজে খরচ করে, টাকা চাইতে না চাইতে লোককে দান ক'রে যে মা লক্ষ্মীর অপমান ক'রে,—সে বড়লোক? কোটাল মশাই! আপনি ভদ্রলোক,—আপনি এসব কথায় আর কথা কইবেন না! যান্—আসামীকে নিয়ে যান!

অনিল—কুলীরক! আমার একটা কথা শোন—

কুলী—শুন্‌বো না! তুমি আসামী—তোমার কথার মূল্য কি? বড় লম্বাচওড়াই মেরে তখন লেখাপড়া ক'রে দিয়েছ,—আমি সেই লেখাপড়ামত কাজ চাই! আমি আর কিছু চাই না—কিছু নোবোনা;—লেখাপড়ায় যা আছে, অক্ষরে অক্ষরে তাই মিলিয়ে নোবো! আর গাল দেবেনা? আর যেখানে সেখানে আমাকে কুকুর ব'লে আমায় অপমান ক'র্ব্বে না? আমি কুকুর? কুকুর? বটে? এইবার বুঝ্‌তে পার্ব্বে—এই কুকুরের দাঁতের কি জোর! এই কুকুরের কামড়ে কি বিষের জ্বলুনি—এইবার বুঝ্‌বে! চল একবার রাজার কাছে! গৌড়ের রাজা বিজয়সেন,—সুবিচার তাঁর কাছে হবেই হবে! কোটাল সাহেব—কোটাল সাহেব—আর কেন একে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন? চালান দিন্—চালান দিন!

অনিল—কুলীরক! আমার একটা কথাও কি তুমি—

কুলী—না—তোমার কথা আমি শুন্‌তে চাইনা! তোমরা আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ! আমার যূথি—নাঃ! সে কথা এখানে দরকার নেই! উঃ—কতক্ষণে গৌড়ে গিয়ে বিচারকার্য্য করাতে পার্ব্ব!

কতক্ষণে আমার প্রাণের ক্ষোভ মিট্‌বে! ঘান্—কোটাল সাহেব,—ঘান ব'ল্‌ছি--

নাগরিকগণ—শেঠী মশাই! একটু দয়া করুন—

কুলী—চুপ রও তোমরা! তোমাদের সালিসি মান্‌তে ডাকা হয়নি! ভারি আয়িত্তি সকলের! সওদাগর সাহেবের ওপোর ভারি টান! বটে? বন্ধুত্ব? বন্ধুত্ব? হা হা হা হা! আর বন্ধুত্ব দেখাবে কা'কে? টাকার দায়ে ফেরার হ'লে বন্ধু টন্ধু সবাই স'রে পড়ে! কে তখন কোথায় থাকে—তার পাত্তাই পাওয়া যায় না! বন্ধুত্ব! বন্ধুত্ব মানুষের সঙ্গে নয়,—যত বন্ধুত্ব, যত ভালবাসা সব টাকার সঙ্গে! মস্ত বন্ধু ছিল যে সেই বসন্তকুমার,—সেই প্রশান্ত সওদাগরের ব্যাটা! কোথায় গেল সে? যা'র জন্যে আজ টাকা ধার ক'রে ম'র্ত্তে বসেছ,—কোথায় সে প্রাণের বন্ধু বসন্ত-কুমার? ঠিক সময় স'রে পড়েছে,—কেমন বেমালুম স'রে পড়েছে! হা—হা—হা—হা--হা!

অনিল—কুলীরক! নরপিশাচ! তুই কি মনে ক'রেছিস্‌, তোর কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী? তুই কি ভাবিস্‌, আজ মৃত্যুভয়ে ভীত হ'য়ে, তোর মতন নারকী কুক্কুরের শরণাপন্ন হ'য়ে, আমার দর্প, গর্ব্ব, মান, মর্য্যাদা সমস্ত বিসর্জ্জন দোবো? আমি কি তোর মতন নীচাশয়—পামর যে, স্বেচ্ছায় বন্ধুর উপকার ক'রে--গ্রহবশে আজ বিপন্ন হ'য়ে—সেই প্রাণের বন্ধুর নিন্দা ক'র্ব্ব—বা নিন্দা শুনব? কুলীরক! নরশোণিতপিপাসু—হিংস্র জীব তুই! বন্ধুত্বের মর্ম্ম তুই কি জান্‌বি? বন্ধুত্ব দেবদত্ত স্বর্গীয় সামগ্রী! অনেক পুণ্যফলে লোকে এ দুর্লভ সামগ্রী লাভ করে! কুলীরক! আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ,—আমার মুখপানে ভাল করে চেয়ে দেখ,—তাহ'লে

বুঝ্‌তে পার্ব্বি,—আজ অনিলকুমার কত গর্ব্বিত,—কত উল্লসিত, কত উৎসাহিত! বন্ধুর জন্য প্রাণ দোবো,—বসন্তকুমারের জন্য আত্মবলি দোবো,—বন্ধুর প্রতি প্রাণপোরা ভালবাসার পরিচয় প্রদান ক'রে নশ্বর জগতে অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি স্থাপন কর্ব্বার অবসর পা'ব! কুলীরক! আমার চেয়ে সুখী এ জগতে আর কেউ আছে নাকি?

কুলী—কোটাল সাহেব! আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'র্ব্ব! আপনি আমায় এত লোকের সাম্‌নে ইচ্ছে ক'রে অপমান ক'চ্ছেন! এখুনি নিয়ে যান্—নিয়ে যান্ নইলে—

অনিল—চলুন কোটাল সাহেব—এ প্রেতমূর্ত্তি দেখ্‌বার বাসনা আমার আদৌ নাই! ভেবেছিলেম, একবার সয়তানকে এই অনুরোধটুকু ক'র্ব্ব যে, বসন্তকুমারকে পত্র লিখিছি,—তা'র প্রত্যুত্তরের জন্য আর দিনকয়েক মাত্র আমায় অবসর দেওয়া হোক্! কিন্তু না,—মৃত্যুকালে তার মুখ দেখে মর্ব্বার সৌভাগ্য আমার হবেনা!

কোটাল—চলুন—সওদাগর সাহেব! আমি পরাধীন—ক্ষুদ্র দাস মাত্র,—আমার অপরাধ গ্রহণ ক'র্ব্বেন না—

[নাগরিকগণ, কোটাল ও অনিলের প্রস্থান।

কুলী—ধনে প্রাণে গেলুম—ধনে প্রাণে গেলুম! তিনলক্ষ টাকা—তার সুদ—সুদের সুদ—তিন মাসের! উঃ—গেল—একেবারে গেল! তার ওপোর আমার মেয়ে—যুথিকা,—সেই সর্ব্বনাশী,—সেও গেল! আমায় মেরে গেল—একেবারে খুন ক'রে গেল! দশহাজার টাকার আংটীটা নিয়ে গেল, একবাক্স গহনা—হীরে জহরৎ—একটা থলে মোহর—উঃ—উঃ—উঃ! গেল! কোথায় গেল? এই বেটারা সরিয়েছে! এই বেটা অনিলকুমারই সর্দ্দার! ব্যাটার

বুকের মাংস কাট্‌বো—পাকা আধসের—পাকা আধসের—হুঁ—হুঁ—হুঁ—

(দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া পরিক্রমণ)

(কুবলয় শেঠীর প্রবেশ)

কুব—কি দাদা—বড্ড হুঙ্কার ছাড়্‌ছ যে!

কুলী—এই যে—কুবলয়—কুবলয়। ভাই—ভাই—কি হ'ল ভাই! যুথিকার কি হ'ল?

কুব—হবে আর কি—তোমার মেয়ের সদ্‌গতি হ'য়েছে!

কুলী—সদ্‌গতি—সদ্‌গতি? সদ্‌গতি কি ব'লছ? সে যে পালিয়েছে,—আমার সর্ব্বস্ব লুটে পালিয়েছে! বুঝ্‌তে পাল্লেনা? পালিয়েছে! সদ্‌গতি কি?

কুব—যুবতী মেয়ে,—উঠ্‌তি বয়েস—মনের মতন একটা পতি টতি নিয়ে যখন পাঁচীল টপ্‌কেছে—তখন তার সদ্‌গতি বল্‌বনা তো কি অপঘাত মৃত্যু ব'ল্‌ব? আমি তখুনি বলেছিলুম—কুল্‌দা—মেয়েটার একটা গতি ক'রে তা'কে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি ক'রে রাখ, নিজেও ঠাণ্ডা হ'য়ে থাক! তুমি তো শুন্‌লেনা! গণ্‌গণে আগুন নিজের কোঁচার খুঁটে বেঁধে রাখ্‌লে কি চলে? কাপড় ধ'রে বাড়ীঘরদোর পুড়ে নিজেও বেগুনপোড়া হ'য়ে গেলে,—সঙ্গে সঙ্গে কলাপোড়াও খেলে!

কুলী—কেন? কি অসুখে তা'কে রেখেছিলুম? এত লক্ষ টাকা—এত জহরৎ হীরে মুক্তো—এত বড় বাড়ী—এ সমস্তই তো তা'রই? সে কি তা জান্‌তো না? তবে পালালো কেন?

কুব—হায়—হায়—দাদা—এ যদি তুমি একটু তলিয়ে বুঝ্‌বে—তা'হ'লে তোমার মেয়ে বেরিয়ে যাবে কেন? যত মোণ্ডা মেঠাই থাক্, এক ঘটী ঠাণ্ডা জল যদি মজুৎ না থাকে,—তা হ'লে কি মোণ্ডা মেঠাই

কেউ গ্রাহ্য করে? পীরিত—পীরিত—মেয়েমানুষের বয়সের ধর্ম্ম,—জাতের ধর্ম্ম! ১২।১৩ বছর বয়স অবধি বেশ থাকে! বাবা চায়—মা চায়—খেলনা চায়—পুঁথি চায়—চুষিকাটী চায়—তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নেচে কুঁদে খেলিয়ে বেড়ায়! আর যেই চোদ্দোয় পা দেওয়া,—অমনি গন্ধ খেয়ে গিয়ে—ছোঁক্ ছোঁক্ করে মাটী শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগ্‌ল!

কুলী—কেন?

কুব—প্রেমের গন্ধ কিসে আছে,—কিসে প্রাণটা ঠিক মিশে যাবে—তা'রই সন্ধান ক'র্ত্তে লাগ্‌ল! তখন আর বাবারও নয়,—মারও নয়,—পিসীরও নয়,—আর দাদারও নয়! ঠিক সেই তক্কে একটী প্রাণের মতন খোরাক জুটিয়ে দিলেই,—ব্যস্—মেয়েও নিশ্চিন্দি—বাপমাও তাই! আর কোনও ঝঞ্ঝাটই রইল না! আরে বাবা—টাকা দেখিয়ে যদি মেয়ে ভুলিয়ে রাখা যে'তো—তা হ'লে পৃথিবীতে টাকাও খরচা হ'তনা, বংশবৃদ্ধিও হ'তনা—আর এত খুন জখম বলিদান হ'ত না,—আর বেরিয়ে যাওয়াযাওয়িও হ'ত না!

কুলী—আমার যুথিকা তেমন মেয়েই নয়! সে ওসব বিষয় কিছুই জানে না! ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষ—দুধের মেয়ে! তা'কে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে!

কুব—তা গেছে—নারকুল নাড়ু দেখিয়ে পগার পার ক'রে দিয়েছে! মেয়ে তোমার কিছুই জানে না—তা বটে! জানিয়ে দেবার পুরুষমানুষ সাতগাঁর ভিতর বড় অভাব কিনা? মেয়েই বল, আর পুরুষই বল, যতক্ষণ জানেনা—ততক্ষণ বেশ থাকে দাদা; একবার জানিয়ে দিলে তখন ছুটোছুটী ক'র্ত্তে থাকে!

কুলী—বাজে কথা ছেড়ে দাও! কোনও সন্ধান ক'র্ত্তে পারলে কি?

কুলী—সন্ধান কি আর না ক'রেছি ?

কুলী—কি—কি—কি সন্ধান ক'ল্লে ?

কুব—তোমার মেয়ে পালিয়েছে !

কুলী—সে তো আমিই তোমায় ব'লেছি ! কার সঙ্গে জান ?

কুব—জানি বইকি ! অজানা অচেনা কেউ নয় ! একটা বুদ্ধিমান্ পাঠ্ঠা ছোঁড়ার সঙ্গে !

কুলী—বলি—সে ছোঁড়াটা কে ?

কুব—যার সঙ্গে মনমজামজি—প্রাণলাগলি হ'য়েছে ! তার ভালবাসার লোক,—তার সঙ্গে ! তবে ছোঁড়াটার কোন পরিচয় আমি জানিনা।

কুলী—তুমি দেখেছ ?

কুব—না—তা কখনো দেখিনি ! লক্ষ ছোঁড়া ঘুচ্ছে ফিচ্ছে, তার মধ্যে মেয়েটা লুকিয়ে লুকিয়ে কা'র সঙ্গে প্রেম ক'রেছে, সেটা জানা বড় শক্ত কথা ! মেয়ের বাপই যখন তা টের পেলে না,—আমরা কোন্ ছার ! পীরিত কিছু এক দিনে হয়নি,—এটা আমি দিব্বি ক'রে বল্‌তে পারি ! প্রথম দিনকতক দূর থেকে দুজনে চোক্ ঠারাঠারি ক'রেছে ! তারপর দিনকতক কাছাকাছি হয়ে—একটু মুচ্‌কি হাসাহাসি ক'রেছে ! তারপর দিনকতক আর একটু সরে এসে ফু'স্‌ফুস্ ক'রেছে,—তারপর দিনকতক হাতপাকড়াপাকড়ি ক'রেছে,—তারপর ফাঁকের ঘরে দু এক দিন ওঠ্‌বোস্‌ও হ'য়েছে,—তারপর আর কি ? একেবারে দশে শূন্য শ—নামতা সাঙ্গ হ !

কুলী—তা হ'লে পাওয়া গেল না ? কোনও সন্ধানই কি হো'লোনা ? সত্যি কি আমি ধনেপ্রাণে মালুম ? এমন চতুর লোক

তুমি,—আমার কত দেনদারের সন্ধান ক'রে খুঁজে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এস,—তুমিও তা'দের ধ'র্ত্তে পাল্লেনা? তোমার চখেও তা'রা ধূলো দিলে?

কুব—পীরিতের প্রধান অস্ত্র হ'ল ধূলোপড়া! তবে আর আমার মাথা মুণ্ডু ব'ল্‌ছি কি ছাই! নাগরনাগরীরা যখন গুপ্তপ্রেম ক'র্ত্তে অগ্রসর হন,—তখন কার্য্যারম্ভের আগে একচোট ধূলোপড়া ঝেড়ে যে যেখানে আছে সকলকে অন্ধ ক'রে ফেলেন! কাজেই—কা'র বাবার সাধ্যি, তাদের দেখে বা ধরে!

কুলী—ঝ্যাঁটা মারো মেয়ের মাথায়! উচ্ছন্ন যাক্ মেয়ে,—সর্ব্বনাশ হোক্ সেই শালার বেটার শালার—যে, তা'কে নিয়ে গেছে! আমি আর কোন দিক্ চাইব না! আমি বুঝেছি,—এ সবার মূল সেই অনিলকুমার! আমি বুঝেছি,—আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে সেই ব্যাটা নোটো আর নিরঞ্জন—কিম্বা বসন্তকুমার! এখন চল, গৌড়ে যাই! অনিলকুমারের বুকের মাংস না কাট্‌লে আমার প্রাণে কিছুতেই শান্তি আস্‌ছে না!

কুব—হ্যাঁ—তাই চল! সব শালাকে ছেড়ে ঐ বেঁড়ে শালাকেই ধর্!

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতিভার বাটীর সংলগ্ন উপবন।

(সহচরীগণ ও নীরজার প্রবেশ)

১ম-স—অ নীর-দিদি!

নীর—কি ?

১ম-স—গান গাইতে যে ভাল লাগ্‌ছে না ?

নীর—চুপ ক'রে ব'সে থাক্—

২য়-স—ব'সে থাক্‌তেও যে ভাল লাগ্‌ছে না—

নীর—শুয়ে পড়্!

৩য়-স—তাতেও যে শয্যাকণ্টকী ধরে!

নীর—তবে ম'র্‌গে যা—আমায় বকাস্‌নি!

১ম-স—ম'র্‌তে পার্ব্বনা দিদি! আর কি করি,—কি ক'রে সড়াৎ ক'রে দিন ক'টা কাটিয়ে দিই বল দিকি ?

নীর—শুধু কি তোদের ঐ ভাব ? আমিও যে একেবারে মুস্‌ড়ে গেছি বোন্! এই এত বড় বাড়ীতে—একলা ক'টী সখীতে মিলে মুখো-মুখী হ'য়ে ব'সে কি করি বল্ দিকি ?

১ম-স—বিয়ে-থা হোলোনা—বসন্তকুমার দলবল নিয়ে গৌড়ে চ'লে গেলেন। আমাদের কুমারীও আবার ঠিক তার দু'দিন পরে যুথি-কাকে সঙ্গে নিয়ে কি ক'র্ত্তে গৌড়ে গেলেন ভাই ?

নীর—গৌড়ের রাজমন্ত্রী যে কুমারীর দাদামশাই,—(মায়ের আপন মামা)। বসন্তকুমারের বন্ধু কি একটা ভারি দায়ে প'ড়ে রাজদ্বারে

অভিযুক্ত হ'য়েছেন,—সেই জন্য কুমারী গোপনে রাজমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে গেছেন,—যদি কোন উপায়ে তাঁকে রক্ষা ক'র্ত্তে পারেন!

২য়-স—তা বরক'নে একত্র গেলেই হোতো! এ রকম আলাদা আলাদা যাবার দরকার কি?

নীর—কি জানি বোন্—সমস্ত কুমারীর ইচ্ছে! তিনি আবার বিশেষ ক'রে আমাকে ব'লে দিয়ে গেছেন যে, তিনি যে গৌড়ে রাজ-মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে গেছেন,—একথা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও না জান্‌তে পারে!

২য়-স—কবে যে সব ফিরবেন—তাতো বুঝতে পাচ্ছি না! কোথায় রামের রাজ্যাভিষেক, তা নয়—রামের বনবাস! আমাদের প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে!

৩য়-স—আবার বরাতের ফের্ দেখ,—আহ্লাদেটাও আজ পনেরো দিন ধ'রে এ বাড়ীমুখো হ'চ্ছে না—

নীর—হ্যাঁ—কি রকম বল্ দিকি? কুমারী অত ডেকে পাঠালেম,—তা'তেও এল না! কোথাও নতুন আড্ডা পেয়েছে নাকি?

১ম-স—নাঃ—ঐ বৈঠকবাড়ীতেই থাকে, ছোঁড়াদের নিয়ে যেমন হৈ-হৈ ক'র্ত্ত—ঠিক সেই রকমই করে!

নীর—একবার সন্ধান নিতে পারিস্—ব্যাপারটা কি? দিনের ভেতর সাতষট্টি বার এখানে ছুতো ক'রে আস্‌তো—আর আজ পনেরো দিন একেবারে ডুব?

১ম-স—একবার ডাক্‌তে পাঠাওনা নীরু দিদি—তোমার নাম ক'রে!

নীর—দূর্—দূর্—দূর্—ঝাঁটা মার্—ঝাঁটা মার্! আমি ডাক্‌তে পাঠাব? আমি নীরজা,—আমি ডাক্‌তে পাঠাব—আহ্লাদেকে?

পোড়া কপাল! খবরদার্ আমার নাম ক'রে যেন তা'কে ডাক্‌তে পাঠাস্ নি!

(ম্যানতার প্রবেশ)

ম্যান্‌তা—আর ডাক্‌তে পাঠাবে কি? এইবার নিজেই ডাক্‌তে ছুট্‌বে?

নীর—কা'কে রে?

ম্যা—তা'কে! বুঝ্‌তে পাচ্ছনা,—তোমার "শমনদমন রাবণরাজা—রাবণদমন রাম!" তা'কে—আমার ওস্তাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত আহ্লাদে-রাম মশাইকে!

নীর—হা—হা—হা—বলিস্ কিরে ছোঁড়া? কিসে এমনটা হিসেব ক'ল্লি বল্ দিকি? চর হ'য়ে এসেছিস্ দেখ্‌তে,—আহ্লাদের বিরহে আমরা ম'রে সব পেত্নী হ'য়ে আছি কি না!

ম্যা—চর কোন্ শালা? যেটা চখের ওপোর দেখ্‌লুম—প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌লুম—সেইটে তোমার কাছে ব্যক্ত ক'রে ফেল্লুম!

নীর—দেখ্‌লি কি রে ছোঁড়া—দেখ্‌লি কি? আর ব্যক্তই বা কখন্ কি ক'ল্লি!

ম্যা—ঐ যে বল্লুম তখন—যে, তোমাকে এইবার তা'র জন্যে—তা'র দর-জায় হত্যা দিতে হবে!

নীর—যা—বকিস্‌নি—পালা! ও সব ঢং আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! একটা চাল দিতে এসেছিস্—তা অনেকক্ষণ বুঝেছি!

ম্যা—চাল্ ফাল্ বুঝি নি—দু'চারদিন পরেই সব হাল নিজেরই মালুম হ'বে! তখন কান্না আর ছট্‌ফটানি দেখে আমরা কিন্তু বগল বাজাব,—তা ব'লে দিচ্ছি!

১ম-স—অ নীরদিদি,—ও ছোঁড়াটা ভারি ফাজিল,—আমি ওকে অনেক দিন থেকে চিনি!

ম্যা—বলিস্ কি লা ছুঁড়ী,—তুই কি আমার পীরিতে প'ড়েছিস্ নাকি ?

১ম-স—কি ব'ল্লি ছোঁড়া ? কি ব'ল্লি ?

ম্যা—বলি বর্দ্ধমেনে ঠাকুদ্দার ধুনো-পোড়া কি তোকেও লেগেছে নাকি ?

নীর—হ্যারে ম্যান্তা,—কথাটা কি খুলে বল্ দিকি ? তোরা সব—আর এবাড়ীতে ঢুকিস্ না কেন ?

ম্যা—তবে শোন! ওস্তাদজী হঠাৎ তোমার পীরিতে ম'রে প'চে দুর্গন্ধময় হ'য়েছিল—সেটাতো জান ?

১ম-স—তা আর পৃথিবীর লোকে কে না জানে ? তা'র সে কান্নার কথা মনে পড়ে—আর হেসে হেসে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যায়!

ম্যা—আজ কদিন কুড়ী হ'ল—ওস্তাদজীর বাপ আর ঠাকুর্দ্দা এখানে এসেছে, তা জান ?

নীর—কে ওসব খবর রাখে ? কা'র বাবা এল, কা'র ঠাকুর্দ্দা এল,—কা'র মেসো এল,—সে সব খবর আমরা রাখ্‌তে গেলুম কেন ?

ম্যা—ওঃ—ছুঁড়ীর এখনও ভিরুকুটী মরেনি! আচ্ছা—আচ্ছা,—ধুনো-পোড়া আর দুচার দিন হোক্,—তখন একবার দেখ্‌ব!

১ম-স—ধুনো-পোড়া কে দিচ্ছে রে ?

ম্যা—ওস্তাদজীর ঠাকুর্দ্দা! বর্দ্ধমানের লোক—একশ তেতাল্লিস বছর বয়স,—খাস্ বিদ্যাসুন্দরের সুড়ঙ্গের কাছে বাড়ী, পাক্কা একশ বছর ভানুমতীর সাক্‌রেদি ক'রেছেন! তার ওপোর চল্লিশ বছর কামিক্ষে বাস ক'রেছেন। তিনিই ওস্তাদজীর জন্যে আজ দশ পনেরো দিন ধ'রে এমন একটা ধুনোপোড়া তৈরী ক'রেছেন যে, ওস্তাদজীর প্রাণের পীরিত দেশ ছেড়ে তো পালিয়েছেই,—তার ওপোর ব'লে দিয়েছেন, "তুই যার জন্যে পাগল হ'য়েছিলি, সে দু-দশ দিনের

মধ্যেই তোর পায়ের শুকৃতলায় পড়ে ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ লট্‌পটাপট্‌ ক'রে টাউরি খাবে!"

নীর—হা—হা—হা—হা!

সহচরীগণ—হা—হা—হা—হা!

নীর—ছোঁড়া খুব ফন্দী এঁটে এসেছে!

সহ·গণ—তোমাকে নেকী ঠাউরেছে—হা—হা—হা—হা!

নীর—আর তোর কিছু বল্‌বার আছে? বল্‌না—বল্‌না! আমি খুব শুন্‌তে রাজী!

ম্যা—ও দেঁতো হাসি আরও দু'বার দিন একটু হেসে নাও চাঁদ! মুখ দেখে তো বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, প্রাণের ভেতর এই ক'দিনে একটু "ঢাকন্‌ খোলো নাচন্‌ দেখ"—"ঢাকন খোলো নাচন দেখ" ভাব হ'য়েছে।

নীর—তাই নাকি? হয়েছে নাকি?

ম্যা—নিজে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ধনমণি? শাগ দিয়ে আর মাছ ঢাকৃছ কেন? সে এমন বর্দ্ধমেনে বুড়ো নয়? যেমন ঘরে বসে মন্ত্র পড়া আর দিদিমণির মনের মতন বর জোটা, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সিন্ধুকটী খোলা, আর এত কালের ঝঞ্ঝাট এক দিনে চোকা! মাঝের পাড়ার বেম্‌লা দিদির ভাতার বিয়ে ক'রে পর্য্যন্ত মাগের মুখ দেখ্‌তো না! ঠাকুর্দ্দার ধুনুচিতে যেই ধূনো দেওয়া, আর ব'লব কি,—বেম্‌লাদিদির ভাতার রাত্রি দেড়টার সময় তা'র অবিদ্যের বাড়ী থেকে বুনো মোষের মতন ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বেম্‌লাদিদির শোবার ঘরের দরজা ভেঙ্গে একেবারে তার পায়ে দড়াম্‌ ক'রে আছাড়! ঐ কান্তবেণের ছুড়্‌কো মেয়েটা—

নী—চুলোয় যাক্‌—আমাদের ও সব শোন্‌বার দরকার নেই! তুই

তোর ওস্তাদজিকে ব'ল্‌গে যা, এ নীরজাসুন্দরী বড় শক্ত মেয়ে! এখানে তা'র ঠাকুর্দ্দার ধুনোপোড়া স'রষেপড়া চল্‌ছেনা! এ বড় কঠিন ঠাঁই—গুরুশিষ্যে দেখা নাই! বুঝ্‌লি?

গীত।

ম্যানতা—বুঝ্‌বো তোমার জারিজুরি দেখ্‌ব তোমায় চাঁদ;
ঘুঘু দেখেছ দিদিমণি—দেখনিতো ফাঁদ॥

নীরজা ও সহচরী—আরে যা-যা-যা-যা—
কত, হাতী ঘোঁড়া তলিয়ে গেল নেইকো ঠিকানা;
এখন বাকী কেবল দেখ্‌তে রে তোর ন্যাজ্‌কাটা ওস্তাদ॥

ম্যান্—এখন পাল্‌টে গেছে যুগ,—নেইকো আর সে দিন;
মদ্দরা সব হ'চ্ছে খাড়া—মাগীর নাড়ী ক্ষীণ;
যখন, কাঁদ্‌তে হবে লুটিয়ে পায়ে বুঝবে তখন বিধির বাদ॥

নী-ও সহচরী—তেল পুড়বেনা সাতমণ,—
রাধার দেখ্‌বনা নাচন!

সকলে—দেখা যাক্ কে ডোবে ভাসে,
ভাঙ্গুক তবে প্রেমের বাঁধ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকবাড়ী সম্মুখ।

নটবর ও আহ্লাদে।

আহ্লা—আচ্ছা—সত্যি তুমি আমার বাবা ?

নট—বাবা কি আবার মিথ্যে হয় রে বাবা ? এমন হাবা ছেলেও তো কখনো দেখিনি !

আহ্লা—বাবা মিথ্যে হয়না ? সব জিনিষের জাল ভেজাল নকল হয়, বাবার হবেনা কেন ? তুমি যে আমার বাবা—তার প্রমাণ কি ?

নট—এইটেই তো গোলে পড়ে গিয়েছি বাবা ! তোমার মাঠাকরুণ তো স্বর্গে গেছেন, কেই বা তা প্রমাণ করে !

আহ্লা—তা ব'ল্লে চল্‌বে কেন ? একটা প্রমাণ নেই, সাক্ষীসবুদ নেই, ফস্ ক'রে তুমি এসে ব'ল্লে "আমি তোর বাবা," আর আমি তাই ঘাড় পেতে স্বীকার ক'রে নোবো ?

নট—তবে তুই কি বলিস্, আমি তোর জন্মবৃত্তান্ত থেকে এতটা কথা যে সব ব'ল্লুম, তোর দিদিমণির বংশাবলির যে সবে কাহিনী ব'ল্লুম,—সব বাজে ?

আহ্লা—হয় তো শুনে বলেছ !

নট—তোর ঠাকুদ্দা—আমার বাবা—সেটাও কি জাল ?

আহ্লা—বাবাই যখন ঠিক হ'লনা—তখন বাবার বাবা তো "তুড়ুকসে ফুড়ুক যাই !" আমার বাবাতেও খট্‌কা, বাবার বাবাতেও খট্‌কা।

অট—তা হ'লে আমি তোর বাবা নই ?

আহ্লা—হ'লেও হ'তে পার,—না হ'লেও না হ'তে পার। দিদিমণি আসুক্; সে যদি বলে যে,—"হাঁ। এই তোর বাবা,"—তখন তুমি মুদ্দোফরাস্ হ'লেও আমার বাবা,—বাবার বাবার তস্য বাবা—চোদ্দ পুরুষ!

নট—ওরে ব্যাটা—তোর দোষ নেই! এটা কালের ধর্ম্ম! যে বাজার প'ড়েছে—হোম্‌রা চোম্‌রা উপযুক্ত ছেলে বাড়ীতে ব'সেই নিজের বুড়ো বাপ্‌কে ইয়ারদের দেখিয়ে বলে, "ওটা আমাদের বাড়ীর বাজার সরকার!" তা তোর দোষ কি বাবা? ছেলেব্যালা থেকে বাপবেটায় দেখা শুনো নেই, কখনো আমায় জ্ঞানে দেখিস্‌নি, তা এখন বাবা ব'লে স্বীকার ক'র্ব্বি কেন? তবে আমি বর্দ্ধমানে রওনা হই?

আহ্লা—আচ্ছা—সবুর সবুর! আচ্ছা—তুমি আমার বাবা?

নট—হ্যাঁ—মাইরি! বাবা তারকনাথের দিব্যি!

আহ্লা—আচ্ছা—আমাকে দেখে তোমার খুব আনন্দ হ'চ্ছে?

নট—কি আনন্দ হ'চ্ছে, প্রাণের ভেতর কি রকম জগঝম্প বাজ্‌ছে,—তুই একখানা চট্ করে কাটারী নিয়ে এসে বসিয়ে দিয়ে দেখ্—এখুনি দেখ্!। না দেখিস্ তো তোর দিব্যি—অতি বড় কটু দিব্যি! তোর ইষ্টগুষ্টি কুড়িকিষ্টির দিব্যি! যা,—কাটারী নিয়ে আয়—

আহ্লা—বাবা! থামো—থামো—থামো ব'ল্‌ছি! এইবার আমার বিশ্বাস হয়েছে, তুমি আমার বাবা, সত্যিকার বাবা! যখন কাটারি মার্ব্বার জন্যে বুকখানা পেতে দিচ্ছ,—তখন আমি তোমার ছেলে না হয়ে যাইনা, আর তুমি আমার বাবা না হ'য়ে যাওনা! কারণ ছেলে না হ'লে জ্যান্ত বাপের বুকে কেউ কাটারি মার্ব্বে

পারেনা, আর বাপ না হ'লে ছেলের হাতের কাটারিও কেউ অম্লানবদনে হাস্‌তে হাস্‌তে বুকে ধ'র্ত্তে পারেনা।

(নটবরের পিতার প্রবেশ)

নট-পি—ওরে নোটো—কোথায় গেলি বাবা? আমায় একা বাড়ীতে বসিয়ে কোথা স'রে প'ড়্‌লি! আমার যে ভয় ক'চ্ছিল! তোর ছেনাটাও কোথা গেল?

নট—আঃ—তুমি আবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে কেন? আমি একটু নিরিবিলি ছেলের সঙ্গে কথা কইতে এসেছি,—ছেলের চাঁদমুখ খানা একটু সাধ মিটিয়ে দেখ্‌তে এসেছি,—তা'তে বখ্‌রা নিতে এলে কেন বাবা?

ন-পি—আমারও তো ছেলের সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে হয়, আমারও ছেলের তো চাঁদমুখ আছে! ওর জন্যে তোর যেটা হ'চ্ছে, তোর জন্যে আমারও তো সেটা হয় রে বাবা নোটো!

আল্লা—সংসার পথের মাঝেই গুল্‌জার! তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক ফাঁই! একেবারে তিনপুরুষ হাজির! হ্যাঁ বাবা,—ওটী কি তোমার সত্যি বাবা?

নট—তোর কি রকম বোধ হয়!

আল্লা—এককালে হয়তো তোমার বাবা ছিলেন, এখন যে রকম বয়স কাবার করে উনি শ'টকে পার হ'য়েছেন, তাতে উনি তোমার প্রপৌত্র! বাপ্‌! মানুষ এত দিন বাঁচে?

নট—বলিস্‌নি বাবা—খোকা আমার—অমন কথা আমার সামনে বলিস্‌নি! হাজার হোক্ আমার বাবাতো!

ন—পি—ওরে নোটোর ছেনা—আমি এখনও বেঁচে আছি কেন জানিস্

রে শালা? তোর কচি মাগ্‌কে নিয়ে "বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজন" ক'র্ব্বি ব'লে?

নট—কি কর বাবা? আমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, আর তুমি আমার ছেলেকে ঐ সব অকথা ব'ল্‌ছ? বুড়ো হ'য়ে তোমার ভীমরতি ধ'রেছে! যাও—বাড়ীর ভেতর যাও।

ন-পি—না বাবা! বাড়ীর ভেতর এক দল প্যাত্‌না বাসা নিয়েছে!

আহ্লা—প্যাত্‌না কি?

ন-পি—কে জানে দাদা? তা'রা মেয়েমানুষের মতন গান করে, ঝ্যাঁকর্‌ ঝ্যাঁকর্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ক'রে নাচে, আবার আমার কাছে এসে মালকোঁচা মেরে দাঁড়ায়, কত কি বলে কয়!

নট—এ্যাঁ—অ খোকা!

আহ্লা—আরে না না—সে সব আমার সাক্‌রেদ্‌! এই আমারই শিষ্যিসামন্ত।

ন-পি—এ্যাঁ—তারা প্যাত্‌নার ছাঁ নয়? ঠিক ব'ল্‌ছিস্‌?

আহ্লা—বাবা—যাও, ঘরের ভেতর ঠাকুর্দ্দাকে নিয়ে যাও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গণ্ডগোল কোরোনা—

[নটবর ও নটবরের পিতার প্রস্থান।

(ম্যানুতার প্রবেশ)

ম্যা—ওস্তাদজি! ওস্তাদজি! খুব হুঁসিয়ার—খুব হুঁসিয়ার! ঐ দেখ—কে আস্‌ছে দেখ!

আহ্লা—এঁ্যা—তাইতো রে! নীরি যে? এঁ্যা—তাইতো-তাইতো! কি করি বল্‌ দিকি? ভ'ড়্‌কে যাব না তো ম্যানুতা?

ম্যা—খবরদার বল্‌ছি ওস্তাদ, দস্তুর মতন সেই চাল চালো! আর ওদিকে চেওনা, চল—একটু আড়ালে শিখিয়ে পড়িয়ে দিই!

আহ্লা—তাইতো ম্যানুতা, দেখিনি শুনিনি একরকম ছিলুম, আবার দূর থেকে দেখেই পীরিতটা চিড়িক্ মেরে মেরে উঠ্‌ছে যে বাবা!

ম্যা—চল—এখান থেকে! সব মাটী ক'ল্লে রে!

আহ্লা—আচ্ছা—চল্—তুড়ুকসে ফুড়ুক ফাঁই! ঝাঁটা মারো শালার মেয়েমানুষের মাথায়! আমি ঠিক হ্যায় বাবা!

(উভয়ের অন্তরালে গমন)

(নীরজার প্রবেশ)

নীর—কি ব্যাপার কিছুতো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা? সত্যিই কি যাদুমন্ত্রে আমায় বশীভূত ক'ল্লে? নইলে—যে আমার যথার্থই চক্ষুঃশূল, যাকে দেখ্‌লে এক সময় আমার অঙ্গে বিষবৃষ্টি হ'ত, তা'র জন্যে,—তা'কে দেখ্‌বার জন্যে, তা'র সঙ্গে একট কথা কইবার জন্যে, আমার এতটা ছট্‌ফটানি কেন? কিছুতেই মনের বেগ সাম্‌লাতে পাল্লুম না! শেষে বাড়ী ছেড়ে তা'র ব্যাপার জান্‌বার জন্যে একেবারে তা'র দরজায় এসে হাজির? তবে কি—তবে কি আমি আহ্লাদেকে সত্যিই ভাল—ভাল—? নাঃ-তা হ'তেই পারে না! আমি শুধু ব্যাপারটা কি জান্‌তে চাই! আমার বিশ্বাস, একবার সে যদি আমায় দেখে তা হ'লে নিশ্চয়ই সে আমার পায়ে কেঁদে লুটিয়ে প'ড়বে! ঐ যে আহ্লাদে আস্‌ছে—

(আহ্লাদের অন্যমনে প্রবেশ ও বাটী অভিমুখে গমনোদ্যোগ)

আহ্লা—তাইতো—মিছে এতটা পথ গেলুম! জিনিষ কিন্‌তে যাচ্ছি, আমোদে ইয়ারকিতে টাকা নিয়ে যেতে ভুলে গেছি! দরজাটা খুলে দে! ওরে কেষ্টা—ওরে—

নীর—আহ্লাদে! অ আহ্লাদে!

আহ্লা—এঁ্যা—কে—কে—নীরজা? কি মনে ক'রে? এখানে কেন? কোথায় যাচ্ছ? (দ্বারের দিকে) ওরে দরজাটা খোল্, একটা জিনিষ ভুলে গেছি--নিয়ে যাব!

নীর—আহ্লাদে! আজকাল যে আর তোকে দেখ্‌তে পাই না!

আহ্লা—বড় ব্যস্ত দাদা,—ভারি ব্যস্ত! যাব বইকি,—একটু ফুরসুৎ হ'লেই গিয়ে দেখা ক'র্ব্ব! তুম্—তা—না—না—না—না—না— (শিশ্ দেওন) ওরে—দরজা খোল্‌না—.

(দ্বার উদ্‌ঘাটিত ও আহ্লাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ)

নীর—অ আহ্লাদে--একটা কথা—

(জান্‌লা খুলিয়া মুখ বাহির করিয়া আহ্লাদে)

আহ্লা--যাও না বাবা, কেন ঝামেলা বাড়াও! আমার কি আর কাজ কর্ম্ম নেই? আচ্ছা গেছো মেয়েমানুষ যা'হোক্! যাও—

[ভিতরে প্রস্থান।

নীর—জগদীশ্বর! সত্যই আমার দর্পচূর্ণ ক'ল্লে! (রোদন)

(ম্যানৃতার পুনঃ প্রবেশ)

ম্যান্—তোর ওস্তাদের আক্কেলের মুখে আগুন! অবলা সরলা মেয়েমানুষের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার? ছি-ছি-ছি! আজ এক সপ্তাহ ধ'রে পাখী পড়াচ্ছি--যে, একবার ওবাড়ীতে চল! নীরদিদিকে ভালবাস আর না বাস,—একবার দুটো কথা ক'য়ে এস, তা আমাকে ঠাস্ ঠাস্ ক'রে তিন থাপ্পড়! হা তোর ওস্তাদের নিকুচি ক'রেছে!

নীর—ম্যানৃতা! ভাই!

ম্যান্—এঁ্যা—নীরদিদি? তুমি এখান পর্য্যন্ত ছুটে এসেছ? উঃ. দেখেছ—দেখেছ—পুরুষমানুষের আক্কেলটা দেখেছ! মেয়েমানুষটা.

না হয় ভালই বেসে ফেলেছে,—তা'কে এম্নি ক'রে "তুড় কে ফুড় ক্ ফাঁই!"

নীর—ভাই! তোর দুটি হাতে ধ'চ্ছি, তুই একটিবার আহ্লাদেকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব! তুই মনে ক'চ্ছিস্, আমি তা'কে ভালবাসি? না—কখনই নয়! আমি শুধু একবার জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব,—কেন সে আমাকে এমন ক'রে অপমান ক'ল্লে? সত্যি বল্‌ছি, আমি তা'কে ভালবাসিনি! শুধু একবার দেখা ক'রে ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব!

ম্যা—তুমি তা'কে ভালবাস্‌তে যাবে কিসের জন্যে? ঐতো বিশ্রী চেহারা,—মাগো—ওয়াক্! তবে দেখাটা ক'রে কেনই বা মান খোয়াবে?

নীর—না—একবার—একটিবার—তারপর আর ওর মুখদর্শন ক'র্ব্ব না!

ম্যা—আচ্ছা—তুমি এখন বাড়ী যাও! আমি তোমার খাতিরে না হয় একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব!

নীর—তোর হাতে ধ'চ্ছি ভাই—ভুলিস্‌নি!

[নীরজার প্রস্থান।

ম্যা—কেমন ধূলোপড়া ঝেড়েছি বল! পিরীত নিজে কখনো করিনি বটে,—কিন্তু এই বয়সে ওর হাড়হদ্দ সব মেরে দিইছি বাবা! "ছাইতে না জানি—গোড় তো চিনি।" ধন্যি পিরীতের মাচ্‌কুফের।

গীত।

পীরিত! তুমি চিজ্ কি চমৎকার।
তুমি রাং কি সোণা যায় না জানা—
আলো কিম্বা অন্ধকার॥

কারুর ভাগ্যে সুধা তুমি---কারুর ভাগ্যে বিষ,
কারুর প্রাণে আন শান্তি—বাড়াও কারুর রিষ ;
তোমার কৃপায় তেলে জলেও খায় হে কভু মিশ,
(তুমি) ঠাকুর কিম্বা পাগ্‌লা কুকুর—
(তোমায়) দূরে থেকেই নমস্কার ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গৌড়— রাজদরবার।

সিংহাসনে-রাজা বিজয়সেন।

রাজমন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ, অনিলকুমার, বসন্তকুমার, নিরঞ্জন।

রাজা—মন্ত্রী! সওদাগর অনিলকুমার দরবারে উপস্থিত ?

মন্ত্রী—মহারাজ! এই সেই হতভাগ্য যুবক রাজসম্মুখে দণ্ডায়মান।

রাজা—যুবক! আমি তোমার জন্য বিশেষ দুঃখিত। তুমি যে ভীষণ ব্যক্তির কবলে পতিত, দয়ামায়ামমতা তা'র অভিধানে নাই!

অনিল—রাজন্! আপনি সাক্ষাৎ করুণার প্রতিমূর্ত্তি! মর্ত্ত্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি—নরলোকে সাক্ষাৎ দেবতা! ক্ষুদ্র হীন ব্যক্তি আমি, আপনার দাসানুদাস! আমার ন্যায় একজন দীন প্রজার জন্য মহারাজ স্বয়ং যে কুলীরক শেঠাকে অনুরোধ উপরোধ ক'রেছেন, এ অসীম

অনুগ্রহ আমার স্বপ্নাতীত! মহারাজ! আমি নিশ্চয় বুঝেছি যে, আমার প্রতি সে ব্যক্তি আর কিছুতেই প্রসন্ন হবে না! আমি তা'র হস্তে নির্য্যাতন ভোগ কর্ব্বার জন্য এক্ষণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

মন্ত্রী—মহারাজ! ঐ শেঠী মহাশয় স্বয়ং আস্‌ছেন!

[কুলীরকের ছুরিকা ও তৌলদণ্ডহস্তে প্রবেশ।

কুলী—মহারাজের জয় হোক্!

রাজা—কুলীরক! আমার বিশ্বাস,—শুধু আমার নয়,—উপস্থিত সভাসদ্ মণ্ডলী সকলেরই এই বিশ্বাস যে, অনিলকুমারের প্রতি তোমার এই ভীষণ আচরণ কেবল একটা অভিনয়মাত্র। যবনিকাপতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তুমি তোমার এই রুদ্রভাব অকস্মাৎ পরিত্যাগ ক'রে সাক্ষাৎ করুণার প্রতিমূর্ত্তি ধারণ ক'রে অনিলকুমারকে মার্জ্জনা ক'রে মিত্রভাবে তা'কে আলিঙ্গন ক'রে তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব, স্বভাবজাত উদারতা এবং ক্ষমাশীলতায় সমগ্র জগৎকে অতল বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত ক'রবে। কুলীরক! অনিলকুমারকে তোমার জাতশত্রু বিবেচনায় তুমি যে ভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য উদ্যোগী হ'য়েছ, তাতে কেবল যে তোমার ইহলোকে তিনলক্ষ মুদ্রা অকারণে অপব্যয়িত হ'বে, তা নয়;—সেইসঙ্গে একজন বিপন্ন শরণাগত ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট ক'রে তুমি আপনার পরলোকে গতিমুক্তির পথ পর্য্যন্ত নষ্ট ক'র্‌বে! কুলীরক! একবার করুণা-নয়নে হতভাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; ঐ কাতর মুখখানি দেখ্‌লে নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ করুণায় বিগলিত হবে!

কুলীরক—মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে আমি রাজসমীপে আমার সমস্ত কথাই ব্যক্ত ক'রেছি। আমি ইষ্টদেবতার নামে শপথ ক'রেছি, অনিলকুমারের সঙ্গে আমার যে রকম লেখাপড়া হ'য়েছে, আমি ঠিক

সেইমত কার্য্য ক'র্‌ব। মহারাজ! আপনি ধর্ম্মের অবতার! কলিযুগে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র! আমার বিশ্বাস, অবিচার ক'রে আপনি কখনই আপনার পবিত্র রাজসিংহাসন কলঙ্কিত ক'রবেন না! আপনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারেন, কেন আমি আমার তিন লক্ষ মুদ্রার পরিবর্ত্তে অনিলকুমারের অঙ্গের আধসের মাংস কেটে নিতে চাই! আমি দরবারে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি, সেটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছা—আমার সখ,—আমার খুসী! এই উত্তরে কি মহারাজ সন্তুষ্ট হ'লেন? আমি যদি একটা মূষিকের প্রাণ বধ কর্‌বার জন্য দশলক্ষ মুদ্রা অপব্যয়িত করি, তাতে কা'র কি বলবার থাক্‌তে পারে? সখের জন্য মানুষ কি না পারে? আপনার তুচ্ছ সাধ মেটাবার জন্য মানুষ সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্ত হয়! মহারাজ! আপনার প্রশ্নের এইমাত্র উত্তর ভিন্ন আর আমার অন্য উত্তর কিছুই নাই!

বসন্ত—আরে নিষ্ঠুর! বঙ্গেশ্বরের প্রশ্নের এই কি তোমার মনুষ্যোচিত উত্তর? এইরূপ জঘন্য উত্তরে তুমি তোমার পৈশাচিক আচরণের সমর্থন ক'র্‌তে চাও?

কুলী—আমার কার্য্যের কৈফিয়ত আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই!

বসন্ত—কুলীরক! লোকে যা'কে ভালবাসেনা, তা'কে কি প্রাণে বিনষ্ট করে?

কুলী—আর লোকে যাকে প্রাণে বিনষ্ট ক'র্ত্তে পারেনা, তা'কে কি পথে ঘাটে মাঠে শৃগালকুকুরের মতন ঘৃণা করে—অপমান করে?

অনিল—ভাই বসন্ত! কা'র সঙ্গে তুমি তর্ক ক'চ্ছ! কা'কে সুযুক্তির দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা ক'চ্ছ? জান,—ও ব্যক্তি কুশীদজীবী? লৌহে কোমলতা,—অনলে শৈত্য,—বিষ্ঠায় চন্দন-সৌগন্ধ সম্ভব; তবু যে

ব্যক্তি সুদ গ্রহণ ক'রে অর্থোপার্জ্জন করে,—তা'র প্রাণে দয়ামায়া মমতা কখনই থাকৃতে পারে না। সেই জন্যই ব'লৃছি, আর ও ব্যক্তির সঙ্গে বৃথা বাদানুবাদ কোরোনা; অর্থ দিয়ে কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে ওর প্রতিহিংসাসাধন হ'তে ওকে নিরস্ত কর্ব্বার চেষ্টা কোরোনা। ওর যা মনে আছে—ও তাই করুক!

বসন্ত—কুলীরক! এই নাও—তোমার তিনলক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে তোমাকে আমি এখনি ছয়লক্ষ টাকা দিচ্ছি!

কুলী—আমার তিনলক্ষ টাকার প্রত্যেক টাকাটী যদি ছয়লক্ষ টাকা ক'রে আমাকে দাও, তবু আমি তা নোবো না! লেখাপড়ায় যা আছে—আমি তাই চাই!

রাজা—কুলীরক! বাস্তবিক যদি ক্ষমা কথা তোমার অভিধানে না থাকে, তা'হ'লে তুমিও তো কখনো ক্ষমার প্রত্যাশা ক'র্ত্তে পার না!

কুলী—মহারাজ! আমি তো কখনো কোন অপরাধ করিনি, তবে আমি কিসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্ব্ব? লোকে দাসদাসী কিনে আনে, তাদের সঙ্গে শৃগালকুক্কুরের মতন ব্যবহার করে; কেন করে? না,—টাকা দিয়ে কিনেছে ব'লে! মহারাজ কি তাদের ব'লৃতে পারেন—"আহা—কেন বেচারিদের ধ'রে রেখেছ? ওদের ছেড়ে দাও,—ওদের সঙ্গে তোমাদের মেযেছেলের বিবাহ দাও! তোমাদের মতন খেতে দাও, তোমাদের মতন শয্যায় শয়ন ক'র্ত্তে দাও!" মহারাজ তা পারেন না; কেন না—চাকরদাসী তা'রা টাকা দিয়ে কিনেছে ব'লে! মহারাজ! সেই রকম আমিও অনিলকুমারের শরীরের আধসের-মাংস দস্তুরমতন টাকা দিয়ে কিনেছি! সুতরাং ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ ও জিনিষ আমারই প্রাপ্য! আপনি যদি গ্রহণ ক'র্ত্তে না দেন, আপনার সুবিচারে শত ধিক্!

রাজা—মন্ত্রী! আমি তোমায় পূর্ব্বেই ব'লেছি, এ ভীষণ বিচার-কার্য্যভার আমি কোন মতেই বহন ক'র্ত্তে সক্ষম হবনা! তুমি যে বলেছিলে, উত্তরবঙ্গের কে একজন আইনজীবী অনিলকুমারের পক্ষ সমর্থন ক'র্ত্তে এসেছেন, অদ্যকার এ বিচারসমস্যা তিনিই পূরণ ক'র্ত্তে চান,—তাঁকে এইবার দরবারে এসে আসন গ্রহণ ক'র্ত্তে বল।

মন্ত্রী—মহারাজ! সম্বন্ধে সে যুবক আমারি দৌহিত্র! তার তুল্য বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে কখনো কেহই দেখে নি বা শোনেনি! মহারাজের অনুমতি অপেক্ষায় তা'কে আমি দরবার-তোরণকক্ষে বসিয়ে রেখেছি! সঙ্গে তার সহকারীও একজন আছেন।

রাজা—যাও মন্ত্রী,—সমাদরে উভয়কে নিয়ে এস!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

বসন্ত—অনিল! ভাই! কিছু ভয় কোরো না! হৃদয়কে প্রফুল্লিত ক'রে রাখ! যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু শোণিত থাকবে, ততক্ষণ ঐ নরপিশাচ তোমার কেশস্পর্শ ক'র্ত্তে সক্ষম হবে না!

অনিল—ভাই বসন্ত! মরণের জন্য আমি সততই প্রস্তুত! মৃত্যুভয় আমার সত্যই আর নেই! কারণ, মরণকালে আমি তোমায় দেখতে পেয়েছি! তোমার সুসময় আবার ফিরে এসেছে, তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'য়েছে, তুমি মনের মতন পত্নীলাভ ক'রেছ, এ আনন্দ অপেক্ষা কি আমার মৃত্যুভয় প্রবল হ'তে পারে ভাই? এখন আমার এই অনুরোধ, আমার এই শবদেহের সৎকার যেন তোমার দ্বারা হয়,—তাহ'লেই আমি পরমসুখে স্বর্গে যেতে পার্ব্ব!

[কুলীরকের পাদুকার তলদেশে ছুরিকা শাণিত করণ।

বসন্ত—একি কুলীরক! এমন করে ছুরী শাণাচ্ছ কেন?

কুলী—তোমার দেউলে বন্ধুর মাংস কাট্‌ব ব'লে!

নির—জুতোর শুকতলায় কি আর তোমার ছুরীর শাণ দেওয়ার তেমন জুৎ হবে? তা'র চেয়ে—তোমার প্রাণটার ওপোর ছুরী শাণ দিয়ে নাও! খুব জবর ধার হবে! বাবা! পাষাণের চেয়েও যদি কিছু শক্ত জিনিষ থাকে, সে ঐ কুলীরক শেঠীর প্রাণটা!

কুলী—এই যে—তুমি শুদ্ধ জুটেছ! উঃ—কি ব'ল্‌ব—কি ব'ল্‌ব! (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ) আচ্ছা থাক্, আগে তোমার দোস্তের দফা রফা করি,—তারপর——

নির—তারপর আমিও তোমায় দেখে নিচ্ছি! দেখা যাক্—কোথাকার জল কোথায় মরে!

(মন্ত্রীর সহিত বিচারকবেশে প্রতিভাসুন্দরী এবং সহকারী-বেশে যূথিকার প্রবেশ)

মন্ত্রী—মহারাজ! এই সেই যুবক!

প্রতি—মহারাজের জয় হৌক!

রাজা—এস যুবক! আসন গ্রহণ কর! আজ যে গুরুতর কার্য্যের জন্য দরবারে তুমি নিমন্ত্রিত, আমার বিশ্বাস মন্ত্রীর নিকট সে বিষয় তুমি অবগত! আমি রাজ্যেশ্বর হ'য়ে—যথার্থই আজ এ জটীল সমস্যা মীমাংসার দায়ে বিপন্ন! প্রজার প্রতি সুবিচার ক'র্ত্তে রাজা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য! কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্‌ছি—এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যনিরূপণ ক'র্ত্তে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম! যুবক! তুমি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হ'লেও, যখন তুমি আমার মন্ত্রীর আত্মীয়, তখন আমারও পরমাত্মীয়! আজ এ মহাশঙ্কটে তুমি আমায় উদ্ধার কর!

প্রতি—মহারাজ! আমি আপনার প্রজা—আজ্ঞাবাহী দাস! আমাকে এত অনুরোধে প্রয়োজন কি? আমি এখনিই এ সমস্যার মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি,—আপনি প্রকৃতিস্থ হোন্! কৈ—অনিলকুমার আর কুলীরক শেঠী কোথায়?

রাজা-সওদাগর আর শ্রেষ্ঠীমহাশয়! আপনারা সম্মুখে উপস্থিত হোন্!

প্রতি—আপনার নাম কুলীরক?

কুলী--হাঁ। ধর্ম্মবতার,— আমার নাম কুলীরক শ্রেষ্ঠী!

প্রতি—খুব একটা বৈচিত্র্যময় অভিযোগ নিয়ে আপনি দরবার ক'র্ত্তে এসেছেন! সওদাগর মশাই! আপনিই কি ওঁরই দ্বারা বিপন্ন!

অনিল—আজ্ঞে হাঁ।—ধর্ম্মাবতার!

প্রতি—শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের সঙ্গে এ লেখাপড়াটা আপনি অস্বীকার করেন কি? এটা সত্য না জাল?

অনিল—না ধর্ম্মাবতার—জাল নয়! আগাগোড়া সত্য!

প্রতি-তা'হ'লে আপনি যখন অপরাধ স্বীকার ক'চ্ছেন, তখন শ্রেষ্ঠী মহাশয় আপনাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা ক'র্ব্বেন!

কুলী—কেন! কিসের জন্য? কি কারণে ক্ষমা কর্ব্ব? এ অন্যায় জুলুম আমি মান্‌ব কেন?

প্র—জোর জুলুমের সঙ্গে ক্ষমার কোনও সম্বন্ধ নেই শ্রেষ্ঠী মশাই! ক্ষমা স্বর্গের জিনিষ! স্বর্গ হতে পবিত্র মৃতসঞ্জিবনী সুধাবৃষ্টিধারার ন্যায় ক্ষমা পাপপৃথিবীতে পতিত হ'য়ে পৃথিবীর সমস্ত কলুষরাশি বিধৌত করে দেয়! যে ক্ষমা করে, সে ধন্য,—যে ক্ষমালাভ করে সেও ধন্য! কেবল মানুষের নয়, স্বয়ং জগদীশ্বরের মহৎগুণ—ক্ষমা! ক্ষমাভূষণে ভূষিত রাজ্যেশ্বর মণিমুক্তালঙ্কারভূষণে ভূষিত অপেক্ষা

সহস্রগুণ অধিক শোভা পায়! রাজরাজেশ্বরের রাজদণ্ড অপেক্ষা ক্ষমার শক্তি প্রবল! মহতের মহত্ত্ব—রাজার রাজশক্তি—সর্ব্বশক্তিমান জগৎপিতা জগদীশ্বরের মহিমা ক্ষমাতেই পরিলক্ষিত! আমরা প্রত্যহ ভগবান্‌কে পূজা করি—জানু পেতে করজোড়ে তাঁর নিকট প্রার্থনা করি—যেন আমাদের তিনি ক্ষমা করেন! শ্রেষ্ঠী মহাশয়! ভগবান্ যদি ক্ষমা না করেন,—তাহলে পদে পদে অপরাধী আমরা, —আমাদের গতিমুক্তির কি কোনও উপায় আছে? আপনি সুবিচারের প্রত্যাশায় রাজসমীপে উপস্থিত! ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধ'রে সুবিচার ক'র্ত্তে হ'লে—আপনি অবশ্যই সওদাগরের নিকট আপনার প্রাপ্য প্রাপ্ত হবেন! কেবলমাত্র আমাদের এই অনুরোধ,—আপনি হতভাগ্যকে ক্ষমা ক'রে এ যাত্রা নিষ্কৃতি দিন!

কুলী—ক্ষমার কথা বিস্তর হ'য়েছে ধর্ম্মাবতার! আমি বরাবর ব'লে আস্‌ছি,—ক্ষমা ক'র্ত্তে আমি অক্ষম! আমার প্রাপ্য আদায় ক'র্ত্তে আমায় অনুমতি দিন!

প্রতি—সওদাগর মহাশয় কি আপনার টাকা পরিশোধ ক'র্ত্তে অক্ষম?

বসন্ত—ধর্ম্মাবতার! ঋণগ্রস্ত সওদাগরের পক্ষ অবলম্বন ক'রে এই দরবারে আমি ওঁর সমস্ত টাকা দিতে প্রস্তুত! যে টাকা শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের প্রাপ্য—আমি তার দ্বিগুণ টাকা দিচ্ছি! দ্বিগুণ নিয়েও যদি উনি সন্তুষ্ট না হন, আমি দশগুণ দোবো! আমার যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি আমার এই অকিঞ্চিৎকর দেহ পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'র্ত্তেও আমি পশ্চাৎপদ্ নই! এতেও যদি শ্রেষ্ঠী মহাশয় সন্তুষ্ট না হন,—তা'হ'লে বুঝলেম, ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাসাধন করাই ওঁর মুখ্য উদ্দেশ্য! বিচারপতি! আপনার নিকট এইমাত্র আমার ভিক্ষা,—একবার মাত্র বিচারকের পূর্ণশক্তি আপনার আয়ত্তাধীন ক'রে, এই প্রতিহিংসা-

পরায়ণ দুর্জ্জনকে শাস্তি দিন! আপনি কণামাত্র অবিচার ক'রে, একটা মহৎ সুবিচারের কার্য্য করুন! জগদীশ্বর নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল ক'র্ব্বেন!

প্রতি—আপনি কি ব'ল্‌ছেন মশাই? ন্যায়ের আসনে ব'সে আমি অন্যায় ক'র্ব্ব? যে কোন কারণেই হোক্—বিচারক ন্যায়পথ হ'তে তিলমাত্র বিচলিত হ'লে রাজ্যের কখনই মঙ্গল সাধিত হয় না! প্রজাবর্গের প্রাণে কখনই শান্তি থাক্‌তে পারে না! স্বেচ্ছাচারিতা বিচারকের কখনই কর্ত্তব্য নয়!

কুলী—(মহানন্দে) কলিযুগে রামচন্দ্র! সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র আজ বিচার ক'র্ত্তে এসেছেন! জয় বিচারপতির জয়! জয় কলির শ্রীরামচন্দ্রের জয়!

প্রতি—দেখি, আপনাদের কিরকম লেখাপড়া হ'য়েছে!

কুলী—এই নিন্—এই নিন—ধর্ম্মাবতার!

প্রতি—কুলীরক! আপনার তিন লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে আপনি আজ নয় লক্ষ টাকা ইচ্ছা ক'ল্লেই পেতে পারেন! আপনি কি তা নিতে প্রস্তুত নন?

কুলী—পার্ব্ব না—টাকা নিতে পার্ব্বনা! মহাশপথ ক'রেছি—কঠিন শপথ ক'রেছি—জগদীশ্বরের নাম নিয়ে শপথ ক'রেছি! ধর্ম্মাবতার! আমাকে টাকা নিতে ব'ল্‌বেন না! ও কথা শুন্‌লেও আমার মহাপাতক হবে! তুচ্ছ টাকার জন্য আমি মহাপাতক ক'র্ব্ব? বাপ্‌রে—তা পার্ব্ব না—কিছুতেই পার্ব্ব না!

প্রতি—কুলীরক শ্রেষ্ঠী! আইনমত সওদাগর অনিলকুমারের বক্ষঃস্থলের আধসের মাংস আপনার প্রাপ্য বটে! কিন্তু আমার অনুরোধ,—বিপন্নকে দয়া করুন! আপনার টাকার তিন গুণ টাকা আপনি গ্রহণ

করুন! আর আমাকে এই লেখাপড়াটা ছিঁড়ে ফেল্‌তে আদেশ করুন!

কুলী—আমার প্রাপ্য আদায় হ'লে আপনি ও লেখাপড়া সচ্ছন্দে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারেন! বিচারপতি! আপনার সুন্দর চেহারাখানি দেখে মনে হ'চ্ছে, আপনি একজন মহৎ ব্যক্তি! আইনকামুন আপনার খুব ভাল জানা আছে! আপনার সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতাও অদ্ভুত! আপনার বিচার-আসনের দোহাই, ধর্ম্মের দোহাই, ন্যায়ের দোহাই,—আপনি আর বিলম্ব ক'র্ব্বেন না! এখুনি আপনার রায় প্রকাশ করুন!

অনিল—ধর্ম্মাবতার! অধীনেরও বিনীত প্রার্থনা—আপনি শীঘ্র রায় প্রকাশ ক'রে দিন!

প্রতি—তাহ'লে সওদাগর সাহেব—শ্রেষ্ঠী মহাশয়কে আপনি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন!

কুলী—সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি! ধর্ম্মের অবতার! কলির শ্রীরামচন্দ্র!

প্রতি—সওদাগর মশাই! আইনমত আপনি আপনার উত্তমর্ণ কুলীরক শ্রেষ্ঠীকে আপনার বক্ষের আধসের মাংস দিতে প্রস্তুত হোন্! শ্রেষ্ঠী মশাই! আপনি মাংস ওজন ক'রে নেবার জন্য তুলাদণ্ড এনেছেন?

কুলী—এনেছি বইকি ধর্ম্মাবতার! এই যে—

প্রতি—আপনি একজন চিকিৎসককে নিযুক্ত করুন,—সওদাগরের ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব নিবারণ কর্ব্বার জন্য!

কুলী—এঁ্যা—তা—তা—তা'তো লেখাপড়ায় কিছু প্রকাশ করা নেই!

প্রতি—না থাক্‌লেও—আপনাকে তা ক'র্ত্তেই হবে;—কারণ, রক্তস্রাবের জন্য আপনার অধমর্ণের জীবনসংশয় হ'তে পারে!

কুলী—তা আমি কি জানি? আমি মাংস কেটে নিতে আদেশ পেয়েছি, মাংস কাট্‌বো! ও সব বাজে কথা আমি শুন্‌তে চাই না! এই-বার—এস তো চাঁদ—(ছুরিকাহস্তে অনিলকুমারের প্রতি ধাবমান)

প্রতি—স্থির হোন্ শ্রেষ্ঠী মশাই! এখনও আমি সম্পূর্ণ রায় প্রকাশ ক'রিনি! আপনাদের যেরূপ লেখাপড়া হ'য়েছে, আইনমত ঠিক সেইরূপ কার্য্য ক'র্ত্তে আপনি বাধ্য! লেখাপড়ায় স্পষ্ট প্রকাশ আছে, আপনি কেবলমাত্র সওদাগরের অঙ্গ হ'তে আধসের মাংস পাবেন! কিন্তু তা'র সঙ্গে ওঁর দেহের একবিন্দু শোণিত আপনি কিছুতেই পাবেন না! আপনি আইনমত সচ্ছন্দে মাংস কেটে নিন্; কিন্তু সেই মাংস কাট্‌বার সময় যদি আপনি হিন্দুর দেহের এক ফোঁটাও শোণিতপাত করেন, তা হ'লে আইনমতে আপনার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'বে!

নির—সাক্ষাৎ রামচন্দ্র! কলির শ্রীরামচন্দ্র! ধর্ম্মের অবতার! জয় বিচারপতির জয়! জয় কলির শ্রীরামচন্দ্রের জয়!

কুলী—এঁ্যা—এঁ্যা—এ কি হোলো? আইন কি এই রকম বাঁকা-চোরা নাকি? এঁ্যা!

প্রতি—আপনি সুবিচারের প্রত্যাশায় রাজদরবারে অভিযোগ ক'রে-ছিলেন,—সুবিচারের জন্য ব্যস্ত হ'য়েছিলেন, আপনি ঠিক সুবিচারই পাবেন, সেজন্য কোনও চিন্তা নাই!

নির—রামচন্দ্র—শ্রীরামচন্দ্র! সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! শেঠী মশাই,—কি রকম সুবিচারের বহর—একবার মেপে নিন্!

কুলী—তবে কাজ নেই আর এ সব হ্যাঙ্গামে! দিন্ আমার তিনগুণ টাকা! আমি সওদাগরকে ছেড়ে দিচ্ছি!

বসন্ত—এই নিন্—আসুন!

প্রতি—স্থির হোন্;—শ্রেষ্ঠী মশাই টাকা চান্ না—সুবিচার চান; সুতরাং ওঁকে পূর্ণমাত্রায় সুবিচারের ফলভোগ ক'র্ত্তে দেওয়া হবে!

নির—শ্রীরামচন্দ্র! সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র! শ্রেষ্ঠী মশাই! একবার শ্রীরামচন্দ্রের জয় জয়কার করুন! আমার যে গলা ভেঙ্গে গেল!

প্রতি—শ্রেষ্ঠী মশাই! আর অযথা বিলম্ব ক'রবেন না! মাংস কাটুন! শুধু যে একফোঁটা রক্তপাত ক'র্তে পাবেন না, তা নয়;—আধসের মাংস আপনাকে একেবারে কেটে নিতে হবে! আপনি যে একটু একটু ক'রে কাট্‌বেন,—তা পাবেন না! আর সেই আধসের মাংসের যদি একটুখানি কম কিম্বা বেশী কাটেন, আপনার প্রাণদণ্ড হবে, এবং সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে!

কুলী—আমার আসল টাকাটা দিয়ে দিন্ ধর্ম্মাবতার! আমি আর কিছু চাই না,—আমি এখনি চলে যাচ্ছি!

প্রতি—প্রকাশ্য দরবারে মহারাজের সম্মুখে আপনি যখন একবার টাকা নিতে অস্বীকার ক'রেছেন,—তখন এক কপর্দ্দকও আপনি পেতে পারেন না!

নির—রামচন্দ্র! সাক্ষাৎ রামচন্দ্র! শেঠী মশাই! বড্ড কথাটা শিখিয়ে দিয়েছেন! আপনাকে দু'শো ধন্যবাদ!

কুলী—তা হ'লে কি আমি আসল টাকাও পাবনা?

প্রতি—এক কপর্দ্দকও না! আপনি সুবিচার চেয়েছেন, সুবিচার নিন!

কুলী—উচ্ছন্ন যাক্ সুবিচার! আমি চল্লুম—

প্রতি—যাবেন কোথায়? দাঁড়ান,—এখনও আমার বিচারকার্য্য শেষ হয়নি! মহারাজ? এই কুলীরক শ্রেষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর একটী বিশেষ অভিযোগ এই যে, ইনি একজন নিরীহ ব্যক্তির প্রাণহানি কর্ব্বার চেষ্টা ক'রেছিলেন! অতএব মহারাজ! এই নরঘাতীর

যে শাস্তি উপযুক্ত আপনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তার বিধান ক'রতে বাধ্য!

রাজা—নিশ্চয়ই! আমি এ নরপিশাচের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান ক'ল্লেম!

কুলী—মহারাজ! মহারাজ। দোহাই আপনার,—হতভাগাকে ক্ষমা করুন!

রাজা—কুলীরক! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পরকে ক্ষমা কর্ব্বার জন্য যখন তোমায় সকলে মিলে অনুরোধ ক'চ্ছিলেম, তখন তুমি ক্ষমার কথা জিহ্বাগ্রে স্থান দাওনি! এখন কোন্ মুখে সেই ক্ষমা নিজের জন্য প্রার্থনা ক'চ্ছ? ভাল—আমরা তোমায় আজ দেখাব যে, এই পৃথিবীতে "ক্ষমার" মর্য্যাদা আমরা যথার্থই রক্ষা করি কি না! তোমার প্রাণদণ্ডাদেশ আমি প্রত্যাহার ক'ল্লেম বটে; কিন্তু, জরিমানাস্বরূপ তোমার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ সওদাগরকে তোমায় দিতে হবে এবং অপর অর্দ্ধাংশ রাজ-কোষভুক্ত হবে!

কুলী—মহারাজ! তা হ'লে আমার প্রাণদণ্ড হওয়াই কর্ত্তব্য! আমার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে আমাকে জীবিত রাখবার প্রয়োজনই বা কি?

প্রতি—সওদাগর মশাই! আপনি কিছু কথা কইছেন না কেন? শ্রেষ্ঠী মশাইকে কি দণ্ড দিলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, তা প্রকাশ ক'রে বলুন!

অনিল—বিচারপতি! আপনার নিকট আমি এইটুকু প্রার্থনা করি, আপনি হতভাগ্য শ্রেষ্ঠীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা যেন না করেন! আপনিই ব'লেছেন—""ক্ষমাই" মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম!

প্রতি—ক্ষমা ওঁকে একেবারে করা যেতে পারে না,—কারণ তা হ'লে অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়! আর মহারাজ যে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ক'ল্লেন,—তা'হ'তেও ওঁকে কিছুতেই একেবারে মুক্তি দেওয়া হ'তে পারে না! তবে—ওঁর নিজের যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যত অর্থ প্রয়োজন,—সেই অর্থটুকু ওঁকে দেওয়া হবে!

রাজা—আমি ওর সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ বাজেয়াপ্ত কর্ব্বার কথা ব'লেছি, সেটা শ্রেষ্ঠী মহাশয় নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাখ্‌তে পারেন, আর অপর অর্দ্ধাংশ এখনই সওদাগরকে লেখাপড়া ক'রে দেবার ব্যবস্থা করা হোক্!

অনিল—নরনাথ! আপনার উপর কথা কওয়া আমার ধৃষ্টতামাত্র! তবে আমার একটী বিশেষ আবেদন আছে,অনুমতি হয় ত ব্যক্ত করি!

রাজা—সচ্ছন্দে ব্যক্ত ক'র্ত্তে পারেন!

অনিল—মহারাজ! কুলীরক শ্রেষ্ঠীর যূথিকা নামে এক কন্যা আছে,—আমার এই বন্ধু নিরঞ্জনের সঙ্গে তার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হ'য়ে গেছে।

কুলী—মহারাজ—মহারাজ! আমার কন্যাকে ওরা চুরি ক'রে নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে! আমার বিস্তর অর্থ সেই সঙ্গে চুরি ক'রেছে!

প্রতি—দরবার বিচারস্থল,—এখানে চীৎকার করা আপনার কর্ত্তব্য নয়,—বিশেষ মহারাজের সম্মুখে।

রাজা—সওদাগর! আপনি কি ব'লছেন—বলুন।

অনিল—মহারাজ! কুলীরক শ্রেষ্ঠির পত্নী মনোমত পাত্র নির্ব্বাচন ক'রে তার কন্যার সহিত গোপনে বিবাহ দিয়েছে! উভয়ে উভয়কে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে জেনে শ্রেষ্ঠীগৃহিণী এই

বিবাহকার্য্য সম্পন্ন ক'রেছেন! কিন্তু কুলীরক শ্রেষ্ঠী পত্নীর মৃত্যুর পর এ বিবাহ অস্বীকার করেন এবং কন্যাকে চির-কুমারী রাখ্‌বার মতলব ক'রে রেখেছেন! সুতরাং ওঁর কন্যা স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত বাস কর্ব্বার জন্য পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'রে এখন বিশ্বমঞ্চে গিয়ে অবস্থান ক'চ্ছেন!

মন্ত্রী—মহারাজ! এ বিষয় আমি স্বয়ং অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি, নিরঞ্জনকে কুলীরক শ্রেষ্ঠীর কন্যা যূথিকা স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ ক'রেছেন!

রাজা—সেতো খুব ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হ'য়েছে! এ ক্ষেত্রে কুলীরকের কোনও অভিযোগ কর্ব্বার কারণ নাই!

অনিল—অতএব আমার এই প্রার্থনা, কুলীরক শ্রেষ্ঠীর সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ আমাকে প্রদান কর্ব্বার ব্যবস্থা হয়েছে, সেই অর্দ্ধাংশ ওর কন্যাজামাতাকে দেওয়া হউক! তা হ'লেই আমরা সকলে সুখী হব!

রাজা—কুলীরক! এ বিষয়ে তুমি আর কোনরূপ আপত্তি ক'ল্লে এখনই তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হবে! মন্ত্রী! তুমি স্বয়ং এই কার্য্যের ভার গ্রহণ কর! অদ্যকার সভা ভঙ্গ হোক্! আসুন বিচারপতি! আজ সকলে আপনারা আমার অতিথি! আমি স্বয়ং অতিথিসৎকারের ভার গ্রহণ ক'ল্লেম!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বিল্বমঞ্চ—বৈঠকবাটীর সম্মুখ।

নটবরের পিতা ও আহ্লাদে।

ন-পি—হ্যাঁরে অহ্লাদে! একটা টুকটুকে ছুঁড়ী রোজ তোকে খুঁজতে আসে,—ওটা কে?

আহ্লা—ছুঁড়ী? আমাকে খুঁজতে আসে? কই—না!

ন-পি—আরে—না কিরে শালা! রোজ এসে এই দরজার সাম্নে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তুই তার সাড়া পেলেই ঘরের ভেতর গিয়ে দোর এঁটে বসে থাকিস্! কি রকম বল দিকি?

আহ্লা—চুপ্-চুপ্-ঠাকুরর্দ্দা! ওকথা আর মুখে এনোনা!

ন-পি—কেন!

আহ্লা—আরে সেটা একটা পেত্নী!

ন-পি—বলিস্ কি?

আহ্লা—আর বল্‌ব কি! সেটা আমাকে পাবার জন্যে ছোঁক্‌ছোঁক্ ক'রে বেড়াচ্ছে!

ন-পি—আর তুই শালা লুকিয়ে রইছিস্? তোর এমনি আক্কেল? ওরে শালা! লুকিয়ে থাক্‌লেই কি পেত্নীর হাত থেকে নিস্তার পাবি? সে যখন তোকে পাবে ব'লে মনে ক'রেছে,—একদিন অন্ধকারে ধ'র্ব্বে, আর থপ্ করে ঘাড়ের ওপর চেপে বস্‌বে!

আহ্লা—এঁ্যা—বল কি ঠাকুর্দ্দা? ঘাড়ে চাপ্‌বে? ওরে বাবারে—সেই জন্যইতো বাড়ী থেকে বেরুইনি!

ন-পি—যেখানেই থাক দাদা—ও হাওয়া হ'য়ে উড়ে তোমার কাঁধে জুড়ে ব'স্‌বে! ও রকম মতলব করিস্‌ নি!

আহ্লা—তা হ'লে কি করা যায় বল দিকি!

ন-পি—ধরা দে! তারপর ঘাড়ে পিঠে যেখানে ওর চড়বার চড়ুক!

আহ্লা—তারপর আমার রক্ত শুষে খাক্!

ন-পি—তাতো খাবেই!

আহ্লা—আমি যে ম'রে যাব!

ন-পি—তোর পুনর্জ্জন্ম হবেরে শালা! পেত্নীতে রক্ত খাবার জন্মেইতো তোর মতন ভূতের শরীরে রক্ত সৃষ্টি হ'য়েছে! নইলে কি আমার মতন বুড়োর রক্ত ওরা খাবে—না ছোবে?

আহ্লা—না ঠাকুর্দ্দা—আমি রক্ত খেতে দিতে পার্ব্ব না! আমার ঘাড়ে এত রক্ত নেই!

ন-পি—তোর বাবার বাবা পার্ব্বেরে শালা! পেত্নীর সঙ্গে লুকোচুরী? চল্—আমার সঙ্গে চল্—আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—চল্।

আহ্লা—সে কোন্ গাছে থাকে তা জান?

ন-পি—কোন্ গাছে?

আহ্লা—ঐ তালগাছের মট্‌কায়!

ন-পি—চল্‌না—খড়া বেয়ে উঠিগে! দিব্যি বড় বড় তালপাতার আড়ালে প্রেম করা যাবে! সে ভারি মজা!

আহ্লা—ঠাকুদ্দা! ঠাকুদ্দা! চল—ঘরের ভেতর শাগ্‌গির চল! বাবাকে ঐ পেত্নী পেয়েছে, চল্—চল্—আঃ—এস না!

(টানাটানি করণ)

ন-পি—ওরে ছাড়্‌ ওরে শালা আবাগের ভূত!

(নটবরের পিতাকে টানিয়া লইয়া আহ্লাদের ভিতরে প্রবেশ)

(নটবরের ও নীরজার প্রবেশ)

নট—আহ্লাদেটা তো বড় পাজী-ছুঁচো নেমকহারাম! একেবারে মনিব বাড়ীমুখো হয় না?

নীর—আজ দু'মাস সে পথ মাড়ায় নি! কুমারী তার ওপোর সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মামার বাড়ী চলে গেছেন!

নট—তুমি কে—মালক্ষ্মী?

নেপথ্যে আহ্লাদে—ও পেত্নী—পালিয়ে এস বাবা!

নট—এঁ্যা—বলিস্ কিরে?

নেপথ্যে ন-পি—পেত্নীটাকে ধরে নিয়ে আয় নোটো!

নীর—শুনছেন মশাই? কি বলছে? আমি ডাকতে এলেই আমাকে এই রকম অপমান করে!

নট—তা—তুমি পেত্নী—কি বল্লে?

নেপথ্যে আহ্লা—বাবা! শিগিগর পালিয়ে এস!

নট—এঁ্যা—বলিস্ কিরে? রাম রাম রাম!

নীর—মশাই! শুনুন না!

নে—আহ্লা—বাবা! এখুনি ঘাড়ে চাপ্‌বে! দেখ,—হাত পা চালছে!

নট—ওরে—তাইতো রে—কি পেত্নীরে বাবা! [নটবরের বেগে প্রস্থান।

নীর—নাঃ—আর এত অপমান সহ্য হয়না! আর না,—আজ কুমারী এলে আত্মহত্যার ব্যবস্থা ক'র্তেই হবে! হা জগদীশ্বর! আমার অদৃষ্টে এই লিখেছিলে? দর্পহারী! খুব দর্প আমার চূর্ণ ক'রেছ!

[প্রস্থান।

(অনিলকুমার, বসন্তকুমার ও নিরঞ্জনের প্রবেশ)

অনিল—বল কি? দরবারে অতক্ষণ থেকেও তোমরা কেউ চিনতে পারনি?

বসন্ত—একটু একটু সন্দেহ হ'য়েছিল বটে, কিন্তু অসম্ভবকে কি ক'রে সম্ভব মনে করি!

নির—আমি ভাই যেন একটু থতমত খেয়ে গেছলুম! চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি,—ঠিক সেই মুখ, সেই চোক্—সেই হাসি—সেই চাহনি! কিন্তু তবু কিছুতেই "যূথিকা" ব'লে বিশ্বাস ক'র্ত্তে সাহস হ'লনা! আর কোথা থেকেই বা হবে? কোথায় বিল্বমঞ্চ আর কোথায় গৌড়! সেখানে এঁরা যাবেন কেমন করে?

অনিল—না—তা কখনই হ'তে পারেনা! তোমাদের অলীক সন্দেহ! কিন্তু একটা অন্যায় কাজ হ'ল;—আস্‌বার সময় বিচারপতির সঙ্গে একবার দেখাটা পর্য্যন্ত করা হ'লনা!

বসন্ত—সেতো আর আমাদের দোষ নয়! আমরা তো তার জন্য প্রাণপণ ক'ল্লুম! মন্ত্রী মহাশয়ের এত খোসামোদ ক'ল্লুম—তিনিও তো আমল দিলেন না!

নির—তাঁরও তো বিশেষ অপরাধ নেই! তিনি বুড়োমানুষ,—তিনি কি আমাদের কাছে মিথ্যা কথা কইলেন? বিচারকার্য্য শেষ হবামাত্রই বিচারপতি স্বদেশে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ফিরে গেছেন; কাজেই—দেখা কর্ব্বার অবকাশও হ'লনা!

(উপরে নটবর ও আহ্লাদের জানালায় প্রবেশ)

নট—হুজুররা এসেছেন?

আহ্লা—আসুন—আস্তাজ্ঞে হোক্!

বসন্ত—কিহে নটবর! খবর কি?

নট—বাড়ীর ভেতরে আসুন—ব'ল্‌ছি!

নির—ব্যাপার কি? আমরা নীচে দাঁড়িয়ে রইলুম—আর তোমরা বাপব্যাটায় ওপোর কোটায় দাঁড়িয়ে!

আহ্লা—শুধু বাপ ব্যাটা নয়—একটী ঠাকুর্দ্দাও আছেন! একেবারে তিনপুরুষ!

বসন্ত—ছি—ছি—নটবর! তোমার আচরণে আমরা বড় দুঃখিত হলুম—

নট—আজ্ঞে দিনদুপুরে পেত্নীর আচরণে আমরা বড় ভীত হ'লুম—

নির—পেত্নী? পেত্নী কি হে?

আহ্লা—আজ্ঞে—ভেতরে আসুন না!,

(নটবরের পিতার প্রবেশ)

ন—পি—আজ্ঞে—ও বাপ্ ব্যাটা—দু' গুণ্ডটাই সমান! আসুন আপনারা,—ভেতরে চলে আসুন!

নট—সেতো অনেকক্ষণ ধ'রেই বল্‌ছি!

অনিল—চল হে—ভেতরেই যাওয়া যাক্! একটা কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপার নিশ্চয়ই ঘটেছে!

(সকলের বাটীর মধ্যে প্রবেশ)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যানবাটী।

নীরজা, প্রতিভাসুন্দরী, যুথিকা ও ম্যানৃতা।

প্রতি—আহ্লাদেটা এমন? সেই পর্য্যন্ত এবাড়ীতে একবার পা দিলেনা?

ম্যা—পা দেওয়া চুলায় যাক্—এবাড়ীর হাওয়া যতদূর পর্য্যন্ত যাচ্ছে,—ততদূর পর্য্যন্ত ওস্তাদ যাওয়া-আসা ছেড়ে দিয়েছে!

প্রতি—কারণটা কি?

নীর—কারণ—আমি! আমাকে বিদায় না ক'ল্লে—তুমি আর তাকে পাচ্ছনা! তা—আমিও বিদায় হব! তোমাদের বিয়েটা হ'য়ে যাক্!

যুথি—ওঃ—পুরুষমানুষেরও এত গুমোর!

ম্যা—সে কথা আর বোলোনা ছোট্দিদিমণি! নীরদিদি দুবেলা বৈটকবাড়ীর দরজায়—না না,—আর ওকথা তুলে কাজ নেই!

প্রতি—নীরি কি তা'কে ডাকৃতে যেতিস্?

নীর—(নিরুত্তর)

যুথি—তাইতেই সর্ব্বনাশ! তেষ্টা না এগিয়ে—জল এগোতেই এই প্রলয়!

প্রতি—ম্যান্‌তা! তুই একবার যা! আমি বিল্বমঞ্চ থেকে ফিরে এসেছি—আমি তাকে ডাকৃছি—একথা একবার ব'ল্‌গে যা! এতেও যদি না শোনে—অগত্যা আমি নিজেই যাব—

(চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া আহ্লাদের প্রবেশ)

আহ্লা—আরে বাপ্‌রে—তুমি যাবে কি দিদিমণি? আমি তোমার গোলামকি গোলাম! যেই কাকের মুখে শুনিছি—তুমি এসেছ,—অমনি তুড়ুক্‌সে ফুড়ুক ফাঁই!

প্রতি—হ্যাঁরে আহ্লাদে—তোর কি এই আক্কেল?

আহ্লা—সে সব একদিন তোমায় আমায় নিরিবিলি বসে হবে এখন! এখন আর গণ্ডগোল ক'রে কাজ্‌নি! তা, আমায় ডাকৃছ কেন?

প্রতি—চোখে কাপড় দিলি কেন? আমার মুখ দেখ্‌বিনি?

আহ্লা—তোমার মুখ তো আমার চোখের পাতায় আঁকা! আরও সব কে কে অযাত্রা আছে—কাজ কি তা'র মুখ দেখে?

যুথি—অযাত্রা কে ? আমি ? আমার মুখ দেখ্‌বেনা ?

আহ্লা—তোমার মুখ্‌ না দেখ্‌লে যে আমার গঙ্গাযাত্রা হয়ে যাবে ! তোমার মুখ দেখাইতো আমার জীবনের প্রধান সুখ !

যুথি—আমি কে বল দিকি ?

আহ্লা—চিনিনা ! নিশ্চয়ই আমার মেজদাদা কিম্বা সেজদাদা !

যুথি—দাদা ? আমি কি পুরুষমানুষ ?

আহ্লা—তুমি পুরুষমানুষও নয়—মেয়েমানুষও নয় ?

যুথি—ওমা—অ দিদি—এ বলে কি ?

আহ্লা—তুমি একটী জ্যান্ত বাঁশী ! চেহারাও দেখ্‌তে পাচ্ছিনা—অথচ বেড়ে গলার আওয়াজ পাচ্ছি !

প্রতি—সত্যি কি তুই চখের কাপড় খুলবিনা ?

আহ্লা—এক আধজন বাজে লোক আছে—সরিয়ে দাও দিদিমণি ! তুড়ুকসে ফুড়ুকফাঁই করে চখের কাপড় খুলে ফেলি !

নীর—আচ্ছা—আমি চলে যাচ্ছি—

আহ্লা—(কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ওঃ—কাণে আঙ্গুল দিয়েও সান্‌ছেনা ! দিদিমণি ! আমি বিদাই হই—কিছু মনে কোরোনা !

প্রতি—হ্যাঁরে আহ্লাদে ! অবলার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার তোর কি উচিৎ ? আহা—দেখ্‌ দিকি—কেঁদে কেঁদে ভেবে ভেবে—বেচারি শুকিয়ে গেছে ! আর ছেলেমানুষি করিস্‌নি—

আহ্লা—অমন ঢের শালা কাঁদে,—কি বলিস্‌ ম্যানতা ? কৈ রে,—তুই এখানে আছিস্‌ তো ?

ম্যান্‌তা—উঁহুঁ ! (নীরজার প্রতি) নীরদিদি ! ছেরাদ্দ বড্ড গড়াচ্ছে ; তুমি চুপি চুপি নিজেই মেটামিটি ক'রে নাও !

নীর—কি ক'র্ব্ব বল ? কুমারী ! দিদি ! ম্যান্‌তা ভাই ! আমায়

যা ক'র্ত্তে ব'লবে—আমি তাই ক'র্ত্তে রাজি আছি! এই আমি আহ্লাদের পায়ে ধ'চ্ছি! আহ্লাদে! আহ্লাদে! আমায় মাপ কর্—

আহ্লা—কভি নেই—তোম্ চলা যাও! দিদিমণি! হাম্ গঙ্গা নাইকে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ত্তে যাতা হ্যায়—

প্রতি—আহ্লাদে—অত দর্প করিস্‌নি! স্ত্রীলোককে অত হেনস্থা করিস্‌নি! ভগবান কা'রও দর্প রাখেন না—

(বসন্তকুমার, নিরঞ্জনের প্রবেশ)

বসন্ত—ঠিক বলেছ প্রতিভা! ভগবান সত্যই কা'রও দর্প রাখেন না! পুরুষমানুষ আমরা—স্ত্রীলোকের অপেক্ষা বিদ্যা—বুদ্ধি দৈহিক শক্তি প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমরা শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে মনে দর্প ক'রে থাকি! কিন্তু অবলা রমণী তুমি,—তোমার অলৌকিক বুদ্ধি বিদ্যা প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বে শুধু আমরা তোমার নিকট পরাস্ত নয়,—তোমার জন্য একটা মূল্যবান জীবন রক্ষা হ'ল;—তোমার কৃপায় আমরা আজ প্রাণে স্বর্গের সুখ শান্তি অনুভব ক'র্ত্তে সক্ষম হলেম! প্রতিভা! প্রতিভা! তুমি ছদ্মবেশে স্বর্গের দেবী!

প্রতি—কি ব'লছ তুমি? আমরা তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা!

যূথি—অনেক দূর থেকে এসেছেন;—বোধ হয় মকদ্দমায় জয় হয়েছে,—তাই ফূর্ত্তিতে অনেক বাজে কথা ব'লছেন!

নির—আর চালাকী চ'লছেনা—একেবারে বামালশুদ্ধ ধরা প'ড়ে গেছ! ঐ দেখ—কে আস্‌ছেন—

(রাজমন্ত্রী ও অনিলকুমারের প্রবেশ)

রাজ—নাত্‌নি! কিছু মনে করিস্‌নি! নাতজামাই বড় কান্নাকাটী ক'র্ত্তে লাগলো—তাই সমস্ত প্রকাশ ক'রেছি!

অনিল—দেবী! আপনি আমার জীবনদাত্রী—আমার প্রণম্যা! অধমের প্রণাম গ্রহণ করুন!

প্রতি—ছি-ছিসওদাগর মশাই! অমন কথা ব'ল্‌বেন না! আপনি আমার স্বামীর বন্ধু! ওঁর মুখে শুনেছি,—শুধু আপনি ওঁর বন্ধু নন, —ওঁর সহোদরের অধিক—ওঁর পিতৃতুল্য! বন্ধুর জন্য অকাতরে আপনি জীবন উৎসর্গ ক'র্ত্তে বসেছিলেন,—এ মহত্ত্ব মানবে সম্ভব, তা জান্‌তুম না!

রাজ—নাত্‌নি! এই তোর ভগ্নী যূথিকার বিষয়সম্পত্তি কুলীরক শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে লেখাপড়া ক'রে নিইছি!

যূথি—বাবার সঙ্গে একবার দেখা হবেনা?

নির—দেখা না ক'রে ছাড়বে কে? দু'চারদিন যাক্,—রাগটা পড়ে আসুক,—তারপর একসঙ্গে গিয়ে দেখা ক'র্ব্ব এখন—

রাজ—তাহ'লে বিবাহকার্য্যটা আর বাকি থাকে কেন? আমার তো বেশীদিনের ছুটী নয়!

আহ্লা—হ্যাঁ—বিয়েটা তাড়াতাড়ী হ'লেই সব দিকে মঙ্গল!

বসন্ত—আরে এ আবার কে! নটবরের ছেলে নয়? এ এমন ক'রে চখে কাপড় বেঁধেছে কেন?

আহ্লা—বাতশ্লেষ্মাবিকারে চোখ খারাপ হ'য়েছে!

প্রতি—ওর কথা বল কেন? এই নীরজা আমার ভগ্নী—ওর জন্যে ম'র্ত্তে ব'সেছে,—এ হতভাগা ওকে কি রকম হেনস্থা যে ক'চ্ছে—তা আর বলবার কথা নয়!

বসন্ত—আহ্লাদে! এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক,—তুমি এঁকেই পেত্নী ব'ল্‌ছিলে?

আহ্লা—সুন্দরী ব'লে আপনার মনে হয়—দিদিমণির সঙ্গে ওটাকে "ফাউ"—স্বরূপ গ্রহণ করুন না!

অনিল—ছি ভাই! স্ত্রীলোকের দেবী অংশে জন্ম! স্ত্রীলোককে অপমান ক'ল্লে—দেবীর অপমান করা হয়! আমার অনুরোধে তুমি ওকে বিবাহ কর—তোমার মঙ্গল হবে!

আহ্লা—আরে পেত্নী বিয়ে ক'ল্লে আমার বাবা—আমার ঠাকুর্দ্দা—এরা কি আমায় ঘরে ঢুক্‌তে দেবে?

(নটবর ও তাহার পিতার প্রবেশ)

নট—ফের্ পেত্নী ব'ল্‌ছিস আবাগের ব্যাটা? ও আমার মা লক্ষ্মী! তোর বাবার—বাবার—তস্য বাবার ভাগ্যি,—ওর সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয়!

ন-পি—আর তুই বিয়ে না ক'রিস—এই আমি ওকে বিয়ে ক'রে নিয়ে চল্লুম! আয় তো দিদি—উঠে আয়! তোর হাতটা দেতো—(নীরজার হস্তধারণ) চোখ খোল্ শালা—

নট—চোখ খোল্ ব'ল্‌ছি—ব্যাটা! পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন ক'ল্লে এখুনি আমি গলায় দড়ী দোবো,— তোর পিতৃহত্যা—গোহত্যার পাতক হবে!

আহ্লা—আচ্ছা-বাবা—আর বিকট চীৎকার কোরোনা—এই চোখ্ খুল্‌ছি!

ন-পি—এই নে—এর দুটো হাত ধর্! ধ'রে চোখ্ চা! চেয়ে বল্—

"পীরিত ক'র্ব্ব কিরে প্রাণ!
তুমি যেমন জলার পেত্নী আমি তেম্নি হনুমান!"

আহ্লা—আঃ—কি কর ঠাকুর্দ্দা—বাবা র'য়েছে যে!

নট—আহা—বুড়োমানুষ—বলুক্ গে!

প্রতি—নীরজা! আহ্লাদেকে বিবাহ ক'রে পরম সুখে দিনযাপন কর! আহ্লাদে! একদিন ব'লেছিলে—নীরজা ভিন্ন তোমার জীবনে সুখ নেই! তুমি যেমন ওকে ভালবাস—ও তোমায় সেই রকম ভালবাসে! এখন তো তার প্রমাণ পেলে?

ম্যা—ওস্তাদ! ম্যানৃতাকে এইবার একটু গুরু ব'লে মেনো!

আহ্লা—তুমি আমার মহাগুরু! তোমার পায়ের চন্নমেত্তর একটু করে খাব—আমার প্রমাই বৃদ্ধি হবে!

রাজমন্ত্রী—প্রতিভা! বসন্তকুমার তোমারই উপযুক্ত স্বামী! বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদে তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ করে পরম সুখে দিনযাপন কর! এস—আমি তোমাদের মিলন করিয়ে দিই!

অনিল—ভাই বসন্ত! দুর্ভাগ্যও যেমন কখন একা আসেনা, সৌভাগ্যও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুখসম্পদ নিয়ে আসে! আমার যে জাহাজ নষ্ট হবার সংবাদ পেয়েছিলেম, যে খানি আস্‌তে বিলম্ব হওয়াতে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছিল,—সে জাহাজ নিরাপদে সপ্তগ্রামের বন্দরে উপস্থিত হয়েছে! শুধু তাই নয়—তার সঙ্গে অপর পাঁচখানি জাহাজ নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই এসে উপস্থিত হ'য়েছে! সিংহল রাজ্যের এক বহুমূল্য মুক্তার মালা আমি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ আমার জীবনদাত্রীকে প্রদান ক'ল্লুম!

(সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

প্রেমের তরু মুঞ্জরিল দেখলো কেমন!
যতনে প্রেমবারি তায় আয় করি সেচন॥

নবীন প্রেমের ধারা,
দেখে প্রাণ মাতোয়ারা,

প্রেমকুঞ্জে প্রেমের বিকাশ প্রেমে গায় পাখীগণ ;
দেখ, সরোবরে কমলিনী প্রেমেতে মগন ॥
প্রেমে, প্রকৃতি হাসে আমোদে, ভাসে গায় বিহঙ্গিনী ;
কুসুম সোহাগে দোলে অনুরাগে নাচে কুরঙ্গিণী ;
রাখি, যত্ন ক'রে হৃদাগারে প্রেম মহাধন ॥

যবনিকা।

সমাপ্ত।

শিবমস্তু।
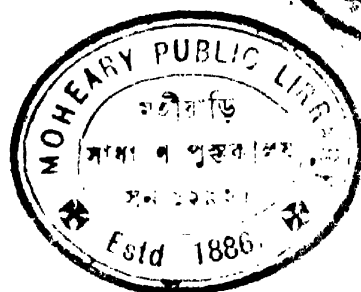
—০—

"ভূতের বিয়ে"

কহিনুর থিয়েটারে অভিনীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ৶৹ তিন আনা মাত্র।)

"গুরুঠাকুর"

শিক্ষাদীক্ষাপূর্ণ,—হাস্যরসের সমুদ্রবিশেষ,—সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে,—নূতন ধাঁচে গড়া—নাট্যরঙ্গ! হাসিরাশিপূর্ণ,—সরল আমোদ প্রমোদ,—সঙ্গে সঙ্গে মোহান্ধ মানবদিগের প্রতি সরল ভাষায় ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বের উপদেশ। ষ্টার থিয়েটারে—এবং নানা দেশবিদেশের নাট্যশালায় এবং নাট্যসম্প্রদায়কর্ত্তৃক অভিনীত। মূল্য।৹ চারি আনা।

"সৎসঙ্গ"

প্রথম সংস্করণের আর অতি অল্প সংখ্যাই আছে; দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

ষ্টার থিয়েটারে এবং অসংখ্য সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়কর্ত্তৃক মহাসমারোহে অভিনীত। অত্যদ্ভুত বৈচিত্র্যময় অভূতপূর্ব্ব পঞ্চাঙ্ক সামাজিক বিয়োগান্ত নাটক। "সৎসঙ্গ" পাঠ করিয়া আপনি "নিজের বন্ধুকে" ঠিক চিনিয়া লইতে পারিবেন। যথার্থ কথা বলিতে কি,—"সৎসঙ্গ" সংসারীমাত্রেরই আবশ্যক! নাট্যান্তর্গত চারখানি হাফ্‌টোন্ ছবি। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

"বেজায় রগড়"

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে একটী নূতন সামগ্রী। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে এবং এবং বহুসম্প্রদায়কর্ত্তৃক অভিনীত। সরল আনন্দ—প্রাণখোলা হাসিখুসী! "মামাভাগ্নের" খেলা—"চতুরে চতুরে মেলা"—হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়! কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই—সরল আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার। মূল্য।৹ আনা মাত্র।

"কলের পুতুল"

(কহিনুর রঙ্গমঞ্চে অভিনীত)

অতি মজাদার—অথচ গভীর শিক্ষাপূর্ণ প্রহসন। হিন্দু সংসারের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রত্যেক প্রাণীরই অবশ্য পাঠ্য। "কলের পুতুল"—ভায়ে ভায়ে—মায়ে পোয়ে—জায়ে জায়ে—বিবাদ ঘুচাইয়া দিয়া সংসার বড় সুখের আগার করিয়া তুলিবে। এটর্নীরহস্য পড়িয়া প্রাণ মজগুল্ হইয়া যাইবে। মূল্য।৹ চারি আনা মাত্র।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সেই অপূর্ব্ব—সর্ব্বজনপ্রশংসিত—আবালবৃদ্ধবনিতামনোরঞ্জন—সেই মর্ম্মভেদী বিয়োগান্ত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক—

ক্ষত্রবীর

(ষ্টার থিয়েটার অভিনীত)

অবৈতনিক ভদ্রসন্তানগঠিত সম্প্রদায়ের ঠিক উপযোগী করিয়াই লিখিত !

ঠিক যেমনটী চাহেন—যেমনটী খুঁজেন—যেমনটী হইলে আপনাদের প্রাণের মতন হয়—

"ক্ষত্রবীর" ঠিক সেই জিনিষ !

অতি অল্প আয়াসে ও অল্প পরিশ্রমে নাট্যাভিনয় করিয়া—নাট্যাভিনয় দেখাইয়া নিজেরা আমোদ করিবার এবং আবালবৃদ্ধবনিতাকে আমোদের সুধাসমুদ্রে ভাসাইবার একমাত্র নাটক—ক্ষত্রবীর !

কতকগুলি নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অত্যুৎকৃষ্ট নয়নাভিরাম হাফটোন্ ছবি দেওয়া হইয়াছে ! যথা,—"সুভদ্রা অভিমন্যু, কর্ণ-কুন্তী, ভীম দ্রৌপদী, জয়দ্রথ-দ্রোণাচার্য্য, উত্তরা-অভিমন্যু, সপ্তরথীর অন্যায় যুদ্ধ," ইত্যাদি ইত্যাদি !! মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র !

যদি পাষাণ ভেদ করিয়া অশ্রুজল ছুটাইতে না পারে তাহা হইলে আমাদের "ক্ষত্রবীর" বীরনামের যোগ্য নয় !!!

যে সরল সুন্দর প্রাঞ্জল শ্রুতিমধুর ভাষার ছন্দোবন্ধে "ক্ষত্রবীর" লিখিত, তাহাতে অভিনয় শিখিবার জন্য বাহিরের কোনও মাষ্টার মহাশয়ের খোসামোদ করিতে হইবেনা !

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক নাটাকাকারে—

"সাইন্ অফ্ দি ক্রশ"

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

"সাইন অফ্ দি ক্রশ"—মিঃ উইল্সন্ ব্যারেট লিখিত জগদ্বিখ্যাত একখানি উপন্যাস;—তাহা হইতে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া পাশ্চাত্য রঙ্গালয় সেই নাটক অভিনয় করিয়া যেমন নাট্যাভিনয়ে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছে,—সেইরূপ বঙ্গদেশে সেই "সাইন্ অফ্ দি ক্রশ" অভিনয় করিয়া—"ষ্টার থিয়েটার" বাংলা থিয়েটারকে শীর্ষস্থানে স্থাপিত করিল !!

বাংলা নাটক সৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত এমন প্রাণোন্মাদকারী নাটক আর হয় নাই। উৎকৃষ্ট বাঁধাই—কাগজ ও ছাপা! এ মনোহর নাটকের সবই মনোহর! মূল্য ১৲ মাত্র।